নমঃ সচ্চিদানন্দায় হরয়ে।

বিধানভারত।

অর্থাৎ

যুগধর্ম্মমাহাত্ম্যপ্রতিপাদক হরিলীলা-

মহাকাব্য।

প্রথমোল্লাস।

যুগে যুগে ধর্ম্মবিশোধনায় তৎ-
প্রবর্ত্তনায়োদ্ধরণায় দুষ্কৃতাম্।
সতাং প্রমোদায় চ যো নবং বিধিং
বৃণোতি ভক্তৈঃ প্রণমামি তং হরিম্॥

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত এবং
প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০২   ৭ই ভাদ্র।

মূল্য ১৲ টাকা।

নির্ঘণ্ট পত্র

অশুদ্ধ সংশোধন।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
য়ুথ	১৬	১৩	যূথ
সুব্রতে !	১৯	২	সুব্রত !
কুহক	ঐ	১০	কুহক
কুহুকিনী	১৫	২২	কুহকিনী
কিরিট	৫৭	১০	কিরীট
সুনীল গগনে হাসে রবি শশী	৫৯	৪	সুনীল আকাশে, রবি শশী হাসে,
দেখাইবে আরো	৮০	১৩	দেখাইবে আরো বহু
দৈবকার্য্য	ঐ	১৪	অলৌকিক কার্য্য
নহৈ	ঐ	২১	নহে মিথ্যা
কারে	১২৯	১১	কার

বিধানভারত।

মঙ্গলাচরণ।

যুগধর্ম্মপতি, যিনি বিধানবিধাতা,
ভবভারহারী হরি মঙ্গলনিদান,
তাঁর পদে বার বার, করি আগে নমস্কার,
বরাভয় তিনি মোরে করুন প্রদান,
হউন ! প্রসন্ন দেব, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা।

(১)

তার পরে স্বর্গবাসী অমরাত্মা যত,
যোগী ঋষি সাধু ভক্ত দেবের চরণ,
বন্দি কৃতাঞ্জলি করে, নত শিরে ভক্তিভরে,
করি প্রেম উপহারে সবারে বরণ,
শুনুন তাঁহারা নব বিধান ভারত।

(২)

স্বদেশে বিদেশে কিম্বা ইহ পরলোকে,
যথায় যে ভাবে যিনি করেন বিহার,
হিন্দু বুদ্ধ খ্রিষ্টীয়ান, পার্সি কিম্বা মুসলমান,
সকলেই ভগবত-ভক্ত পরিবার,
দিন্ সবে পদধূলি আমার মস্তকে।

(৩)

পিতৃকুল আর্য্য ঋষি পুরুষ প্রধান,
যাঁদের শোণিতধারা বহে এ শরীরে,
সন্তানে করিয়া দয়া, বিতরি চরণছায়া,
আসিয়া বসুন তাঁরা হৃদয়মন্দিরে,
যোগবল তপঃপ্রভা করুন প্রদান।

পবিত্রাত্মা ও আদ্যাশক্তির বন্দনা।

হে দেবি কল্পনে! শুভে, কবিতাসুন্দরি,
ভাবরসদাত্রি, কবি-হৃদি-বিহারিণি;
অয়ি কাব্যমধুকরি! প্রতিভাদায়িনি,
বরাননে, তুমি শব্দরূপা, তেজোময়ী,
অযোনিসম্ভবা, পরাবিদ্যা; নিত্যকাল
আছ, হে ভারতি! দেবপ্রকৃতিপ্রসূতা,
অবিচ্ছেদে, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া যেন
একাকার, অখণ্ড অনন্ত দেব সনে;
ছিলে তুমি, যখন ছিল না কেহ আর।
সৃষ্টির ভূষণ, ভগবত অনুকৃতি,
সন্ধিনী শকতি, তব অপার মহিমা;—
পশুতে মানব, নরদেবতা মানুষে,
পবিত্রাত্মা তুমি, বেদমাতা বাগ্‌দেবী,
হরিপ্রিয়সহচরী; থাকি অন্তঃপুরে,
রাজরাজেশ্বরী বিশ্বজননীর গৃহে,
আনি শুভ সমাচার, গূঢ় দৈবপ্রভা,

যোগাও ;—কল্পনাশক্তি কবির অন্তরে,—
শিল্পী, চিত্রকরে শোভা অনুভব রুচি,—
বিজ্ঞানীর মনে তত্ত্বচিন্তা সুগভীর,—
ধর্ম্মবীরে, পরমার্থ জ্ঞান, প্রত্যাদেশ ;
সহজে, যেমন বহে নিঃশ্বাস, শোণিত,
অনায়াসে, জীবদেহ মাঝে। হে বরদে!
যে নয়নে দেখিলেন ঈশা, ভক্তনিধি,
কবিকুলচূড়ামণি, বৈরাগী বিহঙ্গে ;
স্বর্গের উপমা নরশিশু সুকুমারে ;
মহার্ঘ্য রাজভূষণবিনিন্দিত ফুল
অজাতসম্ভূত স্থলপদ্মে ; বিশ্বরমে,
দেহি মোরে সেই সুনয়ন, সুরঞ্জিত
করি, নবরাগে ; দেখিবারে নিত্যধাম
দেবসভা সুরপুরে ; নূতন বিধান
মর্ত্ত্যলোকে ; হরিলীলা রসের তরঙ্গ ;
বর্ণিব সে সব, গাঁথি, বড় সাধ মনে,
নানাছন্দে। দেহি মাতঃ! অনন্তরূপিণি,
আদ্যাশক্তি, যাচে দাস, তব পদাম্বুজে,
কবিতাপীযূষরস, ভক্তিযোগবল,
রচিবারে চিদানন্দ রসের লহরী ;—
অভিনব রসকাব্য, ভকতচরিত।
আশীর্ব্বাদ কর, মাগো! প্রণমি চরণে,

ধূলিকণা সম আমি, নির্গুণ অসার,
জড়বুদ্ধি, জ্ঞান তুমি সব। অচেতন
ছিনু, ঘোর মোহনিদ্রাবশে, জাগাইলে
দেবী, তুমি, কৃপাবলে, মৃতসঞ্জীবন
মন্ত্রদানে; উঠাইলে কেশেতে ধরিয়া।
যেমনে নাচাও, নাচি, কাষ্ঠের পুতলি,
বলিব কি আর, কর, যাহা ইচ্ছা তব।
উথলিলে লীলারস, হে আনন্দময়ি!
ভাবের তরঙ্গ, চিত্তসরোবর মাঝে,
নিশ্বাস-পবন-বেগে; আঁকিলে হৃদয়ে
ছবি, চিদালোকে, ঘোর রহস্যে আবৃত;
জাগিছে সে চিত্রলেখা কলুষিত মনে,
অহরহ, মেঘে যথা বিদ্যুতের রেখা।
এস তবে কৃপা করি, হৃদয়কুটীরে,
প্রেমবারি বরষণে কর মুঞ্জরিত,
কল্পনাকানন, শুষ্ক তব অদর্শনে;
বিকাশি কাব্যকুসুম, গাঁথি মালা, দেহ,
করিতে অঞ্জলি দান, মোর হাতে তুলি,
ও পদ কমলে, মধুলোভী কবিকুল
বসিয়া নীরবে, যাহে, পিয়ে মকরন্দ।
দিয়ে বল বুদ্ধি, কর স্বকার্য্য সাধন,
ধর মাগো, ধর আসি স্বহস্তে লেখনী;

বাখানিতে নবভক্তি বিশেষ বিধান।
পুনরপি মাগি ভিক্ষা, কৃতাঞ্জলি করে,
দুঃখী গৌড়জন, তব লীলারসামৃত
পান করি, পায় যেন অনন্ত জীবন।

গৃহর্ষি যোগানন্দের আশ্রম

নির্ম্মলসলিলা সুরশৈবলিনী তীরে,
একদা, বসন্তশশিচন্দ্রিকাসেবিত
তপোবনে, ব্রহ্মপন্থী গৃহর্ষিআশ্রমে,
ব্রতধারী যোগী, আত্মারাম ঋষিগণ,
সাধিয়া সংযমব্রত আছেন বসিয়া,
সাধুসঙ্গে, পরমার্থ কথার প্রসঙ্গে ;
হেন কালে চিরঞ্জীব, হরিপ্রেমদাস,
দ্বিজাত্মজ, হইলেন উপনীত তথা,
একতন্ত্রী করে, মুখে হরিগুণ গান।
অতি রমণীয় সেই তাপসনিবাস,
নিরাপদ, নিত্য শান্তি রসের আলয়।
অটবিকুসুম গন্ধরাজ পরিমল
আনিছে বহিয়া ধীরে ধীরে, গন্ধবহ
সন্ধ্যাসমীরণ, শীতলিয়া আশ্রমীর
তেজঃপুঞ্জ দেহ ; বিলাইছে কুঞ্জে কুঞ্জে
লতাপাশ ভেদি, মধু সুরভি হিল্লোল।

সাজায়ে ফুলের ডালি সরসী সুন্দরী,
কমলবদনী, ইন্দিবরাক্ষী ললনা,
নীলাম্বরা,—দেবকন্যা যেন দিব্যধামে,—
দাঁড়ায়ে অদূরে, স্মিতমুখে; বিচলিত
সুমন্দ অনিলে কোমলাঙ্গ, মদ অন্ধ
ভ্রমরনিকর, যাহে গুঞ্জরে বসিয়া।
বিহঙ্গকূজিত বনে চকিত নয়না
মৃগবধূ, করে বিচরণ, মৃদু পদে,
শাবকে লইয়া পাছে, কভু স্তন্যদানে
তোষে তারে, বসি, নদীতটে, তরুতলে।
কেহ বা লতাবিতানে করিয়া শয়ন,
রোমন্থন করে, সুখে, পুত্র কোলে লয়ে।
হিংসা দ্বেষপরিশূন্য নিরাবিল স্থান,
সবে অনুকূল; বহে তটিনী জাহ্নবী,
কূলে কূলে, ধৌত করি বৃক্ষপাদমূল।
মুকুলিত চূতশাখা নবীন পল্লবে,
ঢাকি রবি তাপ, ছায়া বিতরে শীতল
আগন্তুক অতিথিরে, বনবাসীজনে।
পিকবর ঝঙ্কারিয়া শুনায় পঞ্চমে,
মধুর ললিত গীত, শ্রবণে উপজে
কত ভাব, শান্তিরস, যোগযুক্ত মনে।
প্রকৃতি লইয়া কোলে মায়ের মতন

করেন আদর বহু তাপস সন্তানে,
আনি দেন নিত্য, স্বভাবের দেবতারে,
স্বর্গের অমৃত, আত্মহৃদয় বিদারি।
ঘনসন্নিবিষ্ট আম্র বকুল মণ্ডপে,
উপবিষ্ট, মৃগচর্ম্মোপরি, শান্তচিত্ত
স্তিমিতলোচন সাধু, বৃহদ্ব্রতাচারী ;
প্রভাবে সংহারে পাপতাপ, তমোরাশি,
নাশে ভববন্ধ, শান্তি ঢালে চারিধারে।
সংযমী কৃতাত্মা সিদ্ধরথ, জয়ধ্বজ,
সত্যসন্ধ, প্রিয়ব্রত, জ্ঞানেন্দ্র, সুভদ্র,
পুরঞ্জন, শান্তবীর্য্য, প্রেমাঞ্জন আদি
মুমুক্ষু তৃষিত অনুরাগী ভক্তগণে,
যোগানন্দস্বামীসহ, শুনিবার আশে
হরিভক্তি, যুগধর্ম্ম বিধান ভারত,
করেন জিজ্ঞাসা সমাগত চিরঞ্জীবে।
কহিলা আচার্য্য বিজ্ঞ যোগানন্দ স্বামী
সসম্ভ্রমে, প্রিয় সম্বোধন করি, ওহে
বর্ষীয়ান্! হিতকারী মিত্র, বল শুনি,
কি হইল পরে? দয়াময় ভগবান্
কোন্ রূপ ধরি, হরিলেন ভবভার,
কোথায় কিরূপে? কাহারে লইয়া?
শুনিয়াছি তব মুখে চৈতন্যচরিত,

হরিপ্রেমলীলারস, প্রাচীন কাহিনী ;
অপূর্ব্ব সে কথা, ধর্ম্মবিধান ভারতী।
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ যবে নীলাচলে
ত্যজিয়া প্রাকৃত দেহ, অমর চিদাত্মা,
গেলেন স্বধামে চলি, ধরি ভাগবতী,
শুদ্ধা, ভাবময়ী তনু ; ডুবিল আঁধারে,
ঘোরপাপে, বিলীন হইল ভবজলে,
নিরমল ভাতি ভক্তিদেবীর প্রতিমা ;
গতানুগতিক দল অবিদ্যা প্রভাবে
মজিল কলঙ্কে কালবশে, হারাইয়া
সার ধনে, দেবের দুর্লভ ; কি করিলা
তখন ঈশ্বর, সর্ব্ব জীবের জীবন,
কলির কলুষরাশি গভীর কুটিল
নাশিবারে, জীবে দিতে পরিত্রাণ ? কহ,
হে দ্বিজ ! প্রাচীন আর্য্য, পরম বান্ধব,
কৌতূহলী মোরা, তত্ত্বরসপিপাসিত,
বড় সাধ শুনিবারে হরি ভক্তিলীলা,
পাপীর উদ্ধার, শান্ত দাস্য মধুরাদি
নানা রসকেলি। কর সুখী তাত, আজ
পূরাও লালসা, শুনাইয়া হরিকথা ;
জান তুমি সব, ভ্রমি দেশ দেশান্তর।

যুগধর্ম্ম মহাপ্রলয়।

কহে বৃদ্ধ চিরঞ্জীব পুলক হৃদয়ে
কৃতার্থ মানিয়া আপনারে, শুন শুন,
বলি তবে, হে তপস্বীবর যোগানন্দ!
মনোহর উপাখ্যান চিদানন্দলীলা,
কলুষান্ধকারে, এই হীন বঙ্গভূমে।
অমৃত সমান নব বিধান ভারত,
যে বলে বা শুনে তার খণ্ডে মহাপাপ,
হয় বন্ধ বিমোচন; দিব্য দেহ ধরি
যায় সে অমরধামে, ব্রহ্মলোকে, পায়
অক্ষয় সম্পদ, হরিপ্রেম রত্ন ধন।
ব্যাস, শুক, বৈসম্পায়ন, উগ্রশ্রবা,
যে লীলা বর্ণন করি হইলা অমর,
চিরস্মরণীয়, দেব নরের প্রণমা,
বলিতে সে লীলারস মধুর ভারতী
হয় অনুরাগ, হৃদে জ্বলে প্রেমানল।
ভগবতলীলাতত্ত্ব সর্ব্ব শাস্ত্র-সার,
অক্ষরে অক্ষরে তার প্রতি পরিচ্ছেদে,

বিধাতার পদচিহ্ন দেখি, আঁখি ঝরে ;
বাড়ে ভক্তি, সশরীরে স্বর্গ লাভ হয়।
ভকত জীবনে, প্রতি পরিবারে, কত
পাষণ্ড চরিতে, কিবা করুণা কৌশল
তাঁর, আহা! কি সুন্দর মঙ্গলশাসন!
মনে হ'লে চক্ষে জল আসে, হয় কণ্ঠ
অবরোধ, মুখে নাহি সরে কথা। মূক
আমি, হায়! তাহা সব পারি কি বলিতে
যাহা আছে মনে? যাহা শুনেছি স্বকর্ণে,
সাধুগুরুমুখে, কিম্বা দেখেছি নয়নে?
বরং সাহারা বালু তারকা নিকর
মহাসিন্ধু বিচিমালা পারি গণিবারে,
কিন্তু বর্ত্তমান নব বিধানের ক্রিয়া,
অযুত অগণ্য, অতি বিচিত্র ব্যাপার ;
গণনে না যায়, লেখা, বলা অসম্ভব ;
তথাপি যা পারি, বলি, শুন মন দিয়া।
সাধু! সাধু! অদ্যকার শুভ সম্মিলন,
বিধির ঘটন, আহা! জুড়াইল কর্ণ
শুনি প্রশ্ন তব, সারবান্, সুমধুর।
এ হেন জিজ্ঞাসা কেহ করে না এ যুগে ;
ধর্ম্মভয়হীন নর নারী মত্ত সদা
বৃথা সুখরসে, তত্ত্বপিপাসু বিরল।

ধন্য ! ধন্য ! তোমাদের জীবন সার্থক,
পরিহরি নাগরিক অসার প্রসঙ্গ
এ রম্য প্রদেশে, আসিয়াছ, সাধিবারে
যোগধর্ম্ম, যথা বনচারী তপোধন
নৈমিষকাননে, পুরাকালে। অহো ধন্য !
তরুণ তাপস, কৃষ্ণকেশ শ্মশ্রুধারী,
প্রসন্ন মূরতি, বীতস্পৃহ জিতেন্দ্রিয়,
শিখিয়া বিজ্ঞানতত্ত্ব, থাকি গৃহাশ্রমে,
লোকাচার প্রিয় ভদ্র সুসভ্য সমাজে,
সংসারে সাধিতে ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য
আছ হেথা, বনে, যেন অসঙ্গ উদাসী।
হউক সঙ্কল্প সিদ্ধ, পূর্ণ মনোরথ !
পাইনু পরম প্রীতি, হইনু কৃতার্থ,
আসি বনে, নিরখিয়া বীরধর্ম্মাচার।
থাকি রিপুময় ভবারণ্যে, পরিবারে,
আচরে যে যোগধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবীর,
জীবন্মুক্ত নর, ইথে নাহিক সংশয়।
হরিকৃপা বিনা কারো হয় না এ মতি,
রতি, তাঁর পদে, এই ঘোর কলিকালে।
জয়! জয়! দীনবন্ধু প্রণমি তোমায়,
সত্যের প্রমাণ ইহা বিশেষ করুণা,
মানব জীবনে তব কৃপা নিদর্শন।

শুন তবে বলি, হও অবহিত চিত,
হে কুল-পাবন! আর্য্য ভারত গৌরব;
শুনিয়াছ পূর্ব্বাপর হইল যে মতে,
নবদ্বীপ ধামে. হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
ভক্তির বিলাস, যার লাগি শ্রীচৈতন্য
হন অবতীর্ণ। তাঁর দেহলীলা অন্তে,
যবন শাসন কালে, যখন ভারত,
বঙ্গভূমি, ছিল ঘোর আঁধারে আবৃত,
বিজড়িত ভ্রান্ত সংস্কারে, উপধর্ম্মে ;
যখন যবন, কালান্তক দুষ্টমতি
রাজগণে, অবিচারে হরিত সবলে,
ধন মান কুল শীল ; দানবদলন
ধর্ম্মরাজ বিশ্বপতি, দিলেন তখন
আনি শ্বেতদ্বীপবাসী, সমর কুশলী,
সুনিপুণ রণবীর, চতুর বৃটনে ;
করিতে বন্ধনমুক্ত, নাশিতে অজ্ঞান,
যার কালগ্রাসে মোরা ছিনু কবলিত।
নিজ হাতে অভিষেক করিলেন তিনি,
ব্রিটিশ কেশরী নৃপবরে, রাজ্যপদে ;
দুর্জ্জয় প্রতাপে যার আজ হিন্দুস্থান,
সীমা হ'তে সীমান্তর ভয়ে সশঙ্কিত।
শ্বেতাঙ্গের বলবীর্য্য, বিজ্ঞান কৌশল,

আরম্ভিল মহা যুদ্ধ, ভাঙ্গিল সকল
প্রাচীন পদ্ধতি রীতি, গড়িল নূতন।
জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্যোতি অভিনব রুচি,
প্রবেশিল ঘরে ঘরে যেন বন্যা বারি।
বঙ্গীয় যুবক দল, ভারত সন্তান,
ধরিল নবীন বেশ, দেখিতে সুন্দর,
সুপণ্ডিত, কিন্তু প্রাণ বলিতে বিদরে,
আঁখি ভাসে অশ্রুজলে, অবিদ্যা বাড়িল
বিদ্যা উপার্জ্জন করি। বহিল ভীষণ
পাপস্রোত দ্রুতবেগে; মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
ব্যভিচার, নাস্তিকতা, কপট আচার,
অবিশ্বাস, সুরাপান বিলাস বাসনা,
ঘোর দুর্ণিবার অতি, গ্রাসিল সকল।
অকালে হারা'ল প্রাণ কত যুবা, সুরা
হলাহল পানে, না মানিল কারো কথা;
অনলে পতঙ্গ যেন পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
হায়! সে দুঃখের কথা বহু বিস্তারিত,
শ্রবণে হৃদয় কাঁদে বলা নাহি যায়।
কুলধর্ম্ম আর্য্য নীতি করিয়া হেলন,
সদাচার দলি পদতলে, ম্লেচ্ছ পদ
চুম্বিবারে কত যে আগ্রহ, কি বলিব!
মায়া কুহুকিনী বহুরূপা কলঙ্কিনী

লঙ্ঘিয়া সাগর, নব বিদ্যা বেশ ধরি,
ভুলাইল মদ্য মাংসে, ডুবাইল পাপে,
দুরাচারে, শুদ্ধসত্ত্ব হিন্দুবংশগণে।
বিবেক বিহীনা অন্ধ বুদ্ধি, কৃতবিদ্যে
লইয়া চলিল কেশে ধরি, অন্ধকার
গভীর নরককূপে, চতুরা করিণী
যথা ধরে ছলে, মদমত্ত করীবরে,
গহন বিপিনে। আশু সুখে রত যুবা
মানে না ঈশ্বর, পরকাল, ধর্ম্মনীতি,
বলে এ সকল মিথ্যা, বাতুলের কথা।
হীনবুদ্ধি লোক যারা চির অনুগামী,
অবোধ অজ্ঞান ভ্রান্ত পরের অধীন,
সহজে জড়ের মত; মেষযুথ যেন
চলে পাছে, কোথা যাবে, কিছু নাহি জানে
আহা! তাহাদের দশা ভাবিলে অন্তরে,
পরাণ আকুল হয়, দুঃখে হিয়া জ্বলে।
দেখে না পশ্চাতে চাহি জ্ঞানী যুবা দল,
পণ্ডিতাভিমানী, অন্ধ অসার আমোদে;
ভাবে না বারেক ভাবী বংশের কল্যাণ,
পরিণাম ফল; বুঝিল না কি অকর্ম্ম
করিয়া চলিল, রাখি গেল খুলিয়া কি
অমঙ্গল স্রোত, পাপ বিষের প্রবাহ।

ধর্ম্ম বিনা দেশ, পরিবার নষ্ট হবে,
নরকে ডুবিবে, হায়! চিন্তিল না মনে,
কেবল আপন সুখে মজিয়া রহিল।
ছিলেন প্রাচীন কালে প্রধান তাঁহারা,
সমাজপালক, ধর্ম্মস্তম্ভের সমান,
একাধারে যাঁহাদের ছিল ধর্ম্ম, জ্ঞান,
যোগ ভক্তি, তপোনিষ্ঠা পরাবিদ্যা বল।
এবে দেখি সব বিপরীত! জ্ঞান বিদ্যা
অধর্ম্মে গর্ব্বিত; অবিশ্বাসী, ধর্ম্মদ্রোহী
সর্ব্বজন প্রিয়, মহা আদরের ধন!
আর্য্যের ভূষণ যোগধর্ম্ম সত্যব্রত,
ঋষিপ্রদর্শিত শুদ্ধাচার রীতি নীতি,
সাধুকর্ম্ম, গেল রসাতলে; লুপ্ত হ'ল
ভজন সাধন, শম দম, ব্রহ্মজ্ঞান;
রহিল কেবল তামসিক উপধর্ম্ম,
বৃথা আড়ম্বর, মিথ্যা অসার কল্পনা।
ধর্ম্মভয় গেল একবারে ধুয়ে মুছে,
মানে না ঈশ্বর শক্তি তাঁর দৈব বল,
চাহে না শুনিতে তিনি আছেন বাঁচিয়া।
মাখিয়া কলঙ্ক পিতৃকুলে, হিন্দু যুবা,
ধরিল ঘৃণিত ম্লেচ্ছাচার; আর্য্যনারী,
ছিল যারা এককালে ধর্ম্মপরায়ণা,

পতিব্রতা সাধ্বী, মূর্ত্তিমতী ভক্তিরূপা,
আজ তারা উন্মাদিনী বিলাস বিকারে,
পুরুষের ক্রীড়ামৃগ, দাসী পরাধীনা।
যে কুলে জন্মিয়াছিল সীতা দময়ন্তী,
বিদুষী মহিলা, লীলাবতী খণা আদি,
হায়! আর সে কুলে কি নাহি বীরনারী,
স্বাধীনা রমণী, যথা গার্গী মৈত্রেয়ী!
কত হিন্দু পরিবার শ্মশান সমান,
হরি শব্দ নাহি কারো মুখে, পূজা পর্ব্ব
সব যেন আমোদের হেতু। ধর্ম্মহীনা,
নাস্তিকরূপিণী নারী, (ভাবিলে যেরূপ
প্রাণ উঠে চমকিয়া) দেখি নাই কভু
যাহা এ জীবনে, তাও দেখিতে হইল।
পণ্ডিত যুবক কত ধরি কপিধর্ম্ম,
লঙ্ঘিয়া বিধির বিধি, জাতীয় প্রকৃতি,
পরিল গৌরাঙ্গ বেশ, চিনিতে না পারি।
হায়! কি লাঞ্ছনা, লজ্জাবতী লতাসম,
বঙ্গকুলবালা, তাহারেও সাজাইল
বৈদেশিক সাজে! পথে বাহির করিল
চুলে ধরি! হাঃ! কি পাপে পাইল ভারত
এত দুঃখ, কেন তার ঘটিল দুর্গতি?
পাষাণে বাঁধিবে প্রাণ কুলবতী, নারী

পুরুষ হইবে, তাত সহিবে না প্রাণে!
দুঃখের উপরে দুঃখ, শুন হে সুব্রতে!
প্রিয় সাধু বন্ধুগণ! আর্য্যকুলাঙ্গার
কত স্বেচ্ছাচারী, নামে দেশসংস্কর্ত্তা
কাজে রিপুপরতন্ত্র, কলিঅবতার,
প্রবৃত্তির ক্রীতদাস নাস্তিক সমান;
মাতৃভূমি উদ্ধারের ছলে দাঁড়াইয়া,
ডুবিল নরকে, ডুবাইল বহুজনে;
মজিল অবলা কত, আহা! সঙ্গদোষে,
পড়িয়া কুহক জালে, কুমন্ত্রণা ফাঁদে,
কুরঙ্গিনী যথা নিষাদের বেণু রবে।
কপট পাষণ্ড মতি, ধর্ম্মদ্রোহী তারা,
প্রবঞ্চক চূড়ামণি দানব দানবী;
বিদারে কোমল ভক্তিকলি নখাঘাতে,
অরণ্যশূকর যথা মরম না জানি,
দলে পদতলে, মণি মুকুতার হার।
যোগ, শুদ্ধি, ধ্যান, ব্রহ্মদর্শন শ্রবণ,
বৈরাগ্য বিরতি, ঋষিদত্ত ধন যত;
ছিন্ন ভিন্ন করে, আর বলে, এই লাগি
আমাদের জন্ম ভূমণ্ডলে। রাশমুক্ত
তুরঙ্গ যেমতি, ঊর্দ্ধশ্বাসে বেগে ধায়,
বারণ না মানে; আমাদের হিন্দুবংশ,

আত্মীয় বান্ধব, ভারতের ভাবী আশা,
হইল তেমতি মুক্ত, উন্মার্গগামী।
নিরখি এ সব দুখ, জীবের দুর্গতি,
বিধির মঙ্গল শক্তি রবে কি নিদ্রিত?
নন্ কি জাগ্রত হরি, পাষণ্ডদলন?
কত অত্যাচার আর সহিবে প্রকৃতি?
ক্রমে ক্রমে পাপমেঘ হইয়া সঞ্চিত,
ঘেরিল অন্তরাকাশ হৃদয় গগন
ঘোর ঘটা করি; মায়াবদ্ধ জীব তাহা
পায় না দেখিতে। আপনার পাপবিষ
উদ্গীরণ করি, জীব আনে অমঙ্গল,
নিজ কুবুদ্ধির দোষে, হায়রে কি মোহ!
হেন মতে বহু দিন কৌতুক আমোদে
ছিল অচেতন, বঙ্গবাসী নরনারী;
ভয়ে কেহ খুলিত না মুখ, বলিত না
কেহ, কোন কথা, তাহাদের প্রতিকূলে
এমন সময়ে শুন, হে মুনিপুঙ্গব!
বিধির বিধানক্রিয়া, অতীব বিস্ময়;
উঠিল প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু স্বন্ স্বনি,
ভয়ে কাঁপে প্রাণ, দেখি অদ্ভুত ঘটনা,
মহা বিনাশের কাল যেন সমাগত।
ভীষণ দর্শন, যুগপ্রলয় লক্ষণ,

অলৌকিক অতি, যেন বিধি পুনরপি
সৃষ্টি আরম্ভিলা। ঘন ঘন বজ্রনাদে
কাঁপিল মেদিনী, কর্ণ ফাটিতে লাগিল ;
আকুল হইল প্রাণ ত্রাসে ; দশ দিক্
জল স্থল, আঁধারিল, কাল মেঘজালে।
অকস্মাৎ ঘন ঘটা নীরব আকাশে,
ভীমবল প্রভঞ্জন ধায় দ্রুত গতি,
উখাড়ি পর্ব্বতসহ মহাদ্রুমে ; ভাঙ্গে
গিরিচূড়া মড় মড় রবে। উদ্বেলিত
সিন্ধু, সুবিশালবক্ষ, গরজে গম্ভীর
নাদে, ধরি রুদ্র বেশ, ভয়ঙ্কর ; করে
আস্ফালন, মহাকোপে, পবন তাড়নে ;
গ্রাসিতে অনন্ত ব্যোম, উঠে বীরমদে,
ঊর্দ্ধশিরে, ফেনপুঞ্জ বমন করিয়া ;
প্রতিঘাতে প্রতিধ্বনি হয় উপকূলে,
সিংহের বিক্রম যথা ভূধর কন্দরে।
মহাবেগে পড়ে খসি গিরীন্দ্র শিখর
তদুপরি, হেঁটমুণ্ডে, প্রভূত নির্ঘোষে।
বিঘূর্ণিত মহীতল অসীম বিমানে ;
উগারে অনল রাশি, ধবল অচল,
অভ্রভেদী, দ্রবধাতু পিণ্ড ছুড়ি ফেলে
চারি ভিতে ; ভূমিকম্পে টলে বিশ্বধাম

মুহুঃ মুহুঃ। নিরখিয়া যুগান্তর চিহ্ন,
মহাপ্রলয়ের কাল, উঠিল জাগিয়া
সচকিত নেত্রে, যত নিদ্রাগত প্রাণী,
মোহনিদ্রাবশে মৃত প্রায় ছিল যারা।
ঘূর্ণবায়ু ধূলিপুঞ্জ লইয়া মস্তকে
পশি নদীগর্ভে, দৈত্য দানব যেমতি,
বিরচিল চক্রগতি গভীর আবর্ত্ত,
জলস্তম্ভ শত শত। বিদ্যুতের শিখা,
ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, অযুত অশনি,
অগণ্য তারকা, সবে ছুটিল গগনে,
তীরবেগে, চমকিয়া আকাশ অবনী ;
দাবাগ্নি-কণিকা রাশি উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
নিবিড়ান্ধকার ভীম ভৈরব মূরতি
পলাইছে ডরে, মহা সাগর লঙ্ঘিয়া,
ভয়ঙ্কর ডাক ছাড়ি ; তার পাছে ধায়
তপন প্রচণ্ড, টঙ্কারিয়া ইন্দ্রধনু,
মার! মার! বলি, ক্রোধে লোহিত লোচন।
বিদীর্ণ করিয়া তার কনক ললাট
বাহির হইল চন্দ্র, রজত রঞ্জন,
ঢালিতে অমৃত, বসুধার দীপ্ত শিরে।
বিস্ফারিত অম্বুনিধি পরশে গগন,
প্রকাণ্ড পর্ব্বত যেন হিমানি মণ্ডিত ;

গিরিরাজি মিলাইয়া গেল রসাতলে।
ধক্ ধক্ জ্বলে বহ্নি স্রোতস্বিনী নীরে ;
ফুটিল বাড়বানল ভেদিয়া ভূস্তর,
নানা দিকে, মেঘে মেঘে করে ঘোর রণ ;
নাচে ক্ষণপ্রভা শত জিহ্বা বিস্তারিয়া।
প্রকৃতির গর্ভ বিলোড়িত আন্দোলনে,
বিষম বিপ্লবে, যুগপ্রলয় সংঘাতে।
কালকূট সম তেজস্বিনী সুরা যথা,
ফেনময় রূপ ধরি উছলিয়া উঠে,
ভাঙ্গে অলক্ষিতে, পুরাতন জীর্ণ পাত্র ;
সর্ব্বগত ব্রহ্মতেজঃ প্রচ্ছন্ন অনল
জাগিল তেমনি যুগধর্ম্মের নিয়মে।
দেবদেব মহাদেব, জ্বলন্ত নিশ্বাসে,
ন্যায়দণ্ডাঘাতে ভব সাগর মথিয়া,
করিলেন মৃত দেহে অমৃত সঞ্চার।
সমাধি মন্দির দ্বার ফেলি উঘাড়িয়া
শব অস্থি,—(পুরাতন ইতিহাসে ছিল
ঘুমাইয়া, বহুকাল, আঁধার গহ্বরে)
উঠিল হুঙ্কারি, ধরি জীবন্ত আকার ;
বাহিরিল দলে দলে হরি হরি বলে।
পঞ্চদশ শকে দেখেছিনু একবার
বিশেষ বিধান, ব্রহ্মতেজের উচ্ছ্বাস,

নবদ্বীপে ; সেইরূপ চিহ্ন অবিকল।
সত্য সত্য ইহা নব সৃষ্টি-প্রকরণ,
অমৃতের লাগি দেবাসুরের সংগ্রাম।
অধ্যাত্ম জগতে, জনসমাজ ভিতরে,
মানব-সঞ্চিত পাপ মলিন জঞ্জাল,
পূতিগন্ধময় ; বিনাশের বীজ নিজ
গর্ভেতে ধরিয়া, নাশে, স্বাভাবিক বলে
অপনারে, করে যেন বিষে বিষ ক্ষয়।
সৃষ্টিকালে শূন্য হ'তে ঈশ্বর যেমন
করিতে কন্দুক ক্রীড়া, ইচ্ছাশক্তি বলে
রচিলা আঁধারে, রবি লোহিত বরণ,
গোলাকার, গতিবেগে নিক্ষেপিলা তারে
তপ্ত দ্রব পরমাণু সৃষ্টিচক্রে ফেলি
গড়িলা, "হউক !" মন্ত্র উচ্চারণ করি,
অসীম জগতসৌর অনন্ত কৌশলে ;
তেমনি নিয়মে জন্মে নরকান্ধকারে
পুণ্যবান্ আত্মা, ভক্তসমাজ ভূতলে।
কেন এ বিপ্লব ঘোর বিপর্য্যয় গতি
স্বভাবের সুখধামে ? মৃতগণ এবে
কি লাগিয়া ক্রোধান্বিত, বিকট বদনে
কেন দন্তে দন্ত ঘসে, পিশাচের মত ?
ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চষষ্ঠি ভূতসহ

পরস্পর মহাদ্বন্দ্ব করে কি কারণে ?
সবে বিচঞ্চল, পড়ি ঘূর্ণবায়ু মাঝে,
রণে মত্ত সেনাদল ভ্রমে যেন রোষে।
মানবের দুরাচার বিগর্হিত রীতি
সহিতে না পারি তারা কাঁপে ক্রোধভরে।
রাজভক্ত তারা, প্রভু পরায়ণ, তাই
রহিতে নারিল ; কেহ পারে কি রহিতে,
সহিতে এ পাপভার, বিশ্বাসী যে জন ?
টুটিল যোগীর যোগনিদ্রা, আন্দোলনে,
ভাঙ্গিল সমাধি আচম্বিতে ; স্বর্গপুরে
কাঁপিয়া উঠিল দেবসভা ; যোগাসন
টলিতে লাগিল, দেখি, মানিয়া বিস্ময়,
উঠিলেন সিদ্ধগণ ধ্যান ভঙ্গ করি,
পূজিতে জগতপতি, সর্ব্বলোকনাথে।
পূজা অন্তে করিলেন স্তব সমস্বরে,
শ্রবণ মধুর অতি, খণ্ডে যাহে পাপ,
নাশে সর্ব্ব বিঘ্ন, হয় প্রাণের সঞ্চার।

দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব।

নমোদেব বিশ্বনাথ, স্বয়ম্ভু অখিল মাত,
স্বপ্রকাশ মহাদেব ভুবনপালক হে।
সর্ব্বশক্তি মূলাধার, পূর্ণ ব্রহ্ম নিরাকার,
পরম মঙ্গলাকর কুশলবিধাতা হে।
কে জানে তোমার মর্ম্ম, অপার তুমি অগম্য,
অসীম মহিমা তব অন্ত নাহি হয় হে।
মহান্ অনন্ত শক্তি, গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি,
স্মরণে শিহরে প্রাণ কাঁপে কলেবর হে।
জগত ব্রহ্মাণ্ডপতি, পরমেশ পরাগতি,
সুরনর-বন্দনীয় অনাদি পুরুষ হে।
জাগ্রত জ্বলন্ত নিত্য, অখণ্ড অব্যয় সত্য,
প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত রাজরাজেশ্বর হে।
পাষণ্ড দলনকারী, কলিকলুষাপহারী,
অতুল প্রভাবশালী ন্যায়দণ্ডধারী হে।
তেজোময় দীপ্তিমান্, অবিনাশী বীর্য্যবান্,
মহাবল পরাক্রান্ত অটল অচল হে।

নমোদেব বিশ্বম্ভর, আদিনাথ সর্ব্বেশ্বর,
পুণ্যশ্লোক ভগবান্ পরম চৈতন্য হে।
গভীর তোমার তত্ত্ব, দুর্জ্জ্ঞেয় পুরাণ সত্ত্ব,
বিচিত্র স্বভাব ভাব বিপুল বিক্রম হে।
তাপত্রয়নাশকারী, দেবদেব দানবারি,
জয় ধর্ম্মরাজ হরি পতিত উদ্ধারী হে।
রক্ষ রক্ষ কৃপাসিন্ধু, গতিনাথ দীনবন্ধু,
অভয় চরণ দানে নাশ ভয় বিঘ্ন হে।
জয় জয় পুণ্যদাতা, দয়াময় পরিত্রাতা,
দেবাসুর-যুদ্ধানলে দেও শান্তিবারি হে।
তুমি মঙ্গলের হেতু, প্রজাপতি মোক্ষসেতু,
বিপদভঞ্জন বিভো সর্ব্বসিদ্ধিদাতা হে।
রক্ষ নাথ সত্য ধর্ম্ম, সদাচার পুণ্যকর্ম্ম,
প্রচার তোমার নাম সকল ভুবনে হে।
হও আসি অবতীর্ণ, কর শুভ ইচ্ছা পূর্ণ,
বসো রাজসিংহাসনে রাজবেশ ধরি হে।
দেবলোক কম্পমান, ভয়ে সবে হতজ্ঞান,
দেখিয়ে সঙ্কট ঘোর বিষম বিপ্লব হে।
নিশ্বাস পবন ঘন, প্রজ্বলিত হুতাশন,
বহিতেছে অনুক্ষণ বেগে বিশ্ব কাঁপে হে।
প্রসারি দক্ষিণ বাহু, বিনাশ অধর্ম্ম রাহু,
রাখ দেব, দেখ সৃষ্টি যায় রসাতলে হে।

প্রলয় করাল কাল, গ্রাসে বিশ্ব সুবিশাল,
ঘোরতর মহাযুদ্ধ করে পাপাসুরে হে।
ডাকি নাথ বারংবার, করি পদে নমস্কার,
প্রকাশ মঙ্গলজ্যোতি নূতন বিধান হে।
কর রাজ্য অধিকার, ঘুচাও ভবের ভার,
ধর্ম্মবলে স্বর্গরাজ্য আন ধরাতলে হে।
তুমি গুরু জ্ঞানদাতা, যুগধর্ম্মপ্রেরয়িতা,
ত্বরা করি দেও দেখা সহে না বিলম্ব হে।
নরক আবর্ত্তে পড়ি, কাঁদে লোক আহা! মরি,
পাপবিষে জর্জ্জরিত দুঃখেতে আকুল হে।
বিলাপ ক্রন্দনধ্বনি, উঠিছে দিন রজনী,
ভারত গগন আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হে।
পুণ্যকীর্ত্তি আর্য্যবংশ, দুরাচারে হ'ল ধ্বংস,
পরিহরি ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন ভজন হে।
বিলাস বাসনানলে, পাপে তাপে মরে জ্বলে,
নরকে নিমগ্ন যত মানব সন্তান হে।
পাপেতে পাপের বৃদ্ধি, করে ক্ষয় বুদ্ধি শুদ্ধি,
পরিণামে মহা দুঃখ ভোগে নিজ দোষে হে।
কোথাও না পায় শান্তি, সকলি অসার ভ্রান্তি,
নিবারিতে দুঃখজ্বালা পড়ে পাপহ্রদে হে।
প্রাচীন সুনীতি রীতি, যোগ ধ্যান ভক্তি প্রীতি,
হইল বিলোপ সব পাপ-দেশাচারে হে।

বহু পুরাতন কালে, পণ্ডিতেরা বুদ্ধিবলে,
লিখেছিল যে নিয়ম অজ্ঞানের তরে হে।
সেই পৌরাণিক বিধি, সাকার ভজন আদি,
বাহ্যপূজা কর্ম্মকাণ্ড হইল সর্ব্বস্ব হে।
জ্ঞানী মূর্খ সুপণ্ডিত, হয়ে সবে বিমোহিত,
অদ্যাবধি সেই মিথ্যা বাল্যখেলা খেলে হে।
ভাক্তধর্ম্মবেশ ধরে, কপট আচারী নরে,
ঘরে ঘরে দ্বেষ হিংসা নিন্দাঅগ্নি জ্বালে হে।
জীবিকা নির্ব্বাহ হেতু, উড়া'য়ে ধর্ম্মের কেতু,
আচার্য্য যাজক দল ফিরে দ্বারে দ্বারে হে।
গুরু শিষ্য দোঁহে মিলি, দিয়ে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি,
উভয় উভয়ে পাপ নরকে ডুবায় হে।
হরি-ভক্তিহীন নর, দ্বন্দ্ব করে পরস্পর,
এক অন্যে ভ্রান্ত বলি অহঙ্কারে মরে হে।
নাহি সত্যে অনুরাগ, ক্ষমা প্রেম শৌচ ত্যাগ,
তব নামে রক্তপাত কত অকল্যাণ হে।
সবে অভিমানে মত্ত, নাহি জানে সার তত্ত্ব,
যবন খ্রিস্টান হিন্দু এক পরিবার হে।
সাধুভক্তি সত্যবেদ, নাহি তাহে জাতি ভেদ,
তবু সাধুনিন্দা সত্য পরিহার করে হে।
কি হিঁদু কি মুসল্মান, বৌদ্ধ কিম্বা খ্রিষ্টীয়ান,
সকলেই মৃতপ্রায় প্রেমভক্তি বিনা হে।

তাই মতভেদ এত, সম্প্রদায় শত শত,
অভিমান অনাচার ধর্ম্মের মন্দিরে হে।
ধর্ম্মহীন বিদ্যালয়, রাজধর্ম্ম স্বার্থময়,
তব নাম গন্ধ কেহ সহিতে না পারে হে।
তোমায় উপেক্ষা করি, মূল সত্য পরিহরি,
বিজ্ঞান দর্শন রচে নাস্তিক পণ্ডিতে হে।
পূরিল পাপের ভরা, কাঁদে শোকে বসুন্ধরা,
জগত উদ্ধার লাগি এস অবিলম্বে হে।
যে কারণে মোরা সবে, জনমিয়াছিনু ভবে,
সে সকল উচ্চ লক্ষ্য নাশে নরাধমে হে।
স্বরূপ অখণ্ড তব, খণ্ড খণ্ড করি সব,
ভ্রান্তবুদ্ধি নর নারী ভ্রমে অন্ধকারে হে।
কর যোগ সম্মিলন, দলাদলি নিরসন,
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তুমি মধ্যবর্ত্তী হে।
তোমার চরণতলে, মিশে যাক্ সব দলে,
প্রেমের প্লাবনে প্রভু ঘুচাও প্রভেদ হে।
হেথায় অমরধামে, বদ্ধ মোরা তব নামে,
এক আত্মা এক প্রাণ নাহি বিসংবাদ হে।
ছিনু যবে পৃথ্বীতলে, দেখেছি আপন বলে,
তোমার সন্তানগণে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে হে।
কিন্তু দেখ কি দুর্ম্মতি, আমাদের অনুবর্ত্তী,
দলে দলে করে যুদ্ধ আপনা আপনি হে।

বুদ্ধিবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী, ভক্তিদ্বেষী অভিমানী,
তোমার পবিত্র নাম কলঙ্কিত করে হে।
নাহি মানে সাধু ভক্ত, বিশেষ বিধানতত্ত্ব,
সরল অন্তরে দেয় গরল ঢালিয়ে হে।
সোণার সংসার তব, অতুল সুখ বিভব,
বিবাদ অনলে দেখ ছার্‌খার হয় হে।
অশান্তি নির্ব্বাণ কর, ধর রাজদণ্ড ধর,
মীমাংসা-বিধানধর্ম্ম দিয়ে তাপ হর হে।
সর্ব্বসমঞ্জসকারী, বিশ্বজয়ী দর্পহারী,
উদার পরম ধর্ম্ম পাঠাও এবার হে।
তুমি ধর্ম্ম তুমি পুণ্য, হোক্ তব নাম ধন্য,
অদ্বিতীয় সর্ব্বারাধ্য নমো নিরঞ্জন হে।
তুমি পিতা মাতা বন্ধু, কৃপাময় প্রেমসিন্ধু,
জগদীশ পরব্রহ্ম বিপদবারণ হে।
দেহ জ্ঞান বল বুদ্ধি, পুণ্য শান্তি যোগ সিদ্ধি,
দৈবশক্তি সদ্বিবেক প্রতিভা সুমতি হে।
তুমি বেদ তুমি বিধি, অনন্ত গুণের নিধি,
চরম পরমগতি বাঞ্ছাকল্পতরু হে।
তুমি ভজনীয় লক্ষ্য, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ,
ইহ পরকাল স্বর্গ নিত্যানন্দধাম হে।
নূতন বিধান জ্যোতি, পাঠাইয়া ত্বরাগতি,
শীঘ্র শীঘ্র! হর পাপ এই ভিক্ষা মাগি হে

নববিধানের জন্ম।

শুনি দেবস্তুতি কাতর বন্দনা
স্তম্ভিত হইল ধরা,
বিধাতৃ শকতি মূর্ত্তিমতী হয়ে
দেখা দিল আসি ত্বরা।
দেখিতে দেখিতে পূরব গগন
সুবর্ণ কপাট খুলি,
বিকাশিল রবি লোহিত বরণ
আঁধার অম্বর তুলি।
সাগর মন্থনে উঠিল অমৃত
পাইল সকলে প্রাণ,
উষার আলোকে প্রভাত সমীরে
পূরিল অবনী ধাম।
বহিল অনিল মৃদু মন্দ গতি
ছুটিল ফুলের বাস,
হাসিল ধরণী শোভিল আবার
পরিয়া নূতন বাস।

কনকে রঞ্জিত হইল ভুবন
তরুণ অরুণ করে,
শ্যামল সুন্দর বন উপবনে
বিহঙ্গ সঙ্গীত করে।
ফুটিল বিমল কমল কুসুম
মলিন পঙ্কিল জলে,
ভীষণ শ্মশানে আশার আলোক
আঁধারে মাণিক জ্বলে।
মৃত তরুলতা ফল ফুলে সাজি
রসিল বসন্ত রসে,
নব কিশলয়ে করিয়া ঝঙ্কার
ভ্রমর উড়িয়া বসে।
আপন স্বভাব ধরিল প্রকৃতি
ঘুচিল বিপদ ভয়,
নবীন জীবনে হইল সকল
জগত আনন্দময়!
সত্য সূর্য্যোদয় যুগধর্ম্ম নব
বিধান আভাস হেরি,
প্রাচীন বিধানে যে ছিল যেখানে
বাজাইল জয়ভেরী।
হিমাদ্রি অচল মেক্কা নবদ্বীপ
জিরুশালমাদি স্থান,

উঠিল জাগিয়া হরিবোল বলে
মৃত দেহে পেয়ে প্রাণ।
বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ
আপন আপন স্বরে,
গাইতে লাগিল পুরাণ কাহিনী
নানামতে খেদ করে।
জর্দ্দনের জল জুডিয়ার মাটি
অলিভের শিলারাশি,
কহিছে কাঁদিয়া স্মরি পূর্ব্ব কথা
দুনয়ন জলে ভাসি ;—
" এস ! এস ! ভাই নূতন বিধান
জগতের পরিত্রাতা,
লুপ্ত সাধুগণে করিয়া উদ্ধার
ঘুচাও মনের ব্যথা।
যাঁর পদধূলি শোণিত পীযূষে
কৃতার্থ হয়েছি মোরা,
বহিয়াছি বক্ষে যাঁর দিব্য তনু,
অতুলন মনোহরা ;
গাও তাঁর গুণ শুনি একবার
এবে বহু দিন পরে ;
সে চরিত সুধা প্রেমানন্দ রস
পিয়াও পরাণ ভরে।

আহা! গুণধাম প্রিয়তম যিশু
মানুষ রতন মণি,
রহিলে কোথায় ওহে প্রাণাধিক!
অন্ধের নয়নমণি!
বসিয়া বিজনে কাঁদিয়াছ কত
পাপীর উদ্ধার লাগি,
আমরা তোমার চিরসহবাসী
ছিনু সুখ দুঃখভাগী।
তব অশ্রু জল শোণিতের ধারা
মেখেছি সকল অঙ্গে,
শুনেছি গোপনে, গভীর প্রার্থনা
থাকিয়া নিয়ত সঙ্গে।
হায়! সে আঁধার রজনীর কথা
মনে হ'লে প্রাণ কাঁদে,
যখন তোমায় নিষ্ঠুর ঘাতকে
অপরাধী বলে বাঁধে।
নিশা জাগরণ ব্যাকুল প্রার্থনা
দয়াল পিতার কাছে,
প্রহার বন্ধন কণ্টক মুকুট
সকলি স্মরণে আছে।
যাঁর পরসাদে কত মহাদেশ
পরিপূর্ণ ধনমানে,

আজ তাঁরে হায় ! প্রাণ দিয়ে কেহ
অকপটে নাহি মানে।
ওহে নবোদিত নূতন বিধান !
খুলিয়া স্বর্গের দ্বার,
দেখাও প্রকৃত শিশু দেবাত্মজে
কিরূপ স্বরূপ তাঁর।”
উদয় অচলে হেরি নবরূপ
বিধান তপন জ্যোতি,
নিদ্রা ভঙ্গ করি উঠিল জাগিয়া
হিমালয় নগপতি।
শুভ্র জটাভার তুষার অনন্ত,
তাহার উন্নত শিরে,
নব রবি তাপে বিরাট শরীর
ভাসিছে ধবল নীরে।
যেন মহাযোগী মহাদেব শম্ভু
যোগনিদ্রা পরিহরি,
বহু যুগান্তর খুলিলা নয়ন
শ্রীহরি স্মরণ করি।
কহে নগরাজ যোগেন্দ্র আশ্রম
নিনাদিয়া মহাকাশ,
“ওহে ব্রহ্মসুত বিধান নূতন
মন দুঃখ কর নাশ।

মোর অঙ্কে বসি আর্য্যকুলপতি
দেবর্ষি রাজর্ষি কত,
থাকিত সেকালে ভজন সাধন
জপ তপ ধ্যানে রত।
আহা! তাঁহাদের তেজঃপুঞ্জ বপু
প্রশান্ত প্রকৃতি রীতি,
হিরণ্ময় কান্তি বিপুল প্রতিভা
ভাবিলে উথলে প্রীতি।
যাঁদের গৌরবে ভারত উজ্জ্বল
আর্য্যকুল বরণীয়,
কোথায় তোমরা রহিলে এখন!
হে আমার প্রাণ প্রিয়!
কেহ বক্ষ পিঠে কেহ শৃঙ্গোপরে
কেহ বসি তরুমূলে,
নিভৃত কন্দরে ব্রহ্মরূপ ধ্যানে
থাকিতে আনন্দে ভুলে।
প্রস্রবণ বারি বন্য ফল মূলে
জীবন ধারণ করি,
রচিলে বেদান্ত বেদ বিধি কত
তত্ত্বশাস্ত্র ভূরি ভূরি।
হিন্দুরাজগণ গৃহস্থ বিবেকী
ত্যজিয়া সংসারাশ্রম,

প্রাচীন বয়সে আসিত হেথায়
সাধিবারে শম দম।
গভীর সমাধি কঠোর সাধন
যোগেতে হইয়া লয়,
দেখিতেন তাঁরা চিদ ঘন ব্রহ্ম
হরিময় হিমালয়।
হায় ঋষিকুল! অঙ্গের ভূষণ
হৃদয় পরশমণি,
তোমাদের গুণে ছিলাম আমিও
পরম ধনেতে ধনী।
এবে দেখ মম হিম কলেবর
যেন শ্মশানের মত,
সুরম্য নিকুঞ্জ তটিনী নির্ঝর
সুরাপাত্রে কলঙ্কিত।
ছিনু এককালে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র
আর্য্যঋষি সহবাসে,
এবে হিন্দু যুবা শ্বেতাঙ্গের সহ
আমার ধরম নাশে।
বসি মোর কোলে করে পাপাচার
অপবিত্র সব স্থান,
যেখানে বসিয়া যোগী ঋষিবৃন্দ
করিতেন যোগ ধ্যান।

কুক্কুট গোমাংস সুরার দুর্ঘ্রাণ
ইন্দ্রিয় বিলাস রসে,
গেল জাতি ধর্ম্ম পতিত হইয়া
কাঁদিতেছি তাই বসে।
আসিত তখন ধার্ম্মিক নৃপেন্দ্র
সাধন ভজন তরে,
এবে আসে যত ভারত ভূপতি
পূজিতে শ্বেতাঙ্গবরে।
বহু কালাবধি আছি মনোদুখে
সহে না পরাণে আর,
অন্তিম দশায় ওহে নববিধি!
দূর কর পাপভার।
তব শিষ্যদলে দিও পাঠাইয়ে
এই পুণ্য তীর্থধামে,
করিতে ধ্বনিত আমার কন্দর
সুধাময় ব্রহ্মনামে।
তপস্যা সমাধি নিয়ম সংযম
ধ্যান যোগ শিক্ষা করি,
ঋষিমুখোজ্জ্বল করিবে তাহারা
বসি মম বক্ষোপরি।
শুনিব আবার ব্রহ্মপন্থী মুখে
ব্রহ্মনাম গুণ গান,

আর্য্যধর্ম্ম নীতি নিষ্ঠা সদাচার
নিরখি জুড়াব প্রাণ।
নবীন যুবক হিন্দুবংশগণে
করিয়া আবার কোলে,
পাসরিব সব হৃদয় বেদনা
তোমার প্রসাদ বলে।
হায়! কেহ আর পড়ে না সে শাস্ত্র
আছে যাতে ব্রহ্মজ্ঞান,
সাধনের বিধি যোগের প্রণালী
হইয়াছে অন্তর্দ্ধান।
এস! এস! নব যুগধর্ম্ম বিধি
সাদরে বরণ করি,
নয়নের জলে ধুয়ে তব পদ
সমাদরে শিরে ধরি।”
প্রাচীন মহর্ষি হিমগিরিরাজ
কাঁদিল এতেক যদি,
তুষার গলিত শোক অশ্রু নীরে
হইল প্রকাণ্ড নদী।
শৈলনাথ শিরে শ্বেত জটাপাশ
মহোচ্চ কাঞ্চনজঙ্ঘা,
তাহা ভেদ করি বাহির হইল
সুরধুনী ভক্তিগঙ্গা।

মহা বেগবতী সেই তরঙ্গিণী
হইয়া হিমাদ্রি পার,
আকুল অন্তরে ছুটিতে ছুটিতে
উত্তরিলা হরিদ্বার।
কাঁদে বরাঙ্গনা ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া
ফেনায় আবৃত মুখ,
বলে "এস! এস! নূতন বিধান
শুন মোর মনোদুখ।
চারি শত বর্ষ হইল বিগত
আছি আমি প্রাণে মরে,
নদিয়ার চাঁদ যে দিন অবধি
গেছেন অনাথা করে।
কত কাল হায়! শুনিনাই আর
হরিসঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি,
উঠে নাই হৃদে ভাবের লহরী
ছিনু মণিহারা ফণী।
কপট ভাবুক ভ্রান্ত দুরাচারী
অজ্ঞানান্ধ মূঢ় নরে,
নিজের কলঙ্কে হয়ে কলুষিত
লাঞ্ছিত করেছে মোরে।
শুদ্ধা পরাভক্তি প্রেম মহাভাব
প্রকাশ এবার তুমি,

বাজাও মৃদঙ্গ গাও হরি নাম
ধন্য হোক্ বঙ্গভূমি।”
শুনিয়া এসব বিলাপ রোদন
সাদর আহ্বান ধ্বনি,
প্রকাশিল মুখ খুলি হরিদ্বার
বিধান পরশমণি।
অণ্ড ভেদ করি যথা খগপতি
বিমানারোহণ করে,
বিধির বিধান উদিল তেমতি
নবশিশু রূপ ধরে।
পাসরি বেদনা প্রকৃতি সুন্দরী
স্মিত মুখে নিরখিল,
প্রিয় দরশন বিধান তনয়
অরূপ লাবণ্যশীল।
অপূর্ব্ব নগরী কলিকাতা ধাম
বৃটনের রাজধানী,
যথায় বসতি করে পাঁচ লক্ষ
দুঃখী ধনী জ্ঞানী মানী।
ভূমণ্ডল মাঝে আছে যত জাতি
বিভিন্নপ্রকৃতি নর,
থাকে জলে স্থলে যেন পঙ্গপাল
পরিশ্রমে তত্পর।

পশ্চিম প্রান্তরে স্থুর তরঙ্গিণী
খরতর বেগে ধায়,
কল কল রবে তুলিয়া লহরী
সাগরসঙ্গমে যায়।
শ্বেত সৌধমালা নয়নরঞ্জন
শোভে সারি সারি কত,
জনকোলাহল বিষয় বাণিজ্যে
পরিপূর্ণ রাজপথ।
তার দুই ধারে আলোকের স্তম্ভ
সলিল-প্রণালী ছুটে,
বিচিত্র বিমান চলে দিবা রাতি
কলনাদে কর্ণ টুটে।
ভাগীরথী বক্ষে মনোহর সেতু
শোভিত প্রদীপ হারে,
তার বুকে চড়ি যায় সব লোক
অনায়াসে পরপারে।
জাহ্নবীর তটে অতি রম্য স্থান
সেই সুখনিকেতনে,
ঊনবিংশ শক প্রথম বরষ
মাঘের দ্বাদশ দিনে;
তিথি ত্রয়োদশী শুভ মীনলগ্ন
উত্তম বৈধৃতি যোগে,

আরদ্রা নক্ষত্র ভাস্কর বাসর
দশদণ্ড দিবাভাগে ;
জনমিল শিশু বঙ্গের জীবন
জগতের সুখরবি,
সুলক্ষণাক্রান্ত রাজচিহ্নধারী
যেন তড়িতের ছবি।
ধন্য ! কলিকাতা ধন্য ! বঙ্গদেশ
ধন্য ! পুণ্য আর্য্যভূমি,
ধন্য ! কলিযুগ ঊনবিংশ শক
ধন্য হে ! বিধান তুমি।
মাতার উদরে থাকিয়া কুমার
নানা রূপ দেখাইলা,
বিধাতার গুণ মহিমা গাইয়া
সাধুসঙ্গে করি লীলা।
চৈতন্য গোসাঞী ঈশা মুশা জন
মহম্মদ শাক্যবীর,
শুক মহাদেব যোগী যাজ্ঞবল্ক্য
ভকত ধ্রুব সুধীর ;
বশিষ্ঠ বাল্মিকি নারদ প্রহ্লাদ
ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
গার্গ্য বিশ্বামিত্র মৈত্রেয়ী সাবিত্রী
অঙ্গিরস তপোধন ;

পল্ বাসুদেব জনক নানক
সেক্‌সপীর মিলতন,
সক্রেটিশ্ প্লেটো মোরেল কুজান্
পার্কার হামিলতন;
রিড্ ইমার্সন্ পেলি বাট্‌লার্
চ্যানিং প্রভৃতি যত,
কবি জ্ঞানী ভক্ত যোগী নীতিবাদী
সুপণ্ডিত শত শত;
কেহ যোগধ্যান ইন্দ্রিয় নিগ্রহ
বেদমন্ত্র শিখাইত,
কেহ আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান দর্শন
ভাগবত শুনাইত।
বিরতি বিশ্বাস ক্ষমা পবিত্রতা
শিখাতেন ঋষিখ্রীষ্ট,
প্রেমিক গৌরাঙ্গ নৃত্য সঙ্কীর্ত্তনে
করিতেন প্রাণ মিষ্ট।
আনিতেন হরি কহিতেন কথা
নিত্য নব নব রূপে,
দেখিয়া শুনিয়া ডুবিত কুমার
চিদানন্দরসকূপে।
পর্ব্বত গহ্বরে যথা পশুরাজ
গরজে হুঙ্কার করি,

ডাকিত সন্তান ঈশা ঈশা বলি
বাইবেল তত্ত্ব পড়ি।
কখন মৃদঙ্গ করতাল সহ
গাইত হরির নাম,
পরিয়া গেরুয়া সাজিত সন্ন্যাসী
রচিত আনন্দধাম।
গড়িত ভূতলে সুখীপরিবার
বসিয়া আনন্দ মনে,
বলিত সাহসে সশরীরে স্বর্গে
প্রবেশিতে সর্ব্বজনে।
কভু মহোৎসব যোগ ভক্তি সেবা
সাধনের আয়োজন,
বিজ্ঞান বিচার হরি গুণ গান
কভু ধ্যানে নিমগন।
কখন সরোষে নাস্তিকের সনে
করিত বিষম দ্বন্দ্ব,
সত্য অগ্নিবাণে দিব্যজ্ঞান অস্ত্রে
পণ্ডিতে লাগিত ধন্দ।
দেশ সংস্কার বিধবা বিবাহ
জাতিভেদ বিদলন,
ভ্রান্তি উপধর্ম্ম দূষিত আচার
সুরাপান নিরসন ;

লোকহিত ব্রত আছে যত কিছু
সকলেতে অনুরাগ,
দেখাইত শিশু থাকি মাতৃগর্ভে
নিত্যসিদ্ধ মহাভাগ।
বিদেশী য়িহুদী মহাযোগী ঈশা
ভক্তরাজ পরিত্রাণ,
বহু প্রশংসিয়া নরদেব বলি
বাড়াইত তাঁর মান।
অলৌকিক ভাব নব নব সত্য
অতুল কীর্ত্তি নিরখি,
পৌরজন জ্ঞাতি প্রতিবাসিগণ
হইতেন বড় দুখী।
ব্রহ্মতেজোধারী বীর পুত্র নিধি
ধরি নিজ গর্ভাধারে,
স্থবিরা জননী গণিত প্রমাদ
অবসন্ন গুরুভারে।
অবিশ্বাসবংশ পাপের সন্তান
পিশাচ দানব যত,
বধিবার তরে বিধান কুমার
হইত সমরে রত।
মহাযোদ্ধা সেই সম্মুখ সমরে
কে পারে নাশিতে তারে,

একে একে সবে রণে ভঙ্গ দিয়া
ডুবিল ভব পাথারে।
গর্ভকারাগার ছিল রণভূমি
ঘোর অশান্তির স্থান,
ভয়ে মনস্তাপে ভাবনা চিন্তায়
ফাটিত মায়ের প্রাণ।
এক দিন মাতা দেখিল স্বপন
যেন হরি বিশ্বপতি,
ধরি অপরূপ অলোকসামান্য
পরম আনন্দ জ্যোতি ;
প্রবেশি উদরে বসি হৃদাসনে
পুত্রধনে কোলে করি,
বদন চুম্বিয়া কহিলেন তারে
বল বাছা হরি হরি।
খেলিতে লাগিল দুইজনে বসি
আহ্লাদে আমোদে মাতি,
অরূপ লাবণ্য সেরূপ সুন্দর
শুদ্ধ চিদানন্দ ভাতি।
মহাবীর্য্যশালী দেবদূতগণ
আসিতেন সাবধানে,
করি আশীর্ব্বাদ পড়িতেন মন্ত্র
স্মরিতেন ভগবানে।

কভু দয়াময় ভক্তদল সঙ্গে
হইতেন উপনীত,
বলিতেন হাসি হও চিরজীবী
ওহে পুত্র মনোনীত।
নানা ছল করি পিশাচ মায়াবী
ঘেরিয়া কুহক জালে,
আসিত বধিতে তনয় রতনে
আঁধার রজনী কালে।
কখন কি হয় এই শঙ্কা মনে
পাছে গর্ভে শিশু মরে,
দেখিয়া স্বপন প্রাচীনা জননী
চমকি উঠিত ডরে।
ছিল কয় জন সুহৃদ কেবল
অন্তরঙ্গ আপনার,
বিধানবিশ্বাসী লীলারসবাদী
দেখিত মঙ্গল তার।
সাহস ভরসা করিয়া প্রদান
মুছাইত অশ্রুজল,
রাত্রিকালে সবে থাকিয়া প্রহরী
খেদাড়িত শত্রুদল।
অর্দ্ধ শত বর্ষ সহি হেন মতে
অশেষ যন্ত্রণা দুখ,

হইল প্রসূত বিধান কুমার
প্রফুল্ল কমল মুখ।
সিংহের বিক্রম জ্বলন্ত প্রতিভা
শোভে চারু গণ্ডস্থলে,
মৃণাল নিন্দিত ললিত সুঠাম
নয়নে পাবক জ্বলে।
চিদ্ঘন রূপ রজত সন্নিভ
উজ্জ্বল অঙ্গের কান্তি,
সহাস্য আননে আয়ত ললাটে
চমকে গভীর শান্তি।
গর্ভশয্যা ত্যজি করিয়া হুঙ্কার
উঠে শিশু লম্ফ দিয়া,
তেজস্বী কেশরী শাবক সমান
মহা তেজ প্রকাশিয়া।
ভৈরব গর্জ্জনে বলে হরিবোল
শ্রবণে মেদিনী কাঁপে,
করে টল মল ভবজলনিধি
সিংহনাদ বীর দাপে।
শুনি হরিধ্বনি দেখি পুত্র মুখ
জুড়াল মায়ের প্রাণ,
নিজ বল শক্তি যে কিছু সম্বল
করিল তাহারে দান।

পঞ্চাশ বৎসর জঠর যাতনা
বহিল সন্তান ভার,
স্বর্ণগর্ভা ধনী সতী পুণ্যবতী
কে আছে এমন আর ?
বিশ্বপ্রসবিনী আদ্যাশক্তি মাতা
স্নেহবাহু প্রসারিয়া,
এত দিন যিনি জননী উদরে
রাখিলেন বাঁচাইয়া ;
নিজ অঙ্গ হ'তে রচিলেন এক
চিন্ময়ী দেবধাত্রী,
পালিতে কুমারে আসিলেন তিনি
দৈবশক্তি শুভদাত্রী।
সন্তানের মুখ করিয়া চুম্বন
জননী হইল সুখী,
লয়ে শিরোঘ্রাণ ধাত্রী কোলে তারে
সমর্পিল সুধামুখী।
ঘুচিল ভাবনা পলাইল সব
শত্রুকুল নরাধম,
ধাত্রী কোলে শিশু বাড়িতে লাগিল
যেন শশিকলা সম।
মঙ্গল সঙ্গীত জয় হরি ধ্বনি
উঠিল গভীর তানে,

বাজিল মৃদঙ্গ তুরী জয়ভেরী
সুর লয় তাল মানে।
খঞ্জনী কর্ত্তাল আনন্দলহরী
একতারা হারমণি,
বীণা এস্‌রাজ বেণু রামশিঙ্গা
করিল ঝঙ্কার ধ্বনি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর স্বর্গের দেবতা
নাচিতে লাগিল সবে,
পুরবাসিগণ বালক বালিকা
গাইল আনন্দ রবে।
কুশল বারতা লইয়া পবন
ধাইল গোলোক পুরী,
ছিলেন যেখানে ভকত সমাজে
লীলারসময় হরি!

স্বর্গপুরী।

পুণ্যভূমি চিদাকাশ প্রেমমণি খচিত,
তাহার ভিতরে স্বর্গ বিশ্বকর্ম্মা রচিত ;
জ্যোতির্ম্ময় পুর দ্বার, তুলনা নাহিক তার,
বিপুল সম্পদে পূর্ণ নানা রত্নে জড়িত ;
ভাবিলে সে রূপ হয় প্রাণ মন মোহিত।
সুবর্ণ প্রাচীর মাঝে, সজ্জিত অপূর্ব্ব সাজে,
কারুকার্য্য সমন্বিত চারুদৃশ্য ভবন ;
চন্দ্র সূর্য্য দ্বারপাল, দোঁহে করে চিরকাল,
গ্রহ উপগ্রহ সনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ।
অনন্ত প্রাসাদ শ্রেণী, উড়ায়ে পতাকাবেণী,
সুনীল গগনকোলে থরে থরে শোভিছে ;
তদুপরি বিলম্বিত, নানাবর্ণে সুরঞ্জিত,
বিচিত্র কুসুমদাম ভক্তমন লোভিছে।
স্থানে স্থানে সুদর্শন, অমৃতের প্রস্রবণ,
পয়স্বিনী বক্ষে সদা সুধাধারা ছুটিছে ;
পল্লবিত তরুডালে, কুসুম লতিকাজালে,
নানাজাতি ফল ফুল বায়ুভরে দুলিছে।

স্বচ্ছনীর সরোবরে, কলহংস কেলি করে,
কোকনদ ইন্দীবর হাসে চন্দ্রকিরণে;
বিকচ কমলে পশি, মকরন্দ রসে রসি,
মধুকর গুন্ গুন্ করে পদ্মকাননে।
পথপার্শ্বে সারি সারি, কনক কলসধারী,
রজত রঞ্জিত শ্বেত স্তম্ভে মণি উজলে;
বসন্তের সুবিমল, সমীরণ সুশীতল,
জুড়ায় তাপিত অঙ্গ সুখসিন্ধু উথলে।
জরা মৃত্যু হিংসা দ্বেষ, শোক তাপ দুঃখলেশ,
বিষাদ বিলাপ হেথা কভু নাহি সঞ্চরে;
নৃত্য গীত মহোৎসব, আনন্দের হাস্যরব,
নিরবধি শান্তিরস ঢালে কর্ণকুহরে।
অমরাত্মা দেবগণে, এই শান্তিনিকেতনে,
করেন বিহার সুখে বসি সভা মন্দিরে;
মাঝখানে ভগবান্, রাজবেশে বর্ত্তমান,
সমুজ্জ্বল রত্নময় সিংহাসন উপরে।
স্ফটিক নির্ম্মিত ঘর, নয়ন আনন্দকর,
বিলাস রসের কুঞ্জ শোভে নানা রতনে;
মরকত শিলাতল, করে তাহে ঝল মল,
পদ্মরাগ মণিহার জ্বলে রক্ত বরণে।
হীরক মাণিক মতি, প্রকাশে শীতল জ্যোতি,
চন্দ্রাতপ ঝক্ মক্ করে মুক্তা ঝালরে;

সুগন্ধ ফুলের বাস, মধু ক্ষরে বার মাস,
কলকণ্ঠ পিকগণ ডাকে নিশি বাসরে।
সভাগৃহ আলো করি, ভকতবৎসল হরি,
আছেন ভকত সঙ্গে প্রেমলীলা বিহারে;
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্ত যোগী, নিত্য সিদ্ধ সর্ব্বত্যাগী,
দলে দলে উপবিষ্ট চিদঘন আকারে।
প্রশান্ত প্রফুল্লানন, সৌম্যমূর্ত্তি ঋষিগণ,
ভ্রমিছেন যোগবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য দ্যুলোকে;
কেহ বা আত্মবিস্মৃত, ভক্তিসুধাপানে রত,
হাসে কাঁদে গায় গীত রোমাঞ্চিত পুলকে।
শুদ্ধাচারী তপোধন, যোগধ্যানে নিমগন,
যুগ যুগান্তর ক্ষয় করে ব্রহ্ম চিন্তনে;
মস্তকে জটার ভার, কন্দমূল ফলাহার,
তেজস্বী সিংহের প্রায় ষড়রিপু দমনে।
কেহ তড়িতের মত, আছেন সেবায় রত,
অবিশ্রান্ত ব্যস্ত দাস্যমুক্তি ব্রত সাধনে;
কেহ বা উন্মাদ প্রায়, অবাক্ হইয়া চায়,
চিদানন্দ হরিরূপ অনিমেষ লোচনে।
নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, দর্শন বিজ্ঞান বিৎ,
মহাজ্ঞানী বুধগণে বেদগাথা গাইছে;
দেবকন্যা পুণ্যবতী, যতেক স্বর্গের সতী,
ঝঙ্কারিয়া বীণাতন্ত্রী তালে তালে নাচিছে।

হরি সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি, উঠিছে দিন রজনী,
মধুর স্বর লহরী সমীরণে বহিছে ;
হরিপদ-নিঃসারিণী, স্বর্গনদী মন্দাকিনী,
ভুবন পবিত্র করি সিন্ধুমাঝে পশিছে।
বিচিত্র আনন্দমেলা, জ্যোতিতে জ্যোতির খেলা,
হরিমুখ-চিদভাতি ভক্তমুখে জ্বলিছে ;
হরিময় জলস্থল, ভাবরসে টলমল,
ঘটে ঘটে হরিরূপ প্রতিবিম্ব পড়িছে।
লভিয়া পিতার ধর্ম্ম, জীব যেন ক্ষুদ্র ব্রহ্ম,
চিদানন্দ সিন্ধুনীরে নিরন্তর ভাসিছে ;
অহংশূন্য আত্মারাম, অপরূপ স্বর্গধাম,
নিরাকার প্রেমছবি যোগনেত্রে জাগিছে।
এইরূপে দিব্যধামে, মজিয়া হরির নামে,
আছেন অমরবৃন্দ ভগবান্ সদনে ;
হেনকালে সদাগতি, উত্তরিলা দ্রুতগতি,
লইয়া শুভ সন্দেশ প্রফুল্লিত বদনে ;
বাজিল আনন্দভেরী সমাচার শ্রবণে।

ধরাতলে দেবসমাগম।

সাজিলেন হরি, বলে হরি হরি,
আপন আনন্দে বিভোর হয়ে;
সুরপুরবাসী, অমর বিশ্বাসী,
দেবপরিবার সকলে লয়ে।
রাজবেশ ছাড়ি, গোলোক বিহারী,
জগতজননী মূরতি ধরি;
চড়িলেন রথে, হাসিতে হাসিতে,
রূপের ছটায় মোহিত করি।
অনন্তরূপিণী, ভুবনমোহিনী,
কনক কিরিট শোভিত শিরে;
রূপের আলোকে. বিজলি চমকে,
ভাসিছে নয়ন আনন্দ নীরে।
"আমি আছি" রূপ, চৈতন্য স্বরূপ,
অতুল সুন্দর রসের ছবি;
অভয় চরণ, প্রসন্ন বদন,
ললাটে উজলে প্রেমের রবি।

দয়াতে গঠিত, আজানু লম্বিত,
বিশাল কমল যুগল করে;
তুলিছে সতত, অসীম জগত,
নেহারি সেরূপ নয়ন ঝরে।
স্নেহবক্ষোপরে, পুণ্য পয়োধরে,
ছুটে মহাবেগে দুধের নদী;
প্রিয়দরশন, দেবশিশুগণ,
করে সুধাপান নয়ন মুদি।
করুণা কুন্তল, প্রেমের অঞ্চল,
আপাদ মস্তক পড়েছে ঝুলে;
মধুর মূরতি, নিরমল অতি,
শ্রীঅঙ্গ শোভিত প্রীতির ফুলে।
কোলেতে সন্তান, ভকত প্রধান,
ব্রাহ্মণ যবন য়িহুদী কত;
প্রেমে ঢল ঢল, বদন কমল,
সুগন্ধে ভরিল আকাশ পথ।
চিন্ময় কান্তি, চিদানন্দ ভাতি,
অপ্রাকৃত দেহ প্রাকৃত নহে;
চিন্ময় চক্ষে, স্নেহময় বক্ষে,
অনন্ত করুণাতটিনী বহে।
কমল নয়নে, অভয় বচনে,
ঝরিছে নিয়ত অমিয়রাশি;

চিন্ময় মুখে, হাসিছেন সুখে,
চিত্তবিনোদন প্রেমের হাসি।
নিরখি সে হাসি, প্রেমরসে ভাসি,
হাসিয়া প্রকৃতি পড়িল ঢলে ;
সুনীল গগনে, হাসে রবি শশী,
গিরি নদী সিন্ধু অবনীতলে।
হাসে ফুলবন, নন্দন কানন,
মালতী গোলাপ প্রসূনরাশি,
জলে কমলিনী, ফুল্ল কুমুদিনী,
হাসিছে আনন্দসলিলে ভাসি।
জননীর হাসি, হেরি স্বর্গবাসী,
দেব দেবীগণে হাসিছে সুখে,
ভুলে দুঃখ শোক, হাসে সব লোক,
দেখে চিরহাসি মায়ের মুখে।
মায়ের স্বরূপ, বড় অপরূপ,
রূপের তরঙ্গে ভুবন ভাসে ;
দেবগণ সঙ্গে, চলে নানা রঙ্গে,
নিরখি সেরূপ সকলে হাসে।
চিন্ময় রথ, চিন্ময় পথ,
চিদরূপধারী ভকত দল ;
জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভা, অভিনব শোভা,
আলোকে পূরিল ধরণীতল।

ধরিয়া নিশান, গায় সবে গান,
প্রভূত উৎসাহ-অনলে জ্বলে ;
ধায় আগে পাছে, প্রেমভরে নাচে,
ডাকে জয় ! জয় ! জননী বলে ।
মৃদঙ্গ খঞ্জনি, দুন্দুভির ধ্বনি,
বাজিল মধুর গভীর রবে ;
আনন্দে মাতিয়া, দুবাহু তুলিয়া,
চলিলেন সবে মহোৎসবে ।
চামর ঢুলায়, যশোগীত গায়,
সতীকন্যা দেবদুহিতাগণে ;
মৈত্রেয়ী সাবিত্রী, সীতা দময়ন্তী,
ছড়ায় কুসুম পুলক মনে ।
শুক যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ জনক,
আর্য্যঋষিকুল চলেন পরে ;
সঙ্গে শিষ্যদল, তাপসমণ্ডল,
দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া করে ।
বামে শক্তি সতী, যান পশুপতি,
পাছে বীণাপানি নারদ ঋষি,
ধরি ধ্রুব হাত, চলেন প্রহ্লাদ,
প্রেমের আলোকে উজলি দিশি ।
শান্ত সুগম্ভীর, শাক্য মহাবীর,
বহু শিষ্যসাথে চলেন পরে ;

তার পাছে ঈশা, বৃদ্ধ জন্ মুশা,
যান মহম্মদে পশ্চাতে করে।
প্রমত্ত মাতঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ,
গৌড়ভক্তজন সঙ্গেতে করি ;
চলিছেন পথে, টলিতে টলিতে
সঘনে বদনে বলিয়া হরি।
মহামান্যমান, প্রধান প্রধান,
প্রাচীন মহর্ষি আছেন যত ;
কেহ অশ্ব গজে, কেহ পদব্রজে,
চলে সারি সারি ঘেরিয়া রথ।
পুত্রগণে লয়ে, গোলোক ত্যজিয়ে,
এলেন ভূলোকে আনন্দময়ী ;
বিধান তনয়ে, রাজ্যভার দিয়ে,
করিলেন তারে ভুবন জয়ী।

উৎসবমন্দির।

আঁধার ভব ধামে, ঘোর নিবিড় বনে,
ভূত প্রেত পিশাচ বিচরে ;
প্রেমরসে মণ্ডিত, হরি মন্দির এক,
বিরাজিত তাহার ভিতরে।
পুরভাগে সুন্দর, নয়ন মনোমদ,
" সত্য " মন্ত্র অনলে অঙ্কিত ;
অতীব শোভনীয়, পবিত্র নিকেতন,
সুর নর অমর বন্দিত।
ধবল শিরে তার, রক্ত পতাকা দোলে,
সুবসন্ত মলয় অনিলে ;
ঊষর দেশে যথা, নির্ম্মল সরোবর,
নাশে তৃষা শীতল সলিলে।
অভয় দান করি, শ্রান্ত পথিকসবে,
ডাকে সদা ললিত সুতানে
বিতরে আশাজ্যোতি, মৃত দেহে জীবন,
নব নব বিধান বাথানে।

মধ্যে অমর সভা, আনন্দ উৎসব,
যোগী ঋষি ভকতমণ্ডল,
শ্বেত শীতল বেদী, মর্ম্মর বিরচিত,
অপরূপ রুচির অমল।
পুষ্পিত তরুশাখা, নব রসে রঞ্জিত,
বহুবিধ বরণ বিকাশে ;
ধূপ ধূনার ঘ্রাণে, হৃদয় আমোদিত,
প্রাণ মন উথলে উল্লাসে।
সদ্য বিধান শিশু, জননী কোলে বসি,
বিহরিছে বিনোদ বদনে ;
প্রিয়দর্শন অতি, কোমল তনু খানি,
বিভূষিত বিবিধ রতনে।
মহা ভাবে ভাবিত, প্রেমঘন শরীর,
শিরে জ্বলে বিজ্ঞান তপন।
বিশাল বক্ষস্থল, ভক্তি জলধি সম,
দৃঢ়তর বিশ্বাস চরণ।
আনন্দে ডগ মগ, প্রেম নয়ন ছুটি,
হরিরূপ অঞ্জনে শোভে ;
বিবেক শ্রুতিমূলে, দেববাণী কুণ্ডল,
রসনা কীর্ত্তন রস লোভে।
সেবারূপ শ্রীকর, ঘূর্ণিত নিরবধি,
মুখশশী রতির প্রকাশ ;

স্কন্ধ উদ্যমশীল, ধৈরজ গ্রীবা পিঠ,
কণ্ঠ বাগ্‌দেবীর আবাস।
সমাধি লক্ষ্য স্থল, সুন্দর নাসাপুট,
ধ্যানযোগ ভুষণে খচিত ;
ভগবত নন্দন, মোহন মূর্ত্তিধর,
সৎচিৎ স্বরূপে রচিত।
অতুল প্রেম ছবি, রূপে গুণে উজ্জ্বল,
গুণময় গম্ভীর আকৃতি ;
মহা প্রতিভাশালী, হরিপ্রেমে রঞ্জিত,
নিরমল উদার প্রকৃতি।
তথা সপরিবারে, হইলা উপনীত,
বিশ্বধাত্রী জগত্তজননী ;
তাঁহারে দেখি সবে, করিল জয়ধ্বনি,
কৃতকৃত্য হইল অবনী।
লইলা কোল পাতি, আনন্দময়ী মাতা,
নব শিশু বিধানে যতনে ;
অমর দেবকুল, ডুবিল প্রেমনীরে,
নিরখিয়া সেরূপ নয়নে।
সুর নর সকলে, মাতিল নামরসে,
মহা নৃত্যগীত আরম্ভিল ;
পদভরে ভূলোক, কাঁপিল থরহরি,
হরিরসে ভুবন ভাসিল।

দেবসভায় ভগবানের উক্তি।

অনন্তর কহি শুন, হে আশ্রমবাসী!
যেমতে করিলা বিধি বিধান কুমারে
অভিষেক রাজ্যপদে জয়মাল্য দিয়ে।
অতি সুগম্ভীর, সারগর্ভ সে কাহিনী,
বলিতে নয়ন ঝরে, শিহরে শরীর ;
পুলকিত হয় প্রাণ, উথলে হৃদয় ;
কত কথা আসে মনে, একবারে, যেন
স্রোত বহে। মহাসভা মাঝে চিদঘন
ব্রহ্মজ্যোতি, ভগবান্‌ বহুরূপধারী,
বক্ষে ধরি নবশিশু, কহিতে লাগিলা,
সভাজনে, সুর নরবৃন্দে, মেঘনাদে ;—
কি হেতু হইল আজ দেব সমাগম
নরলোকে, কেন প্রকাশিল যুগধর্ম্ম
বঙ্গদেশে, কলিযুগে, জান কি তোমরা
হে অমরবৃন্দ! ভগবত-ভক্তজন,
শুন, তবে বলি, জীব তরাইতে লীলা

আমার এ সব, হয় যথাকালে, যুগে
যুগে, নানাদেশে, নানারূপে। সভাসদ্
মহাত্মা সকলে, বসি চৌদিকে বেড়ি,—
তারাদল থাকে যথা ঘেরি নিশানাথে,—
কৃতাঞ্জলি পুটে, চাহি একান্ত নয়নে,
শুনিছেন হরিমুখে ভগবত লীলা,
নব ভক্তি বিধানের জন্ম কর্ম্ম আদি.।
বলিলেন হরি, সর্ব্ব ভুবনের পতি,
নিজ মুখে, এই দেখ ! ধর্ম্মসমন্বয়,
পূর্ণ বিধি, বহু গুণাকর ; ধরি নব
শিশুর মুরতি, অবতীর্ণ মহীতলে ;
বধিতে দানবদল কলির পাষণ্ডে,
উদ্ধারিতে জগতের নরনারীগণে।
আমি নহি, হে ভারত ! হে আমার প্রিয়
ভাগ্যশীল বঙ্গজন, নহি ক্রিয়াহীন
আমি অচেতন কভু, অলস নির্গুণ,
বেদান্তের হরি, লীলাবিলাস-বর্জ্জিত ;
নহি মৃত বিজ্ঞানের চিন্তার দেবতা
অসার সিদ্ধান্ত, ভ্রান্ত কল্পনার ছবি।
তা হ'লে কি থাকিত এ সংসার বিশাল ?
ঘুরিত কি রবি শশী আকাশ উপরে,
শূন্যপথে ? বহিত কি জীবের শরীরে

নিশ্বাসপবন, রক্তনদী অনায়াসে ?
উঠিত না ঊর্ম্মিমালা চিত্তসরোবরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমরসের লহরী ;—
বিবেকের ধ্বনি কভু আত্মার মন্দিরে।
ইচ্ছাশক্তি বলে সৃষ্টি করিয়া রচনা,
আছি প্রাণরূপে, অহরহ, তার মাঝে,—
নাহি অন্য কাজ কিছু—রাশরজ্জু ধরি
নিজ হাতে, রথ যথা চালায় সারথী।
রাখি নাই বিশ্ব অন্ধ নিয়মের হাতে,
ভূতের শাসনে অমরাত্মা নরকুলে।
সবাকার অভিগম্য আমি প্রাণাধার,
নহি কারো পর, থাকি প্রতি ঘটে ঘটে ;
সাক্ষিরূপে বাস করি জীবদেহে, জ্ঞান
বুদ্ধির ভিতরে ; জানি সব, হরে কাল
কে কোথা কি ভাবে ; আত্মপ্রবঞ্চিত নর
ভাবে না কখন, নাহি চিন্তে একবার,
আমি যে নীরবে থাকি বসে তার কাছে।
হা ! অবোধ ক্ষুদ্রবুদ্ধি গর্ব্বিত মানব,
আপনা পাসরি কহে প্রলাপ বচন,
বাতুলের মত ; বসি চক্ষের সম্মুখে,
মম শক্তিবলে তর্কজাল বিছাইয়া,
ঢাকি নিজ মুখ, কহে, কোথায় ঈশ্বর ?

কে দেখেছে তাঁরে? শুদ্ধ ভূতের সংযোগে,
কালবশে, স্বভাবের অখণ্ড নিয়মে,
ধাতব উদ্ভিদ্ প্রাণী মানব জীবন
হয়, যায়, ক্রমান্বয়ে জড়শক্তিগুণে।
ধিক! ধিক! রে মূঢ় জ্ঞানান্ধ ভ্রান্ত নর,
কেমনে করিলি তুই এহেন সিদ্ধান্ত?
নিয়ন্তা বিহনে কভু হয় কি নিয়ম?
ইচ্ছাশক্তি বিনা তাহা চলিতে কি পারে?
ভূতের সংযোগবলে হয় কি কখন
বিবেক, চৈতন্য, প্রেম দয়া? পঞ্চভূত,
পরমাণুপুঞ্জ, তবে বসিয়া বিরলে,
সভা করি রচিল কি মাতৃ স্তন্য সুধা
ভাবী শিশু তরে?—রবি শশী নভস্থলে?—
বিবেক অপত্যস্নেহ ন্যায় প্রেম ক্ষমা
মানবস্বভাবে? হায় একি বিপরীত!
হাসি পায়, নেহারিয়া ভ্রান্তির বিলাস,
অভিমানী পণ্ডিতের অসার বিচার।
এ বুদ্ধি পাইল কোথা জড়বাদী জ্ঞানী,
নয় কি সে ভ্রান্ত, সৃষ্টজীব? তার বুদ্ধি,
বিচার শকতি, সব নহে কি আমার?
প্রস্রবণ ঊর্দ্ধে কভু উঠে না প্রবাহ;
ব্রহ্ম হ'তে জীব শ্রেষ্ঠ কেমনে হইবে?

জানে না কি, কার বলে, ধরে সে জীবন ?
রচিলাম আমি সৃষ্টি বিবিধ কৌশলে,
সুচারু নিয়মে, জানে সবে ; কিন্তু হায় !
নাস্তিক পণ্ডিত, ভ্রান্তমতি, শিখে জ্ঞান
নিগূঢ় আমার, দেখে কণামাত্র জ্যোতি,
পণ্ডিত বলিয়া আপনারে স্ফীত করে ;
ভাবে না বারেক সেই জ্ঞান কার, কে বা
তার আদিমূল ! যার জ্ঞানে হ'লে জ্ঞানী
রে অন্ধ ! নির্ব্বোধ, অহঙ্কারী, তারি ভুল
ধরিতে প্রয়াসী ! বসে আছ যেই ডালে
কাটিছ তাহারে, নিজ হাতে ! জ্ঞানমদে
মত্ত হয়ে কত দিন আর, রবে ভুলি
সার সত্যে, মূলাধার কারণকারণে।
জীবন্ত নিয়ম মোর অখণ্ড অটল,
তাই দেখে বিমোহিত হয় অল্প জ্ঞানী ;
চাহিতে পারে না তারা নিয়ন্তার পানে।
অদৃশ্য দুর্জ্জেয় আমি, সত্য বটে, পাপী
জীবের নিকটে ; অবিশ্বাসী জানে মোরে
কার্য্যের কারণ, ন্যায় শাস্ত্রের সমস্যা ;
অভক্তে বুঝিতে নারে আমার মহিমা ;
পাবে কি অনন্তে তারা বুদ্ধির আলোকে,
অভিমানে মত্ত, মোহে অন্ধ আছে যারা ?

দীনাত্মা হৃদয়স্বামী আমি গৃহবাসী,
নিত্যলীলাকারী, মূঢ় মানে না সে কথা,
বলে, উদাসীন হয়ে থাকি দূর দেশে,
সপ্তম স্বরগে, সম্রাটের বেশ ধরি ;
সমর্পিয়া রাজ্যভার, যথা রাজ্যেশ্বর,
নিয়মের হাতে, নরবুদ্ধি-মন্ত্রিকরে।
নিকটে দেখিতে ভাল বাসে না আমায়,
সকলি আমার,—গৃহধর্ম্ম, নিত্যকর্ম্ম,
চাহে না মানিতে ; তাই, করিয়া বিদায়,
নিষ্কণ্টকে ভুঞ্জে পাপ বিলাসকামনা ;
হয় স্বেচ্ছাচারী, করি বিবেক লঙ্ঘন।
আমি সর্ব্বব্যাপী সত্য, অখণ্ড অনন্ত,
দেশ কালে বদ্ধ নাহি থাকি কোন দিন,
কেমনে রাখিবে তবে দূরে লুকাইয়ে ?
হায় রে ! দুর্ম্মতি, তোর এ কেমন মোহ,
ফলকামী হয়ে নাহি শুন মোর কথা,
আপনারে বহু মানি ! কত ভালবাসি,
হে মানব ! প্রিয়, আদরের ধন মম,
কত ভালবাসি তাহা বলে কি জানাব ;
বুঝিতে পারিতে যদি পলকের তরে,
পাগল হইতে মোর বিশ্বজয়ী প্রেমে,
নাচিয়া উঠিতে হরি বলে, বাহু তুলে।

নাস্তিক পাষণ্ড যারা মানে না আমায় ;
কিংবা ভাণ করে মানি বলে, কিন্তু কাজে
বিপরীত ; তাহারাও পায় অন্ন জল,
যথাকালে, কাহারেও করি না বঞ্চিত।
অবিশ্বাসী যে মুখে করিছে দেবনিন্দা,
তার কণ্ঠনালী, বুদ্ধি বিচারচাতুরী,
প্রতি পদে হয় সঞ্চালিত মোর হাতে।
কে যোগায় জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি আমি বিনা ?
যে করে অমান্য, অপমান, বলে যাহা
আসে মুখে, সেও পায় আদর যতন।
নতুবা কি কেহ প্রাণ ধরিতে পারিত
এ সংসারে, নিজ বুদ্ধিবলে, নিমেষের
তরে ? হবে পরাজিত তারা, পরিণামে ;
পরাস্ত মানিবে মোর দুর্ব্বিসহ প্রেমে ;
পারিবে না সহিতে সে ভার গুরুতর,
এক দিন গলিবে পাষাণ। সত্য কি না,
বলুন্ উঁহারা, দিন্ সাক্ষ্য দেবদল !
জিজ্ঞাস, যদ্যপি ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসিতে,
সভাজনে, যোগী ঋষি মহামতিগণে ;—
প্রকৃতি দেবীরে ; কিংবা যাও নিজ দেহে,
প্রাণের ভিতরে, পাবে তথা শত শত
জীবন্ত প্রমাণ ; সাক্ষ্য দিবে রক্তনদী,

হৃদি মাঝে, বাজাইয়া অনাহত ভেরী।
জিজ্ঞাস নিশ্বাসে, সেও চেনে ভালরূপে,
আপন প্রভুরে। পুছ আকাশবিহারী
পিকবরে,—বনচারী মৃগ পশুগণে ;—
সুধাও বারতা, জলচর মীনদলে,
কানন নির্ঝর, গিরি নদী, পয়োধিরে ;—
জিজ্ঞাস আপনি আপনারে। একবাক্যে
বলিবে সকলে, দিবে দয়ার প্রমাণ।
বলিতে বলিতে কথা কাঁপিল মেদিনী,
মহাকোপে বিশ্ব যেন দিল অঙ্গ ঝাড়া ;
করিয়া প্রসার বক্ষ, বীর পরাক্রমে।
সুর নর জড় জীব দশদিক্ পূরি,
গাইল মঙ্গলগীত করি জয়ধ্বনি ;
বাজাইল জয়ডঙ্কা গুড় গুড় নাদে।
ঝাঁকে ঝাঁকে তারাদল নামিয়া আসিল,
জ্বলিতে জ্বলিতে, শশী তপনের সনে ;
কড় কড় রবে বজ্র লাগিল ডাকিতে ;
ফুটিল জ্বলন্ত অগ্নি দেবতার মুখে,
ভাতিল নয়নে যোগপ্রভা। ব্রহ্মবাণী
ধ্বনিত হইল হেন মতে, মহারোলে,
জগত মন্দিরে, স্বর্গধামে, নরলোকে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ হরি দয়াময়,

অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বামী অমৃত বচনে ;
ওহে জীব ! অল্পমতি, করো না সন্দেহ ;
দেখ বিচারিয়া, পড় নিজের জীবন।
স্বীয় পুণ্যবলে, আমি মঙ্গল নিয়মে
করি ক্ষয় পাপরাশি ; নৈলে কি থাকিত
পুণ্যকর্ম্ম সদাচার ? বিশ্বাস অন্তরে ?—
শান্তির আলয় প্রিয় পরিবার মাঝে,
সমাজ ভিতরে, কভু থাকিত কি ধর্ম্ম,
নীতির বন্ধন, সত্য মিথ্যার প্রভেদ ?
রে ভ্রান্ত ! কেমনে বল ভাবিবে এমন,
মানবস্বভাবে আছে, নাহিক আমাতে,
দয়া ন্যায়, পুণ্য প্রেম, মঙ্গলকামনা ?
জননীহৃদয়ে বল কে করে সঞ্চার
মমতা বাৎসল্য, স্নেহ প্রীতি ? পতিব্রতা
কোথায় পাইল পতিপ্রেম ? দয়াবান্
মানবে কে দিল দয়া ধর্ম্ম ? হিতৈষণা,
মঙ্গল কামনা, সব মোর ; মূলাধার
আমি, শুভদাতা, চির মঙ্গল-নিদান ;
নাহি অন্য কেহ আর কল্যাণ সাধিতে।
পাপ বিনাশিতে, জীবে দিতে পরিত্রাণ,
দেশে দেশে যুগে যুগে করি আমি লীলা,
নহি উদাসীন কভু ; তাহার প্রমাণ

এই দেখ! পুরোভাগে চেয়ে একবার,
পরম সুন্দর দেবসভা। আনিয়াছি
সঙ্গে করি, সাধুবৃন্দে, বুঝাইতে নরে,
ভারতসন্তানে, লীলা বিধান আমার।
শুন আর্য্যপরিবার, ঋষিবংশ, আমি
ঈর্ষান্বিত হরি, চিদঘন অদ্বিতীয়।
রাখিও না মোর পাশে অন্য কোন দেবে,
ঈশ্বর বলিয়া পূজা করো না কখন
প্রস্তর মৃত্তিকা দারু নির্ম্মিত পুতলি।
একেশ্বর পরিত্রাতা সর্ব্বারাধ্য আমি,
মধ্যে নাহি ব্যবধান, অবিচ্ছেদে থাকি
সর্ব্ব ঘটে, পায় দেখা, যখন যে ডাকে।
আমার আদেশ বাক্য অমোঘ অভ্রান্ত,
পালিবে যতন করি দৈনিক জীবনে,—
গৃহে,—কর্ম্মক্ষেত্রে, যথা থাকিবে যখন ;—
বিপদে সম্পদে,—সুখে দুঃখে সমভাবে।
জান না কি পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিকুল
স্মরিত আমারে, মুহুঃ মুহুঃ ; অতিক্রম
করিত না মোরে, তারা জীবনে কখন ?
আমি নির্ব্বিকার, পূর্ণ, বিকল্পরহিত,
কিন্তু নিরলস, দেব নরের সেবায় ;
জগত মন্দিরে করি সতত বিহার।

ক্ষুদ্র কীটে করি আমি আহার প্রদান,
পূরাই বাসনা সাধু, সরল প্রার্থনা।
আছে মম অঙ্গীকার, হবে না অন্যথা,
যাইব লইয়া সবে, সেই দেশে, যথা
বহে ক্ষীর অমৃতের ধারা,—নৃত্য করে
চিদানন্দসিন্ধু প্রেমোল্লাসে ;—যোগধ্যান
বৈরাগ্য সমাধি, তপস্যার পুণ্য জ্যোতি
চমকে জীবনে ;—মুক্ত করি উপধর্ম্ম,
দাসত্ব শৃঙ্খল, বিনাশিয়া পাপাসুর
আত্ম অভিমানে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য শুক,
জনক বশিষ্ঠ, নারদাদি ঋষিগণ,
ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ, মহম্মদ শাক্যমুনি,
থাকেন যেখানে এঁরা, সেই প্রেমরাজ্যে,
চিদৈশ্বর্য্য-পূর্ণ নিত্যধামে, যাবে সবে,
তেকারণে, এই নব বিধানের জন্ম ;
দেব সমাগম হেথা, আজ শ্রীমন্দিরে।
মীমাংসা বিধান ইহা ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী,
সত্যের সমষ্টি ; নহে মানব কল্পনা,—
যুক্তি তর্ক বিচারের ফল। হইয়াছে
যখন যে দেশে, পূর্ব্বকালে, প্রচারিত
নূতন বিধান যুগধর্ম্ম, তার পূর্ণ
পরিণতি, যোগ সম্মিলন, সুরসাল,

সময়ের ফল ; যার তরে করেছিনু
এত আয়োজন, নানা দেশে নানাভাবে
সৃষ্টির চরম ফল, এই সার ধর্ম্ম,
সবাকার তরে, আছে যত নরনারী।
ইহারি কারণে আমি আঁধার হইতে
রচিয়াছি বিশ্ব, দেব মানব জীবন ;
এই লাগি জ্ঞান ধর্ম্ম নীতির উন্নতি।
বসাইব সিংহাসনে শিশু সুকুমারে,
করিব সকলে তার পদানত প্রজা,
শিষ্য অনুগত, হিন্দু যবন খ্রিষ্টান,
যত লোক আছে। কাঁপাইয়া বিশ্বধাম,
গগন মেদিনী, বজ্ররবে, বলিতেছি
শুন নরনারী ; রাখিব না আমি আর,
ধর্ম্মের মন্দিরে দ্বেষ হিংসা বিসংবাদ !
ধন্য ! তারা যারা নববিধান আশ্রিত !
অভক্তিপ্রধান এই বর্ত্তমান যুগে,
অসার বিলাসসুখ, কলুষ আঁধারে
দেখা দিব আমি, শুনাইব দৈববাণী
বিশ্বাসী ভকতে, যথা পুরাতন কালে।
গৃহাশ্রম হবে তপোবন, পুণ্যতীর্থ,
মোর অধিষ্ঠানে ; আচরিবে যুবা বৃদ্ধ
বিবেক বৈরাগ্য, যোগধর্ম্ম, মোরবলে,

হয়ে অনাসক্ত, যথা পদ্মপত্রবারি ;
আত্ম অভিমান ছাড়ি মানিবে আমারে,
প্রতি কাজে,—গৃহে,দেবালয়ে,—সব স্থানে ;—
মাতিবে আনন্দে, ভক্তিরসে ; পূজা করি
পূর্ণানন্দ হরি, নিরাকার মহেশ্বরে।
মহা অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইব আমি,
ফিরাব পাপীর মন পাষাণ সমান ;
প্রকাশিয়া রূপের মাধুর্য্য। ভুলাইব
সাধু ভক্তপ্রাণ, নিত্য নববেশ ধরি ;
হৃদয় ভরিয়া দিব প্রেম, বরষিব
অবিরল ধারে পুণ্যসুধা, দেশে দেশে ;
উঠিবে তরঙ্গ রঙ্গ ভাবুকের মনে।
দেখাইব পুনঃ রূপ কৃপাকল্পতরু,
ভক্তজনে ; বাড়াইব সাধুর সম্মান ;
বহিবে সবেগে হরিভক্তি বঙ্গদেশে,
ঘরে ঘরে হবে বহুলীলা ; সত্যযুগ
আসিবে আবার, যোগধর্ম্ম সঙ্গে করি ;
মৃতগণ হবে সঞ্জীবিত যোগবলে।
মিলিত হইবে নানাজাতি এক স্থানে,
হরিপদে ; পরিহরি অসার সম্বন্ধ,
মিছে মায়া, মান অভিমান ; নাহি রবে
ভেদাভেদ ইহলোকে, প্রেমপরিবারে।

দেশ দেশান্তর হ'তে আনিব ডাকিয়া
নির্ধন সম্পন্ন জ্ঞানী মূর্খ নরনারী ;
তারাই হইবে সবে আমার চিহ্নিত,
মনোনীত, আপনার লোক। জাতি কুল,
বিভিন্ন আচার নাহি রবে, প্রেমডোরে
বাঁধিব সকলে,—এক নূতন সম্বন্ধে ;
মিলাইব বিপরীত স্বভাব মানবে ;
দেশকাল ব্যবধান দিব ঘুচাইয়া।
আত্মার কুটুম্ব হবে পরম আত্মীয়,
চিরসঙ্গী, আর যত দেহের বিকার।
সেবাকার্য্যে অভিষিক্ত করিব বিশ্বাসী,
বিধানবাদীরে, নিজ হাতে ; পাবে তারা
জ্ঞান ধর্ম্ম, অন্ন জল, বল বুদ্ধি শক্তি
আমার নিকটে ; হবে চিহ্নিত সেবক
বজ্রদেহী, পরাক্রমে বিক্রম কেশরী।
বহিব তাদের ভার ; রাখিব ঢাকিয়া
স্নেহকোলে, পক্ষিমাতা যেমন শাবকে ;
পাবে না মন্দিরে স্থান বিধানবিরোধী,
চিরশত্রু, ছদ্মবেশী অবিশ্বাসী যারা।
নিশ্বাস বীজনে তুষ দিব উড়াইয়া
চারিধারে ; সযতনে করিব সঞ্চয়
শস্যকণা, শস্যাগারে, যথা কৃষিবল।

অজ্ঞানে সজ্ঞানে, শত্রু কিংবা মিত্রভাবে,
আমার বিধান পূর্ণ করিবে সকলে ;
দিবে কর, রাজদ্রোহী নাহি রবে কেহ।
প্রিয় কন্যা মম সাধ্বী ভারতসম্রাট্,
ভিক্টোরিয়া, দাসী হয়ে সেবিবে আমারে ;—
বিজ্ঞান কৌশলে, বাহুবলে ; লৌহবর্ত্ম,
বিচার মন্দির, বিদ্যালয়, সকলেই
হইবে সহায়, কেহ রবে না বিরোধী।
ভক্তিহীন ভণ্ড, কিংবা জড়বাদী জ্ঞানী
সাধিবে মঙ্গল জড় পদার্থ যেমতি ;
কোথাও পাবে না বাধা নূতন বিধান।
দেবতা সহায় যার, আমি রক্ষাকারী,
মানুষে তাহার কি করিবে ? নিরাপদে
থাকি, মোর কোলে শিশু করিবে বিস্তার,
স্বর্গরাজ্য, নানাদেশে, ইহ পরলোকে,
উড়াইয়া জয়ধ্বজা। করিব চালিত
সবাকারে, ভাল মন্দ, পাপী সাধু
না গণিব ; কিন্তু অভিপ্রায় যার
মলিন কুটিল, তার ঘটিবে দুর্গতি ;
উড়ে যাবে তুষ যথা পবন নিস্বনে।
বিধান বিশ্বাসী মোর হবে সত্যবাদী,
জিতেন্দ্রিয়, রাজভক্ত পবিত্র চরিত ;

মদ্‌গত প্রাণ, সাধু বিবেকী বৈরাগী ;
শুনিবে না তারা অন্য কথা, মানিবে না
প্রভু বলে ভ্রান্তচিত্ত নরে ; হয়ে বলী
করিবে দলন, মোর বলে, জাতি কুল,
বুদ্ধির গরিমা, রবে একান্ত অধীন ;
নির্ভয়ে আমার পক্ষে দিবে সাক্ষ্য তারা।
জ্ঞানেতে হইবে সবে সত্য অনুরাগী,
কার্য্যদক্ষ তড়িতের সম, আর্য্যমুখ
উজ্জ্বল করিবে যোগ ধ্যানে ; ভক্তিরসে
থাকিবে ডুবিয়া। সাজাইব নিজ হাতে
স্বর্গের ভূষণে, যত আছে, বিধানবাদীরে।
সঞ্চার হইতে শিশু জননী উদরে
দেখাইল কত, দেখাইবে আরো
দৈবকার্য্য ভবিষ্যতে ; প্রকাশিয়া
নগরে নগরে সাধু যোগী। অলৌকিক
ক্রিয়া কত হবে কলিযুগে, হইয়াছে
যেমন বিদেশে, পুরাকালে। ভারতে কি
হয়নি কখন, ভূতকালে,—বর্ত্তমানে ?
ইতিহাসে পাঠ কর আমার অনুজ্ঞা,
বিধান পুরাণ দেখ চেয়ে ; দীপ্যমান
চিহ্ন সব আছে প্রতি পাতে, নহে
নিরর্থক তাহা, অন্ধ ঘটনার খেলা।

ভগবান্ মুখে অনর্গল ঝড়বেগে
ঝরিতে লাগিল যেন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ,
দিব্যকথা, আলোকিয়া সাধুর জীবন।
শুনি বাক্য, হরিধ্বনি, জয় জয়নাদে,
উঠিল আকাশ ভেদি লোক লোকান্তরে,
কেহ না রোধিল ; কার সাধ্য রোধিবারে ?
ভীরু অবিশ্বাসী মুখ পারে কি তুলিতে ?
আপনি সে আপনার মহা প্রতিদ্বন্দ্বী।
ব্রহ্মবাণী-প্রতিধ্বনি ছাইল গগন,
আকাশ হইতে উচ্চ আকাশে উঠিল
অবিরোধে, সকলেই দিল তাহে সায়।
যাঁর সৃষ্টি, তাঁর কথা, তাঁহারি বিধান,
কেহ নাই প্রতিবাদী ; ঘুরিবে সে ধ্বনি
অবিচ্ছেদে, চিরকাল অনন্ত আকাশে !

হরিবাক্য অবসানে বাজিল মৃদঙ্গ,
মঙ্গল নিনাদে সঙ্খ ঘণ্টা ; করিলেন
অভিষেক প্রভু দয়াময়, যুবরাজে,
নিজ হাতে, দেবগণে হইয়া বেষ্টিত।
বিধানভারতে হরিলীলারসামৃত,
শুনিলে আপদ খণ্ডে, ঘুচে ভবব্যাধি,
দূরে যায় পাপ তাপ, সংশয় বিকার।

ভগবদ্বাক্যের ব্যাখ্যান।

চিরঞ্জীব মুখে শুনি এতেক কাহিনী
কহিলা ধীমান, সিদ্ধরথ সত্যপ্রিয়,
প্রণমিয়া দ্বিজবরে যুড়ি দুই কর;—
সুপ্রভাত আজি, মোর জনম সফল,
হে প্রাচীন মহামতে! বহুদর্শী তুমি,
বরষিলে কর্ণে যেন অমৃতের ধারা।
ধন্য আজ তপোবন তব পদার্পণে,
কৃতার্থ হইনু সবে পাইয়া তোমারে।
পড়েছি অনেক শাস্ত্র বেদান্ত পুরাণ,
শুনি নাই, কিন্তু সখে! এ হেন ভারতী,
নবরসযুত, অভিনব বেদতত্ত্ব;
পশিল হৃদয়ে যেন আপনার কথা,
মিলে গেল ভাবে, প্রাণে, শোণিতের সঙ্গে
তবু জিজ্ঞাসিতে পুনঃ মনে বাঞ্ছা হয়,
(ক্ষমিবে আমারে, আমি কৃপাপাত্র দীন,)
সভামাঝে ভগবান্ কহিলা যে বাণী,

সত্য সত্য, সে সব কি তাঁহারি বচন ?—
নিজমুখ বিনিঃসৃত ? অথবা এমন
সুধাময়, প্রাণভেদী মহাবাক্য আর,
পারে কে বলিতে ; তাঁর মুখে ভিন্ন ইহা
অন্যে নাহি শোভে। বল, বল তবু পিতঃ !
কৌতূহল কর চরিতার্থ, ভাষা ভাব
শব্দ সংজ্ঞা সব কি তাঁহার ? কোন্ ভাষা
কোন্ শব্দে কন তিনি কথা, বিস্তারিয়া
ওহে দ্বিজ ! কহ মোরে শুনি। আহা ! কবে
হবে শুভ দিন, ভাগ্য প্রসন্ন হইবে,
শুনিব স্বকর্ণে আমি সে মধুর বাণী,
হরিমুখে, শিশু যথা বসি মাতৃকোলে।
হায় ! আমি অন্ধ, চক্ষে না পাই দেখিতে,
সেই চিদঘন প্রেমমুখ, শুনিবারে
নাহিক শকতি, কর্ণ বধির মায়াতে।
নিবারিতে মনোক্ষোভ, হৃদয়পিপাসা,
ঘুরি দিশি দিশি, সাধি পূজা বিধি তন্ত্র ;
কেবল জীবিত আছি সাধুসঙ্গগুণে।
চলি মহাজন পথে ; কখন অভ্যাসে,
প্রচলিত কথাস্রোতে, লোকলজ্জা ভয়ে
ভাসি তৃণ সম, নানাদিকে ; নিশাগ্রস্ত
পথিকের মত। কার কথা শুনি, সত্য

গুরু কোথা পাই, বিনা সেই দৈববাণী ?
দিগ্‌ভ্রান্ত আমি মূঢ় ভ্রমি অন্ধকারে,
সংসার কণ্টকবনে, অন্ধ যথা, নাহি
দেখি আলো, সত্য পথ, কে বা দেখাইবে ?
নানামুনি নানামত, বিপরীত যুক্তি,
বলিব অভ্রান্ত কারে বুঝিতে না পারি।
পরের বচনে, কিংবা ফল বিচারিয়া,
চলিলে নরকগতি হয় পদে পদে,
চিত্তে নাহি পাই শান্তি ; তাই বড় সাধ
মনে, বহু দিনাবধি, শুনি দেববাণী
নিজকর্ণে, চলি সদা নির্ভয় অন্তরে।
বল তাত ! বল বুঝাইয়া সে কেমন,
পিয়াও স্বর্গের কথামৃত তৃষাতুরে।
দেখি যুবকের আর্ত্তি, আকুল অন্তর,
শুনিয়া বিনয়বাক্য পথিক ব্রাহ্মণ,
বিস্মিত অন্তরে তিরস্কিল আপনারে।
বহিল নয়নে তার অবিরল ধারা,
শিহরিল অঙ্গ যেন কদম্বের ফুল।
প্রেমাবেশে মৃদুভাসে কহিতে লাগিল ;
"ওহে বৎস ! শিখাইলে মোরে, গুরু হয়ে।
তোমার বয়সে যদি থাকিত আমার
পিপাসা এমন, শুনিবারে হরিকথা,

কাঁদিতে হ'ত না পূর্ব্ব জীবন স্মরিয়া।
প্রশ্ন তব অতি সুচতুর। ভগবান্
নিজমুখে কন কথা সত্য, কিন্তু তাঁর
ভাষা নহে মানবীয়। চিন্ময় মুখে
তাঁর চিন্ময়ী বাণী, বধিরে শুনিতে
পায়, মূকে ব্যাখ্যা করে; ইঙ্গিতে বুঝেন
সাধু, যোগ বলে, স্থির একাগ্র অন্তরে।
ভগবান্ বাক্য নহে ভাষা, নহে শব্দ;—
সত্যগর্ভ ভাবময়ী শক্তির প্রবাহ,
পশে দৈববলে,—যেন পবনের গতি,—
বিবেক শ্রবণে; কভু বজ্রনাদে, কভু
মৃদু মধুস্বরে। আছে বীণাতন্ত্রী এক
মানব হৃদয়ে, বাজে তাহা যোগবলে,
সুধারবে, হরিকরকমল পরশে;
বরষে অমিয় রাশি রাশি, শুনে সেই
প্রেমিক সুজন, যার আছে দিব্য কর্ণ।
ব্রহ্মবাণী ধরি শেষে শব্দের আকার,
রচে ধর্ম্মগ্রন্থ, বহু দর্শন বিজ্ঞান,
থাকে মিশে ভ্রান্তবুদ্ধি, কল্পনার সনে।
তার অবিকল ছবি পূর্ণ অবয়ব,
নাহি বাহিরায় বাক্যে, জানা যায় ভাবে;
চলে না সেখানে যুক্তি তর্ক কোন কালে।

দরিদ্র মানব ভাষা কেমনে বাঁধিবে
ব্রহ্মতেজ, দৈবশক্তি, বচন অতীত ?
কেশে বাঁধা যায় কি কখন গজরাজে ?
কণামাত্র পারে ধরিবারে যেই জন,
দেখে স্বর্গধাম সেই আপন জীবনে।”
ব্রহ্মবাণী সত্য কিনা ? স্বর্গের দেবতা
হরি জগতের পতি, কহেন কি কথা
যথা তথা, সবাকার সনে, সর্ব্বকালে ?
দুঃখী নরে হয় তাঁর এত কি করুণা ?
এতেক জিজ্ঞাসা যদি করিলেক পুনঃ
পিপাসু তপস্বী যুবা, বুঝিবার তরে,
নহে তর্কচ্ছলে ; ধীরে ধীরে চিরঞ্জীব
বলিতে লাগিল, “ইহা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান,
খাটে না বিচার হেথা, তুলনা, গণনা।
অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী, মীমাংসার স্থল,
কার সঙ্গে বল তার করিবে তুলনা ?
এইত প্রমাণ তুমি দেখালে আপনি,
আপ্তবাক্য বলি যবে বুঝিলে মনেতে !
স্বার্থ ত্যজি যেই শান্ত সরল অন্তরে,
শুনিবারে দৈববাণী চায় তাঁর পানে,
তৃষিত চাতক যথা, পায় সে শুনিতে
সুখে দুঃখে, দিবানিশি আপন অন্তরে।

সভামাঝে ভগবান্ বাক্য যা কহিনু,
হে তাপসবৃন্দ! তব সন্নিধানে আমি,
স্বকর্ণে শুনেছি, তার প্রমাণ কি দিব?
এখনো সে ধ্বনি কর্ণে করিছে আঘাত।
পরীক্ষা করিতে যদি হয় ইচ্ছা মনে,
সুধাও তাঁহারে? নৈলে আর কে বলিবে?
ধ্যানস্থ হইয়া চিত্ত কর সমাহিত,
পাইবে উত্তর, যাবে সন্দেহ আঁধার।
কল্পনা-বিকার নহে তাঁহার বচন,
চিত্তপটে লেখা আছে, জ্বলদ অক্ষরে।
সাধারণ সত্য দেখ স্বভাবে খোদিত,
সমাজ বন্ধন, রাজবিধি, ধর্ম্মনীতি,
তাহারি অধীন; কেহ পারে না খণ্ডিতে।
প্রতি ঘটনায় তাঁর বাণী সুধাময়,
ঝরিছে নিয়ত, যার অভাব যেমন,
যথাকালে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মত;
বিশেষ আদেশ তারে বলে সাধুগণ।
সুধাইলে তুমি, সিদ্ধরথ, 'ভগবান্
কহেন কি কথা, সদা যার তার সনে?'
আমি বলি, তাঁর মুখ থাকে কি অলস?
ব্যস্ত তিনি সর্ব্বক্ষণ জীবের সেবায়,
অন্য কাজ নাহি কিছু আর। নিরন্তর

দ্বারে দ্বারে ভ্রমিছেন তিনি, কহিছেন
কথা অবিশ্রান্ত, সাঙ্কেতিক ভাবযোগে,
জীবনে জীবনে, ইতিহাসে, বুঝে তাহা
বিশ্বাসী কেবল, অন্যে পারে না বুঝিতে
সঙ্ক্ষেপে কহিনু এবে গূঢ় বেদতত্ত্ব,
আদ্যোপান্ত ব্যাখানিয়া বলিব পশ্চাতে,
কথার প্রসঙ্গে, একে একে, অবসরে।”
শুনি দেববাণীতত্ত্ব তাপস যুবক
মহানন্দে অট্ট হাসি হাসিতে লাগিল ;
দেহ তার হ’ল অবসন্ন প্রেমভরে,
বহিল নয়নে ধারা, দৃশ্য মনোহর।
হৃত বস্তু হস্তগত হইলে যেমন
হাসে লোকে, বিকাশিয়া বদন কমল,
তেমনি হইল তার ভাবান্তর মনে।
করিল প্রমাণ সত্য, স্বভাব আপনি,
নয়নভঙ্গিতে, বাহ্য আকার ইঙ্গিতে ;
ঝঙ্কার করিল বীণা যেন একতানে।
হইলেন সুখী সবে, বিমোহিত চিত,
বলিলেন একবাক্যে “হে দ্বিজসত্তম !
মানুষের কথা ইহা কেমনে বলিব ?
ইহাও স্বর্গীয় বাণী হেন মনে লয়,
নতুবা হৃদয় কেন উদাস হইবে ?”

ভাবে বিগলিত বৃদ্ধ বলিল তখন,
কৃতাঞ্জলি করে, "ওহে তপোবনাশ্রমী!
যা বলিলে, কথা মিথ্যা নয়; দৈবাদেশ
না হইলে, প্রত্যাদেশ কেমন, কিরূপ
কার সাধ্য বুঝে? বিনা দৈববলে সত্য
পারে কে ধরিতে? দেবকৃপা না হইলে
লাগিত কি ভাল, এবে কহিনু যা আমি?
হ'ত কি কখন একমত পরস্পরে,
জলে জল যেন? সব তাঁহারি মহিমা!
আমার বচন ইহা নহে কদাচন
জানিবে নিশ্চয়, নহে কল্পনাপ্রসূত।
কোথা পাবে সার কথা মানবসন্তান
অল্পমতি, অসার যে মায়ার অধীন?
অন্ধে কি কখন পারে দেখাইতে পথ?
অন্ধকার কোন কালে হয় না আলোক,
অবস্তু হইতে বস্তু কভু না সম্ভবে।
কহিতেছি আমি অদ্য যে সকল কথা,
তপোবনে, ভবিষ্যতে এক দিন হবে
শিরোধার্য্য, সমাদৃত, যথা বেদবাক্য।
যাহা সত্য, ব্রহ্মবাণী তাহাই অমোঘ;
অভিন্ন বিষয়, দুয়ে নাহি কোন ভেদ।
বিবেক ব্রহ্মের মুখ, জীবের শ্রবণ,

শ্রবণ কথন দুই হয় একাধারে ;
ঝরে তাহে নিত্য নব বেদ শত শত।”
বহিল আদেশ হেন মতে, স্রোতোবেগে
তপোবনে, ভাবে ভাবে উঠিল তরঙ্গ ;
ডুবিল আনন্দে, প্রেমরসে সাধুবৃন্দ।
কহিলেন শাস্তবীর্য্য বিস্ফারিত নেত্রে,
গদগদ স্বরে, খুলি হৃদয় দুয়ার,
সকলের মর্ম্মকথা ; অদ্য শুভদিন,
আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। শুনি তব
মুখে তত্ত্ব কথা, সুমধুর, কত ভাব
উঠিছে অন্তরে, কি বলিব ! ইচ্ছা হয়
আরো শুনি হরিকথামৃত প্রাণ ভরি।
খুলে দিলে মিত্র আজ জীবনের স্রোত,
প্রকাশিলে যেন এক অভিনব রাজ্য,
অনন্ত অসীম, মম হৃদয়কন্দরে।
মহাকলরবে সবে লাগিল কহিতে
একবারে, নানা কথা, ভাবে ভোর হয়ে ;
দেবী স্বরস্বতী যেন কণ্ঠে আরোহিলা।
বিধানপ্রসঙ্গে নিশা হইল গভীরা ;
নীরবে ঘুমায় সুখে কুরঙ্গী বিহঙ্গী,
বনদেবী কোলে ; বক্ষে ঢাকি নিজ নিজ
প্রিয় শিশুগণে। পূর্ণ ইন্দু হাস্য মুখে

বরষে অমৃত ; আবরিয়া কমনীয়
কৌমুদীবসনে বনস্থলী, বসুধার
দগ্ধ কলেবর। ঘন নিবিড় পল্লবে
ঢাকিয়া শরীর বৃক্ষরাজি, যেন যোগ
সমাধি সাধনে আছে বসি, আঁখি মুদি।
দিবা ভ্রমে মাঝে মাঝে পাপিয়া ঝঙ্কারে,
স্পন্দহীন আর সবে ; জাগেন কেবল
একাকিনী বিশ্বমাতা, জগত জননী.
অলক্ষিত ভাবে, নাহি আলস্য বিশ্রাম ;
চক্ষে নিদ্রা নাহি যথা সতর্ক প্রহরী,
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি দেখেন কে কোথা
দুঃখে পড়ি অনাহারে ডাকিছে মা বলে।
বসিয়া নিঃশব্দে বনে, উদ্যান প্রান্তরে,
করেন বিকাশ ফুল ফল বীজকণা ;
কতই যতন আহা ! কতই ভাবনা,
বহিতে সংসারভার কতই আনন্দ !
প্রভাতে উঠিয়া কল্য কি খাবে সন্তান,
এই চিন্তা জাগে, নাহি অন্য চিন্তা আর,
মায়ের পরাণে ; প্রতি দিবসের অন্ন
যোগান জননী, হেন মতে ; দেখে যোগী
সেরূপ মাধুরী, শুনে পদ শব্দ, জাগি
গভীর নিশীথে একা। কহিলেন, স্বামী

যোগানন্দ তদন্তর, "ওহে দ্বিজমণি!
ইচ্ছা হয় শুনি তব মধুর ভারতী,
সারা নিশি, ক্ষুধা নিদ্রা আলস্য ত্যজিয়া ;
শুনিতেছি যত, তত বাড়িছে লালসা,
অমৃত সমান মহাভারত নূতন।
আদি অন্ত ক্রমে ক্রমে শুনিব সকল,
এবে নিদ্রাকাল সমাগত, কর বিপ্র
শয়ন বিশ্রাম ; পরিহর পথশ্রান্তি,
দিবসের ক্লেশ, লও দুগ্ধ গঙ্গাজল
কন্দমূল ফল, কিছু করহ গ্রহণ।

নববিধানের রাজ্যাভিষেক।

উঠিয়া প্রভাতে তপোবনবাসিগণ,
শ্রীহরি স্মরণ করি, প্রণমি তাঁহারে,
দেখিলেন নব শোভা, নবীনা প্রকৃতি,
মৃতসঞ্জীবনী ঊষাদেবী, রবি শশী
পূরব পশ্চিমে, এককালে, দুই ধারে।
অস্তমিত পূর্ণচন্দ্র মলিন বয়ান,
থাকিতে গগন প্রান্তে, উদিল আবার,
হেমকান্তি দিনমণি, জগত জীবন,
ছড়াইয়া আগে আগে কাঞ্চনের ছটা।
কনক কিরীট শিরে, মহা দীপ্তিশালী,
চলিছে গগন পথে, স্বর্ণরথে চড়ি,
দ্রুত বেগে, জাগাইয়া সুপ্ত প্রাণিপুঞ্জে।
করি স্নান ভাগীরথে জলে মুনিবৃন্দ,
সমাহিত চিত, বসিলেন নিত্যকর্ম্মে,
পূজিবারে হরিপদ, সাধনের ধন,
নিষ্ঠাযুক্ত মনে, প্রীতি ভক্তি উপহারে।

উঠিল নামের ধ্বনি, সামগান গাথা,
ভাসিল পবনে ধূপ ধূনা, পুষ্প গন্ধ।
পূজা অন্তে সমাপিয়া রন্ধন ভোজন,
আরম্ভিলা পুনঃ ধর্ম্মপুরাণপ্রসঙ্গ।
স্মরি হরি চিদানন্দে, কহে বিপ্র যোগানন্দে,
আর যত ব্রতধারিগণে ;
"বলি শুন বিস্তারিয়া, শুভ অভিষেক ক্রিয়া,
পাইবে অপার শান্তি মনে।
নব শিশু কোলে করি, যুগল মূরতি ধরি,
ভগবান্ লীলারসময় ;
বসিলেন প্রেমভরে, রত্ন সিংহাসনোপরে,
রূপে আলো করি দিক্‌চয়।
কি কব সভার শোভা, অপরূপ মনোলোভা,
নরলোকে দেবের প্রকাশ ;
তার মাঝে চিদজ্যোতি, সর্ব্বেশ্বর প্রজাপতি,
দরশনে উপজে উল্লাস।
চিন্ময় নিরাকার, দুইরূপ একাধার,
দেখি নাই কখন এমন ;
নিরখি সে রূপরাশি, যত স্বর্গপুরবাসী,
মহানন্দে হইল মগন।
একদিকে আবির্ভাব, তেজোময় পিতৃভাব,
দেখে পাপী কাঁপে ভয়ে ডরে ;

হাতে পুণ্য রাজদণ্ড, করে পাপ খণ্ড খণ্ড,
দেয় দণ্ড অপরাধী নরে।
ন্যায়ের বিচার তাঁর, যেন সূক্ষ্ম ক্ষুরধার,
নাহি দেয় পাপের প্রশ্রয় ;
গম্ভীর প্রকৃতি নীতি, জনক আকৃতি রীতি,
দোষী তথা না পায় অভয়।
প্রচণ্ড কিরণে প্রাণ, করে যেন আনুচান,
চাহিতে না পারি তার পানে ;
দোষ দুরাচার নাশি, দহে গূঢ় পাপরাশি,
জাগায় মানবে দণ্ড দানে।
অন্য দিকে মা জননী, আনন্দঘন বরণী,
ডাকিছেন পতিত সন্তানে ;
নয়নে ঝরিছে প্রেম, শান্তি স্নেহ দয়া ক্ষেম,
আশাবাক্য প্রসন্ন বদনে।
স্তন্যসুধা পিয়াইতে, কাতরে সান্ত্বনা দিতে,
প্রসারিত ক্রোড় নিরন্তর ;
প্রেমে অঙ্গ পুলকিত, স্নেহভরে বিগলিত,
দুগ্ধ ক্ষরে স্তনে ঝর ঝর।
শ্রীকর কমল তুলি, স্বর্গের দুয়ার খুলি,
ডাকেন সতত মিষ্ট স্বরে ;
শুনিলে মায়ের কথা, জুড়ায় প্রাণের ব্যথা,
বিষাদ সন্তাপ দুখ হরে।

ন্যায় দণ্ডে বিদলিত, নিরাশ দুর্ব্বল চিত,
পায় স্থান জননীর কোলে ;
দগ্ধ হয়ে অনুতাপে, জ্ঞানকৃত মহাপাপে,
লভে শান্তি সুমধুর বোলে।
হ্লাদিনী জননী রূপ, অনন্ত সুধার কূপ,
প্রেমঘন কোমল আকার ;
অবাধ্য তনয়ে তাঁর, নাহি রুদ্র ব্যবহার,
দয়াময়ী স্নেহের আধার।
পাষণ্ড দলন হরি, পিতৃবেশে পাপ হরি,
মাতৃভাবে দেন পদাশ্রয় ;
ন্যায় প্রেমে সামঞ্জস্য, কে বুঝে গূঢ় রহস্য,
বহুরূপী প্রভু দয়াময়।
এক দিকে সূর্য্য করে, অবনী দহন করে,
আর দিকে চন্দ্র সুধা ঢালে ;
তেমনি যুগল মূর্ত্তি, বর্ণিতে নাহিক শক্তি,
যোগনেত্রে দেখ এককালে।
এইরূপে সমাধান, করি শুভ অনুষ্ঠান,
কৃপাসিন্ধু জগতের নাথ ;
বিধান তনয় ধনে, বসাইয়া সিংহাসনে,
করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত।
বিপুল আনন্দভরে, সাদরে বরণ করে,
দিলেন তাহারে আলিঙ্গন ;

বলিলেন হাস্যমুখে, ওহে পুত্র থাক সুখে,
ধর নাম প্রেমসম্মিলন।
চিরজীবী হয়ে থাক, আমারে মা বলে ডাক,
কর রাজ্য আনন্দে বিস্তার;
এই তব গুরুজন, স্বর্গের দেবতাগণ,
রহিলেন সহায় তোমার।
এস সকলের সনে, লয়ে আর্য্যবংশগণে,
বিলম্ব করো না কোন মতে;
হবে যবে প্রয়োজন, পাবে মোর দরশন,
হাতে ধরে লয়ে যাব পথে।
কহিলেন তদন্তর, ওহে দেবসহচর,
প্রিয়তম ভক্তপরিবার;
একে একে এস সবে, আশীর্ব্বাদ কর এবে,
দাও পুত্রে প্রীতি উপহার।
যে গুণে যিনি প্রসিদ্ধ, হয়েছেন নিত্যসিদ্ধ,
সেই গুণে সাজাও সন্তানে;
নরমধ্যে যে যে আছে, তাহাদেরো ডাক কাছে,
অভিষেক করিতে বিধানে।
হইয়া আমার লোক, পাবে তারা দিব্যালোক,
নববিধি করিবে প্রচার;
চিহ্নিত সেবক হয়ে, বিজয় পতাকা লয়ে,
শুনাইবে শুভ সমাচার।

বরমাল্য দান।

হরিবোল হরি বলে, উঠিলেন দেবদল,
করিবারে কুমারে বরণ ;
কি কব শোভার কথা, উপমা কি দিব তার,
দেখি নাই সেরূপ কখন।
একেত যুগল রূপে, রবি শশী সমুদিত,
তাহে সুরগণ চন্দ্রহার ;
জগত চন্দ্রের কোলে, পূর্ণকলা নববিধি,
চাঁদে চাঁদে হ'ল একাকার।
প্রথমে প্রাচীন ঋষি, যাজ্ঞবল্ক্য মহামতি,
মৈত্রেয়ী দেবীর কর ধরি ;
হইলেন অগ্রসর, দিলেন সমাধি যোগ,
যোগাবেশে আলিঙ্গন করি।
মহম্মদ, মুশাদেব, মহারত্ন দৈববাণী,
একান্তনির্ভর উপহারে ;
গৌতম নির্ব্বাণ শান্তি, বৈরাগ্য বিরতি দানে,
সমাদরে বরিল তাহারে।
ভক্তকুল-চূড়ামণি, প্রিয়পুত্র গুণনিধি,
নরোত্তম ঈশা মহাভাগ ;
দিলেন আপন গুণ, অমূল্য পরশ মণি,
প্রভুভক্তি, আর আত্মত্যাগ।

ভক্তিরস-অবতার, মত্তসিংহ শচীসুত,
ভাই বলে আলিঙ্গন দিলা ;
সঞ্চারিয়া মহাভাব, পরা ভক্তি অহৈতুকী,
বাহু তুলে নাচিতে লাগিলা।
সতীকন্যা দেবী যত, লইলেন কোল পাতি,
সুকুমারে পরম যতনে ;
দিলেন মাধুর্য্য রস, প্রেমপদ্মরাগ মণি,
চুম্বিলেন কমল বদনে।
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি যোগ, প্রেম পুণ্য নানাগুণ,
মিলিত হইয়া একাধারে ;
ধরিল নূতন বেশ, জ্যোতির ফোয়ারা যেন,
ঝরিতে লাগিল শতধারে।
পুষ্পবৃষ্টি জয়ধ্বনি, করিল সকলে মিলি,
নিরখিয়া হরিপ্রেমলীলা ;
পুণ্যজলে স্নান করি, সাজি নানা অভরণে
নব শিশু সবে প্রণমিলা।
বিধাতার কৃপা গুণে, দেবতার আশীর্ব্বাদে,
ধরিল সে রূপ অনুপম ;
জনকের অনুরূপ, যেন ক্ষুদ্রাকার হরি,
পরিমাণে কেবল বিষম।
ফুটিল শ্রীঅঙ্গে তার, বিমল প্রতিভারাশি,
অতুলন সেরূপ রচনা ;

কবি গুরু বাল্মিকি, কালিদাস ব্যাসমুনি,
পারে নাই করিতে বর্ণনা।
স্বর্গের ভূষণ সার, মহার্ঘ রতনরাজি,
পরালেন তারে ভগবান্ ;
গুণঘনীভূত রূপ, মুখে বলিবার নয়,
দরশনে মুগ্ধ হয় প্রাণ।
কেহ জ্ঞান পুণ্য প্রেমে, বিবেক বিজ্ঞান হারে,
কেহ ভক্তি বৈরাগ্য বসনে ;
যতনে আদর করি, আপন আপন গুণে,
সাজাইল বিধান রতনে।
বিচিত্র গুণের নিধি, সেই দেবাত্মজ শিশু,
পাইয়া স্বর্গের পরসাদ ;
করযোড়ে ভক্তিভাবে, মধুর কোমল স্বরে,
ঈশ্বরে করিলা স্তুতিবাদ।

স্তব।

জয় সত্য সনাতন, অখণ্ড অব্যয়,
ভূভারহারী দয়াময় হে ;
ভয় বিঘ্ন বিনাশন, অনাথ সম্বল,
সংসারসাগরকাণ্ডারী হে।
জয় মঙ্গল আলয়, পাতক নাশন,
দীনবন্ধু জগদীশ হরে ;

করি প্রণতি ও পদে,   বিনীত হৃদয়ে,
শ্রদ্ধা অবনত প্রীতিভরে।
নমঃ অনন্ত অদ্ভুত,   আদি পিতামহ,
পুরাণ পুরুষ প্রাণেশ হে;
জয় জগত জীবন,   বিশ্বমূলাধার,
ধন জন সম্পদদাতা হে।
তুমি ইচ্ছাশক্তি বলে,   করিলে সৃজন,
অমর মানব জীবন হে;
কত স্থাবর জঙ্গম,   দেব নরলোক,
জীব জন্তু অগণন হে।
দেহ আত্মা প্রাণ মন,   করিতে পোষণ,
মঙ্গল শক্তি বিধানিলে হে;
ফল শস্য কত মত,   জ্ঞান পুণ্য প্রেম,
করিছ নিয়ত বর্ষণ হে।
ভবভার বিনাশিতে,   সাধিতে কল্যাণ,
বিশেষ বিধান আনি দিলে;
সাধু ভক্ত যোগি কত,   মহৎ মানবে,
দেশ দেশান্তরে প্রকাশিলে।
তুমি লীলাকারী হরি,   দুরিত দলন,
পতিতপাবন দীননাথ;
জয় হৃদয় আধার,   ভুবন পালক,
করি হে তোমারে প্রণিপাত।

যুগে যুগে বিভু তব, বিশেষ বিধানে,
নূতন ভাব বিকাশিল হে;
কত জ্ঞানী সুপণ্ডিত, মহাকবিগণে,
নারিল করিতে প্রকাশ হে।
তুমি অচিন্ত্য দুর্জ্ঞেয়, দেবের দুর্ল্লভ,
অবাঙ্‌মানসগোচর হে।
আমি অবোধ বালক, দুর্ব্বল অক্ষম,
চিনিব তোমারে কেমনে হে।
জয় জয় কৃপাময়, যাই বলিহারী,
দেখালে বিপুল বিক্রম হে;
কলি-কলুষ-তিমিরে, কলিকাতা ধামে,
সত্য নিশান উড়াইলে হে।
জয় জয় জগন্নাথ, সঙ্কটমোচন,
সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বম্ভর হে;
যুগধর্ম্ম প্রকটন, করি তরাইলে,
পতিত মানব সন্তানে হে।
তুমি প্রাচীন ভারতে, আর্য্য ঋষিকুলে,
করিলে সৃজন কত যোগী;
জ্ঞানী ভকত সাধক, তত্ত্বরসপ্রিয়,
বিবেকী বৈরাগী অনুরাগী।
বেদ বেদান্ত পুরাণ, গীতা ভাগবতে,
প্রচার করিলে ব্রহ্ম জ্ঞান;

জয় মঙ্গল আকর, বিপদবারণ,
দেবদেব হরে কৃপাবান্।
নমঃ রাজরাজেশ্বর, সর্ব্বলোকপতি,
সৃষ্টি স্থিতি প্রতিপালক হে;
এক আদি দেব তুমি, সকল ভুবনে,
ধর্ম্মরাজ ভবখণ্ডন হে।
জীব উদ্ধার করিতে, পূরব পশ্চিমে,
দেখাইলে কত লীলারস;
বহু পুরাতন জাতি, য়িহুদা কুলেতে,
ঘোষিলে জিহোবা নামযশঃ।
মহাপুরুষ মুশারে, দাউদ ভূপালে,
শুনাইলে নীতি দৈববাণী;
তুমি এথেন নগরে, প্রকাশ করিলে,
সক্রেটিশ সার তত্ত্বজ্ঞানী।
ঈশা ভক্তমহারাজে, করিয়ে প্রেরণ,
শিখালে মানবে বিশ্বাস হে;
তাঁরে শত্রুকরে সঁপি, বাঁধি ক্রুশোপরে,
সত্যের জয় প্রমাণিলে হে।
মহাবীর শাক্যমুনি, বুদ্ধ অবতার,
সাধিল নির্ব্বাণ সাধন হে;
ঘোর আঁধার আরবে, মহম্মদ ঋষি,
তোমারি মহিমা গাইল হে।

শিব নারদ জনক, কবীর প্রহ্লাদ,
লুথর নানক ভক্তজন ;
বেদ বিজ্ঞান দর্শন, কোরাণ বাইবেল,
তোমারি প্রসাদ সার ধন।
তব প্রেমিক সন্তান, গৌর গুণমণি,
অবতরি নদীয়ামাঝে হে ;
প্রেমভক্তি সুধানীরে, করিয়া প্লাবন,
উদ্ধারিল কত পাতকী হে।
আজ মহা শুভযোগে, আমার জীবনে,
মিলাইলে সব বিধান হে ;
হ'ল এত দিনে নাথ, তোমার কামনা
পরিপূর্ণ অবনীধামে হে।
জয় জয় দয়াময়, করি বারংবার,
তোমার চরণে প্রণতি হে ;
তব মহিমা গৌরব, হউক প্রচার,
দেশে দেশে এই মিনতি হে।

দেবগণের নৃত্য।

শুনিয়া মধুর ভগবত গীত,
মোহিত হইল দেবতা সবে,
স্বর্গের গায়ক প্রেমের সঙ্গীত
গাইতে লাগিল ললিত রবে।

শিবের তম্বুর		নারদের বীণা
মিশিল নূতন বিধান তানে,
সাধুসঙ্গে হরি		মিলাইয়া স্বর
মাতিলা আপন মহিমাগানে।
সে স্বরমাধুরী		চিত্তবিনোদন
করিল উন্মাদ অমরগণে,
নাচিতে লাগিল		শচীর নন্দন
দুবাহু তুলিয়া পুলক মনে।
নাচিল যখন		নদীয়ার গোরা
প্রতাপে মেদিনী দলন করি,
সুর নর মুনি		যত সভাজন
লাগিল নাচিতে বলিয়া হরি।
সেই নৃত্য গীত		আমোদ বিলাস
বলিতে পরাণ কেমন করে,
শিহরে শরীর		চক্ষে বহে ধারা
নেচে উঠে প্রাণ প্রেমের ভরে।
নাচে গোরারায়		করিয়া হুঙ্কার
নেহারি সেরূপ প্রেমিক যিশু,
ধরি তাঁর গলে		লাগিল নাচিতে
তাঁর সঙ্গে ধ্রুব ভকত শিশু।
নাচে মহম্মদ		দাউদ ভূপতি
প্রহ্লাদে আহ্লাদে লইয়া কোলে,

দেবর্ষি নারদ পলদেব সনে
নাচেন শ্রীহরি শ্রীহরি বোলে।
পঙ্গপালভোজী জন্ মহামতি
নাচে সনকাদি ভকত সাথে,
রূপ সনাতন রায় রামানন্দ
নাচে হরিপদ ধরিয়া মাথে।
নাচেন লুথার পিটার নিতাই
প্রেমের বিজলি নয়নে শোভে,
শাক্য মহাবীর প্রশান্ত মূরতি
নাচেন ভকতিরসের লোভে।
নাচে কন্‌ফুস্ কবীর তুলসী
শুক ব্যাসদেব তাহার মাঝে,
নাচে হরিদাস যবন বৈরাগী
সোণার নূপুর চরণে বাজে।
জনক নানক শঙ্কর শ্রীরাম
দাদু টুকারাম বশিষ্ঠ মুনি,
সতীসঙ্গে শিব মুশা যুধিষ্ঠির
নাচেন মধুর বাদন শুনি।
প্রেমিকপ্রধান হরি গুণনিধি
আনন্দ জলধি রসের খনি,
আপনার গুণে আপনি মোহি
করেন বদনে নামের ধ্বনি।

দিয়ে করতালি নাচেন ঠাকুর
চারি ধারে যত দেবতাদল,
পদভরে কাঁপে আকাশ অবনী
প্রেমেতে ভাসিল পৃথিবীতল।
নাচে এক সাথে যোগী ভক্ত কবি
কর্ম্মী জ্ঞানী সিদ্ধ পরম সুখে,
মধ্যে রসময় মোহন মূরতি
মনোহর হাসি ঝরিছে মুখে।
ঘেরি চারি ধার সুরবালাগণ
গায় জয়গীত কোমল স্বরে,
বরষে কুসুম আঁচল পূরিয়া
লয় পদরজ মৃণাল করে।
বিধানবিশ্বাসী নর নারী যত
দেখিয়া শুনিয়া মাতিল গানে,
মিশে দেবদলে নাচিল মানব
পাইল জীবন অমিয়পানে।
পরিহরি জাতি কুল অভিমান
নাচিছে বামুন যবন সনে,
প্রেম ভক্তিরসে হ'ল একাকার
ডুবিল তাহাতে দেবতাগণে।
মাঝখানে হরি অকলঙ্ক শশী
চারি দিকে সাধু চাঁদের মেলা,

ভূতলে উদিত গগনের চন্দ্র
চাঁদের বাজারে চাঁদের খেলা।
জ্ঞানী মূর্খ ধনী দুঃখী পাপী নর
মজিয়া বিধান বিলাসরসে,
নাচে হরি বলে করে কোলাকোলি
হয়ে গদ্‌গদ ভাবের বশে।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল যবন খৃষ্টান
গলাধরাধরি করিয়া নাচে,
ভাবে গর গর প্রেমে ঢলাঢলি
ভকতে ভকত প্রসাদ যাচে।
হিন্দু যোগীকোলে যবন ফকির
যোগানন্দরসে মজিয়া কাঁদে,
মত্ত গৌরচন্দ্র ভক্তিরসরাজ
নাচেন চড়িয়া ঈশার কাঁধে।
লোটায় ধরণী হাসে কাঁদে গায়
কে কার গায়েতে পড়িছে ঢুলি,
করে নানা রঙ্গ হাস্য পরিহাস
অঙ্গে মাখে সাধুচরণধূলি।
মহা নৃত্য গীত প্রভূত উল্লাস
নূতন বিধান মহোৎসবে,
অবিকল ছবি করিতে চিত্রিত
এ হেন কবীন্দ্র আছে কে ভবে ?

হাফেজ বাল্মীক, সাদি সেক্সপীর
ব্যাস কালিদাস হোমর আদি,
হারিল সকলে নারিল রচিতে
বুঝিল কেবল বিধানবাদী।
চিদানন্দ হরি নাচিলেন যদি
চিদরূপধারী ভকত সনে,
নিরাকার নৃত্য দেখিয়া পৃথিবী
মানিল বিস্ময় আপন মনে।
ভাবিল তবে কি আমি একাকিনী
থাকিব নীরবে জড়ের মত,
এই বলে ধনী লাগিল নাচিতে
হৃদয়ে ধরিয়া দেবতা যত।
নাচে গিরিরাজ মহাপিঠস্থান
হিমানী মণ্ডিত ধবল শিরে,
মহাসিন্ধু বেলা নাচে মীনসনে
তুলিয়া তরঙ্গ গভীর নীরে।
গগনপ্রাঙ্গণে রবি শশী তারা
নাচিতে লাগিল চমকি আঁখি,
পবনহিল্লোলে তরু গুল্ম লতা
তাহার উপরে নাচিল পাখি।
শার্দ্দূল কেশরী মৃগযূথ সাথে
নাচে সখ্যভাবে ধরিয়া গলে,

অহির ফণায় নাচে ভেককুল
ভাসে মরুভূমি শীতল জলে।
মেঘ অন্তরালে নাচে সৌদামিনী
শিলাতলে নদী ঝরণাবারি,
অনল অনিল আকাশ ভূতল
নাচে তালে তালে গাইয়া সারি।
বেদ বাইবেল পুরাণ কোরাণ
দর্শন বিজ্ঞান ভারত গীতা,
লাগিল নাচিতে ত্যজিয়া বিবাদ
বলে জয়! জয়! জগত পিতা।
নূতন বিধান এসেছে ধরায়
শুনিয়া নাচিল যে ছিল যথা
পূরিল আনন্দে ভূলোক দ্যুলোক
জীব জন্তু জড়ে কহিল কথা।
বিধান ভারতে দেবনৃত্যগীত
মহাভাব প্রেম রসের খেলা,
অমৃত সমান শুনে যেই নর
পায় সে শ্রীহরি চরণ ভেলা।
"অনন্তর বলি শুন, ওহে প্রিয় বন্ধুগণ,
নবভক্তি বিধানপ্রসঙ্গ;
শ্রবণে সে দিব্য কথা, দূর হয় পাপ ব্যথা
উঠে হৃদে প্রেমের তরঙ্গ।

সেই মহাসভাস্থলে, ছিনু আমি নরদলে,
দেখেছি স্বচক্ষে প্রাণভরি ;
করিয়াছি নৃত্য গীত হইয়াছি বিমোহিত,
বলিয়াছি বদনে শ্রীহরি।
করিয়া উৎসব সাঙ্গ, সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ,
চলি গেলা হরি নিজ ধামে ;
প্রেমানন্দে ভাসাইয়ে, ভক্তিরসে কাঁদাইয়ে,
মাতাইয়ে সবে হরিনামে।
কতিপয় শুদ্ধমতি, লীলাবাদী মহারথী,
হইল বিধান অনুগামী ;
তাহাদের আগে আগে, চলিলেন অনুরাগে,
শ্রীমান্ বিধানচন্দ্র স্বামী।
সে দিনের কথা আর, বলিব কি বারে বার,
মনে হ'লে উথলে হৃদয় ;
ভাবরসে তনু গলে, আঁখি ভাসে অশ্রুজলে,
হয় জ্ঞান চৈতন্য বিলয়।”
বলিতে বলিতে দ্বিজ, হারাইল সংজ্ঞা নিজ,
মহাভাবে বিমনা হইল ;
শরীর হইল তার, কদম্ব কুসুমাকার,
সর্ব্ব অঙ্গ শিহরি উঠিল।
কণ্ঠ অবরোধ প্রায়, বাক্য নাহি বাহিরায়,
নেত্রনীরে তিতিল বসন ;

সম্বরিয়া আপনারে, স্মরি ইষ্ট দেবতারে,
ধীরে পুনঃ কহিল বচন।
"ওহে! তপোবনবাসী, মুমুক্ষু যুবক ন্যাসী,
আমি অতি প্রাচীন পাতকী।
নূতন বিধানতত্ত্ব, শ্রীহরিলীলামহত্ত্ব,
কেমনে বলিবে এ নারকী।
পাপীর জীবনে তাঁর, মহিমা কৃপা অপার,
জানি তাহা আপন জীবনে;
দেখেছি অদ্ভুত কত, দৈবক্রিয়া শত শত,
কিন্তু হায়! বলিব কেমনে।
রসনা অসাড় হয়, মনে বড় পাই ভয়,
বলিতে স্বর্গের সমাচার;
ছোট মুখে বড় কথা, লোকে ভাবে নহে যথা,
দেখি পাপ দোষ দুরাচার।
কিন্তু আমি তৃণসম, ভক্তিহীন নরাধম,
তা বলে কি সত্য মিথ্যা হবে?
সত্যের গৌরব লাগি, লোকলাজ ভয় ত্যাগি,
বলিনু যা ঘটিয়াছে ভবে।
পাইব এমন কোথা, তোমাদের মত শ্রোতা,
সঙ্গগুণে স্ফুরিল বচন;
হরিলীলা সুধাময়, শ্রবণে আনন্দ হয়,
খণ্ডে পাপ সংসার বন্ধন।"

নববিধানের দিগ্বিজয়যাত্রা।

শ্রবণ করিয়া হরিগুণ, সাধুগণ
হইলা পরম সুখী, প্রসন্ন হৃদয়;
শত শত ধন্যবাদ দিলেন ঈশ্বরে,
শুনিয়া মাহাত্ম্য তাঁর, যুগধর্ম্মলীলা,
অতি সুরসাল। সমাগত হ'ল সন্ধ্যা;
মুদিল নয়ন দিনমণি; ধীরে ধীরে
বিশ্রামদায়িনী নিশা আঁধার বসনে
ঢাকিল আকাশ ভূমি কানন ভূধর।
পক্ষিগণ দলে দলে ফিরিল আবাসে;
বসিয়া কুলায়ে, জ্ঞাতি বান্ধবের সহ,
তার স্বরে নানা কথা কহিতে লাগিল।
করে না সঞ্চয় তারা, নাহি ভাবে মনে
কি খাইবে, কল্য কোথা যাইবে আবার;
ভ্রমে দূর দেশে, শূন্যপথে প্রতিদিন,
পাইবে আহার কোথা জানে; পক্ষিমাতা
ভোলে না শাবকে; আনে খাদ্য মুখে করি

তাহাদের তরে ; সুখে থাকে, অন্নচিন্তা
জানে না কেমন। বিহগের কলস্বরে,
পরিমলবাহী স্নিগ্ধ বসন্ত অনিলে,
সন্ধ্যাগীতে পূর্ণ হ'ল ভজন নিবাস।
বসিয়া একান্তে, তপোবনে, সাধুবৃন্দ,
নানা স্থানে,—বৃক্ষমূলে,—সরোবর তটে,-
কুটীর প্রাঙ্গণে, কেহ লতাকুঞ্জবনে,
হইলেন মগ্ন, ঘন চিদানন্দ রসে।
মুদ্রিতলোচন যোগী, বিগত পিপাসা,
দেখিলে সে রূপ প্রাণ হয় পুলকিত।
শীতল সলিলসিক্ত সুমন্দ পবন্,
বহিল যখন যোগী মন মত্ত করি,
তার সনে মৃদু রবে উঠিল সঙ্গীত,
ঢালিতে লাগিল কর্ণে যেন সুধাবিন্দু।
যোগে লীন আত্মারাম গায় হরিগুণ,
মজিয়া দর্শনসুধারসে, প্রেমানন্দে,
কি সুন্দর আহা ! সেই ভাব সুমধুর,
ভাবিলেও শুদ্ধ হয় বিষয়ীর মন।
করিয়া কীর্ত্তন, নৃত্য, পরে এক যোগে,
সদলাপে পুনর্ব্বার বসিলা সকলে।

কহিলেন দ্বিজবর, "শুন ভক্তবৃন্দ,
পর দিন সেই নববিধান তনয়,

মহাবলী, বীরবেশে সাজিল সমরে ;
অনুচর শত শত সঙ্গে, আগে পাছে।
তুরঙ্গ যোজিত দিব্য বিমান শিখরে,
'নূতন বিধান' জয় পতাকা বিশাল,
উড়িতে লাগিল উচ্চাকাশে, নানারঙ্গে,
সমীরতরঙ্গে, নব বসন্ত হিল্লোলে ;
শোভা হেরি প্রেমানল জ্বলিয়া উঠিল।
'জয় জয় ব্রহ্ম নাম, দয়াময় হরি'
নামধ্বনি, চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গ সহিতে
উঠিল যখন ভীম ভৈরব গর্জ্জনে,
কাঁপিল নগর, রাজধানী, পথে পথে
সমারোহ, লোকারণ্য বিদন উদ্যানে।
কাতারে কাতার কত হাজারে হাজার,
জ্ঞানী মূর্খ, ভদ্রাভদ্র মানবনিচয়,
শুনিল সে দিন, শুভ সংবাদ নূতন,
বিধানঘোষণা, যেন চিত্র পুত্তলিকা।
তেমন হুঙ্কার রব, দৃশ্য মনোহর,
মহাসভা, দেখি নাই, শুনি নাই আর।
হরিনাম প্রতিধ্বনি হ'ল ঘরে ঘরে,
জয়নাদে, দেশ যেন টলিতে লাগিল "।

সাধুভোজন

" অতঃপর নব শিশু দেবকৃপাবলে,
ক্রমে ক্রমে স্বর্গরাজ্য করিয়া বিস্তার,
চলিল অমৃতধামে, সঙ্গে সহচর,
বীরপরাক্রমী যেন জ্বলন্ত অনল।
অভিষেক অন্তে জয় ঘোষণা করিয়া
ভোজন করিল শিশু, ভগবতাত্মজ,
প্রাচীন য়িহুদী মুশা, রহস্য গভীর ;
তার পরে, সক্রেটিশ, বুদ্ধ, ঋষিকুল,
একে একে, পুরাতন মহাজন যত।
সাধুর শোণিত মাংস ভোজন উৎসব,
অপূর্ব্ব কাহিনী, অভিনব, হাসি পায়
শুনিলে সহসা ; পরিহাস করে মূঢ়
না জানি সন্ধান ; কিন্তু অর্থ সুগভীর।
ধর্ম্মগ্রন্থে আছে ব্যক্ত ঈশার বচন,—
' জীবনের অন্ন আমি, ঈশ্বর প্রেরিত,
যে করে ভক্ষণ মম মাংস, পান করে

জীবনশোণিত, থাকে সে জীবিত নিত্য
আমার জীবনে, যথা আমি সঞ্জীবিত
অনন্ত ঈশ্বরে।' অষ্টাদশ শত বর্ষ
গত এবে, এত দিনে গূঢ় মর্ম্মকথা,
কালের আঁধার ভেদি বাহির হইল।
ভকত চরিতসুধা পিয়ে নববিধি
সুকুমার মহাবীর, অমর সন্তান,
একেবারে পদার্পণ করিল কৈশোরে,
অলক্ষিতে, অপরূপ যেন শশিকলা।
 সাধুভক্তি বলে কারে জান কি তোমরা?
প্রশংসা, গুণানুবাদ, মুখের বচন
নহে কভু সাধুভক্তি জানিবে নিশ্চয়।
মহত চরিত্র সাধু তাহা কে না জানে?
অমর দেবতা তাঁরা, জগতের পূজ্য,
সৃষ্টির ভূষণ, নরদেব, সত্য কথা,
কিন্তু শুধু স্তুতিবাদে হবে কি তোমার;
চণ্ডালেও মানে না কি ভক্ত মহাজনে?
হ'তে হবে সেইরূপ নিজে আপনাতে,
তাই এই নব বিধি, ভকত ভোজন।
তাঁদের শোণিত ধারা বহিবে যখন
দেহ মনে; অস্থি মাংস হবে অঙ্গীভূত,—
ভাবে ভাবে সম্মিলন,—সমান প্রকৃতি;

গুণে এক, পরিমাণে কেবল বিভেদ,
যথা পূর্ণ মুদ্রা সহ অর্দ্ধের মিলন ;
জনমিবে সাধুভক্তি তখন স্বভাবে,
জীবন চরিতে, মতে, ভাবে, প্রাণে প্রাণে
জীব যদি হয় সত্যবাদী, আত্মত্যাগী,
প্রেমিকহৃদয়, ক্ষমাবন্ত ; ভালবাসে
আপন অধিক অন্য জনে ; 'নহে মম
কেবল তোমার ইচ্ছা হউক পূরণ !'
প্রতি কাজে এই বলি করয়ে প্রার্থনা ;
তৎকালে হয় সেই ঈশাগুণধারী,
শুদ্ধ হরিভক্ত, পায় ভাগবতী তনু।
কেহ যদি, সেইরূপ, হইবারে চায়,
চৈতন্যসেবক, ভক্ত, গৌরগতপ্রাণ,
মাতিতে হইবে তারে, হরিপ্রেমরসে,
নিরবধি হরিরূপ নয়নে নয়নে,
হইবে দেখিতে। সশরীরে পরলোকে,
দিব্যধামে, অমরাত্মা ভক্ততীর্থবাসে,
গমন করিয়া যোগবলে, নব শিশু,
খাইল মুশার মাংস, শোণিত অমৃত,
সবান্ধবে, জানি তাঁরে পুণ্যতীর্থ, সিদ্ধ
মহাজন। পুরাতন সাধু মুশাদেব,
ব্রহ্মবাদী, নীতিশাস্ত্রদাতা, হরিদাস,

দৈবাদেশপন্থী ; রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা
তাঁহার আত্মার, উপাদেয় অতি, ভক্তি
পুণ্যবলপ্রদ ; এক বিন্দু রক্ত তাঁর
পায় যেই জন হৃদাধারে, ভাগ্যশীল
সেই নর, ব্রহ্মবান্, অমর কৃতাত্মা।"

কহিলেন যোগানন্দ ঈষদ্ হাসিয়া,
বিস্ফারি যুগল আঁখি, "ওহে দ্বিজমণি !
একি কথা শুনাইলে প্রহেলিকা মত ?
এই কি প্রকৃত সাধুভক্তি ! এত দিন
ভূমণ্ডলে কাটাইনু কাল, কারো মুখে
শুনি নাই হেন বাক্য কভু, কোন দিন !
স্বর্গীয় বচন ইহা, অশ্রুত অপূর্ব্ব,
তাই বুঝি শুনি নাম 'নূতন বিধান !'
সত্য সত্য নামে কাজে হ,ল অনুরূপ।
এত কাল যত খ্রিস্টধর্ম্মী নরনারী
করিল, না জানি মর্ম্ম, রোটিকা ভক্ষণ,
সুরাপান, রক্ত মাংস বলি ; কিন্তু আজ
তার সার অর্থ, গূঢ় মর্ম্ম বুঝা গেল।
শুনিতে রহস্য বটে, প্রহেলিকা মত,
কিন্তু নহে কূট অতি, জটিল বিষয় ;
সহজে বুঝিনু মোরা আত্মার আলোকে,
কেন তবে সাধারণে উপহাস করে ?

এমন নূতন সত্য আছে কত আর,
বল শুনি, ওহে চিরঞ্জীব ! একে একে,
সে সকল ; এত দেখি বড়ই মধুর !
নূতন ভারতে, তব নূতন বিধানে
যা শুনিনু, বাস্তবিক সকলি নূতন ;
কোথায় পাইলে তুমি এ অমূল্য নিধি ?—
কার কাছে ? কে তোমার গুরু, মন্ত্রদাতা ?
শিখিয়াছ নব নব তত্ত্ব যত কিছু,
শুনাও বিস্তারি মোরা সত্যের ভিখারী।”
মৃদু হাস্যমুখে, প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে,
প্রাচীন ভুষণ্ডী কহে, “শুন যোগানন্দ,
এ সব নিগূঢ় তত্ত্বে রসিক তোমরা,
বুঝিবার যোগ্য পাত্র. সুবোধ সুধীর,
তাই বলি, হরিমুখে শুনেছি যেমন।
কহিনু যে সত্য আমি, নূতন নিশ্চয় ;
এ হেন নূতন, সারবান্ মহারত্ন
পাবে বহু এ ভারতে, যতই শুনিবে ;
কিন্তু আমি বুঝাইয়া বলিতে অক্ষম।
নিজে হরি গুরু এই নূতন বিধানে,
মনুষ্যের হস্ত হেথা পাবে না দেখিতে।
যা কিছু শুনিলে, আরো শুনিবে যা পরে,
সকলি তাঁহার নিজমুখ বিনিঃসৃত।

সাধুসঙ্গ, ধর্ম্মগ্রন্থ, সাধনপ্রণালী
মিলাইয়া দেন তিনি, নিজে হাতে ধরি ;
তাঁর ইচ্ছা, শক্তি, দিব্যজ্ঞানালোক বিনে
পারি না চলিতে এক পদ কোন দিকে।
হরি আমাদের মধ্যবর্ত্তী সব কাজে ;
গ্রন্থ অধ্যয়ন কিংবা সাধু গুরুসঙ্গ,
তিনি যা বলেন তাই সার জ্ঞান করি।
যা কিছু কহিনু আমি লও মিলাইয়ে
তাঁর সাথে, চাহ যদি নিরূপিতে সত্য ;
নতুবা পড়িবে ভ্রমে, হবে প্রতারিত।
লোকমুখাপেক্ষা করিবে না কোন মতে ;
সত্য বলি যাহা মুখে করিলে স্বীকার,
দেখ আগে বুঝে তাহা ব্রহ্মবাণী কি না,—
জিজ্ঞাসি তাঁহারে ; তা না হ'লে, অন্ধ জ্ঞানে
পাবে না আলোক, বল শক্তি, তেজঃপ্রভা ;
উৎসাহের অবসানে আঁধার দেখিবে।
বিধান ভারতে ভক্তভোজন উৎসব,
ভক্তিভাবে যেই জন মন দিয়া শুনে,
অনায়াসে হয় তার স্বর্গসুখভোগ,
ইহলোকে, ভগবত চরণ প্রসাদে।"

চিরঞ্জীবের সহিত পুরঞ্জনের ধর্ম্মালাপ।

প্রসন্ন হৃদয়ে বনবাসী মুনিগণ
দ্বিজবরে সাধুবাদ করিতে লাগিল ;
অনন্তর পুরঞ্জন, অল্পবুদ্ধি যুবা
বৃদ্ধের বচন অর্থ ধরিতে না পারি,
বলিল সহসা, "ওহে জ্ঞানী ! সুপ্রবীণ,
আমরা বিবেকী, নিরাকারী, তুমি জান ;
বর্ণিলে যে ভাবে তুমি হরিলীলা, তাঁর
স্বরূপ লক্ষণ, স্বর্গপুরী, এত নহে
যুক্তিসিদ্ধ ; নরধর্ম্ম করিলে আরোপ
ভগবানে ? সাজাইলে অনন্ত সচ্চিদে,
নররূপে ? কহ সখে ! হৃদয় খুলিয়া
অভিপ্রায় তব। আরো বলি, ব্রহ্মজ্ঞানী
হইল পাতকী কোন্ দোষে, কি কারণে ?"
প্রশান্ত প্রকৃতি দ্বিজ কহিলেক তারে,
প্রিয়ভাষে, "ওহে মিত্র ! হরিলীলাকাব্য,
ভক্তিরস, নহে বুদ্ধি জ্ঞানের গোচর ;

চলিবে যখন ভাবপথে, পাবে স্বাদ
তখন হৃদয়ে ; এবে নম্রভাবে ভজ,
কর পূজা হরিপদ, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ।
কোন ধর্ম্ম অবলম্বী নহে ঘৃণাস্পদ
এ জগতে ; জন্মদোষে নহে কেহ পাপী,
সকলেই ভগবতাত্মজ ; তবে ইহা
জানিও নিশ্চয়, ভাল মন্দ দুই আছে
সর্ব্বঘটে, তুমি আমি সবে অপরাধী।
কিন্তু অহংমদে, জ্ঞানে গর্ব্বিত যে জন,
নিজগুণে চাহে স্বর্গ আনিতে ভূতলে.
স্বার্থ লাগি বহু ভাণ করে, নাহি মানে
সাধু ভক্তে, হরিলীলা, বিশেষ বিধানে;
ধর্ম্মদ্রোহী তারা পাপপিশাচ আশ্রিত।
মন্দভাব যার মনে আসে যে পলকে,
তখনি সে ধর্ম্মশত্রু, নহে সদাকাল ;
এই দোষে অল্পাধিক দোষী মোরা সবে,
অধিকন্তু সেই নর, যে জন কপটী,
ছদ্মবেশী, পুণ্য বলি গরল উগারে।
নূতন বিধান নহে নিরাপদ, বহু
শত্রুদল, পাছে পাছে ঘুরিছে নিয়ত,—
কেহ বা প্রকাশ্যে কেহ মিত্রবেশধরি।
ধিক্! ধিক্! তাহাদের অধম জীবনে,

না জন্মিত যদি তারা, কিংবা গলে বাঁধি
ভারবহ শিলাখণ্ড ডুবিত অকূলে,
সিন্ধুজলে, সবাকার হইত মঙ্গল।
মঙ্গলবিধাতা হরি করুণা নিধান,
(ধন্য ! ধন্য ! তাঁর প্রেমলীলা,) কৃপা করি
অবতীর্ণ হইলেন তিনি বঙ্গদেশে,
বিতরিতে প্রেমভক্তি বিশেষ বিধান ;
এমন গুণের হরি প্রাণের সুহৃদে,
বাধা দেয় যেই, ঘোর পাষণ্ডী সে জন।
বিধানবিরোধী, অবিশ্বাসী, নাহি পাবে
সহজে নিষ্কৃতি ; তার পাপ, অপরাধ
গুরুতর, নাহি তাহে প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
ওহে যুবা ! কেন তুমি ভ্রমিছ আঁধারে
তর্কপথে ? জান না কি সে কথা তোমরা,
ঘটিয়াছে যাহা নব বিধান পুরাণে ?
হাতে হাতে প্রতিফল পাইল দুর্ম্মতি,
নিজ দোষে ; অন্ধ হয়ে ধর্ম্ম অভিমানে।
বলি তবে শুন, বিবরিয়া সে কাহিনী ;
হইল যেমতে ভক্তিবিধানের জয়,
দানব দলন, মিথ্যা অধর্ম্ম বিনাশ। ”

দেবাসুরের সংগ্রাম।
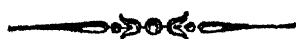
জয়পত্র বাঁধি শিরে, চলিলেন ধীরে ধীরে,
  বিশ্বজয়ী মহাবলী নূতন বিধান ;
করে শোভে শান্তি অসি, ললাটে তপন শশী,
  আগে পাছে শত শত বিজয় নিশান।
অঙ্গে নামাবলী বর্ম্ম, যেন মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম,
  বক্ষে হরিপদচিহ্ন পদক উজ্জ্বল ;
মাভৈর্মাভৈ রবে, জীবন সঞ্চারি শবে,
  প্রচণ্ড প্রতাপে সবে করিল বিহ্বল।
সঙ্গে শত সহচর, মহাবীর ধুরন্ধর,
  নিরখি তাদের দর্প কাঁপিল ধরণী ;
হরি নামে টল মল, করে সিন্ধু হিমাচল,
  উঠিল ভারতাকাশে জয় জয় ধ্বনি।
অনর্পিত অভিনব, প্রাণভেদী সত্য সব,
  দাবানল কণা যেন ছুটে চারি ভিতে ;
জ্বলন্ত প্রভাব তার, সহে হেন সাধ্য কার,
  পরশে আকুল প্রাণ শেল হানে চিতে।

থাকে যারা অন্ধকারে, প্রবৃত্তির কারাগারে,
চাহিতে পারে না তারা সত্যালোক পানে;
চক্ষু যেন জ্বলে যায়, প্রাণ যেন বাহিরায়,
পরিশেষে অন্ধপ্রায় হয় অভিমানে।
শত সূর্য্য একবারে, সমুদিত চারি ধারে,
ভ্রমান্ধ নাস্তিক তাহা সহিবে কেমনে;
উঠিল ভীষণ রোল, কোলাহল গণ্ডগোল,
উথলিল ভবসিন্ধু ঘোর আন্দোলনে।
দেখি তেজোময় মূর্ত্তি, অলৌকিক প্রতিপত্তি,
শুনিয়া অভুতপূর্ব্ব নূতন সংবাদ;
পাপের সেবকদল, প্রকাশিয়া পশুবল,
ধাইয়া আসিল সবে করিতে বিবাদ।
দেবাসুরে মহারণ, তীব্র বাণ বরষণ,
প্রভূত সমরে ধরা হ'ল সশঙ্কিত;
ক্ষণপ্রভা সমগতি, নববিধি সেনাপতি,
মানব দানব যুদ্ধে নহে কভু ভীত।
অগণ্য অরাতি দল, রিপুময় ভূমণ্ডল,
তার মাঝে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল;—
"হরিভক্তি সর্ব্বোপরি, বল ভাই হরি হরি!
এই দেখ! হরিপ্রেমে জগত মাতিল।
ছাড় আত্মজ্ঞান-গর্ব্ব, বৃথা দর্প কর খর্ব্ব,
সকলের মূল হরি প্রভু দয়াময়;

অহংবুদ্ধি অভিমান, ত্যজি হও ভক্তিমান্,
বাজাও প্রেমের ডঙ্কা, বল ব্রহ্মজয় !
সাধুভক্তি বিনা ভাই, মানবের গতি নাই,
অতএব সাধুসঙ্গে সদা কাল হর ;
যদি চাও সদ্যোমুক্তি, পরিহর তর্ক যুক্তি,
মহাজন পদাশ্রয় দৃঢ় করি ধর।
হরির বিহার স্থান, দেহ আত্মা মন প্রাণ,
প্রতি ঘটে তাঁর লীলা নেহার নয়নে ;
তিনি সত্য জ্ঞান ধর্ম্ম, তন্ত্র মন্ত্র সাধুকর্ম্ম,
তাঁহারি মহিমা গাও আনন্দ বদনে।
হরিবাক্য ধর্ম্ম নীতি, সার পথ ভক্তি প্রীতি,
ফলাফলচিন্তা, যুক্তি বিচার অসার ;
ধর যোগ ভক্তিপথ, ইন্দ্রিয় সংযম ব্রত,
পাবে চিদানন্দ হরি অনন্ত অপার।
পরিবার তপোবন, ভগবত নিকেতন,
পরম সাধন গৃহধর্ম্ম অনুষ্ঠান ;
মহম্মদ ঈশা মুশা, ঋষিকুল মহাযশা,
নানক চৈতন্য এঁরা ভকত প্রধান।
কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি যোগ, এক সঙ্গে কর যোগ,
সংসারে বৈরাগী প্রেমী হও দেববলে ;
পড়িয়া বিষয় হ্রদে, অন্ধ হয়ে মোহ মদে,
অধর্ম্মে দিও না স্থান কভু ধর্ম্ম বলে।

হরি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, পূর্ণ ব্রহ্ম পরিত্রাতা,
মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি নহে ধর্ম্মগুরু ;
আদি শক্তি ভগবান্, সব কাজে বর্ত্তমান,
তিনিই পরম গতি বাঞ্ছাকল্পতরু।
দৈবশক্তি ব্রহ্মবাণী, হরিভক্তি সার জানি,
কর আত্মবলিদান, সমাধি সাধন ;
মিশে যাও দেবঅঙ্গে, ভক্তপরিবার সঙ্গে,
ধরাতলে স্বর্গধাম করহ স্থাপন।
আমার বচন হিত, হরিমুখবিগলিত,
অনন্ত কালের সত্য, অখণ্ড অটল ;
হিমালয় যদি নড়ে, চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়ে,
চূর্ণ হয়ে যায় যদি জগন্মণ্ডল ;
শুকায় জলধি জল, বিশ্ব যায় রসাতল,
তথাপি আমার কথা হবে না খণ্ডন ;
আছে হেন সাধ্য কার, খসায় কণিকা তার,
জীবন্ত ঈশ্বরবাণী অক্ষয় রতন !
প্রমাণ যদ্যপি চাও, তাঁহার সমীপে যাও,
বিষাক্ত বিচারদন্তে করো না দংশন ;
বাঞ্ছা যদি থাকে মনে, লভিতে পরম ধনে,
শিরোধার্য্য কর তবে বিধানবচন।
সুদিন অমৃত বেলা, পেয়ে যদি কর হেলা,
পরিণামে পরিতাপে কাঁদিতে হইবে ;

দৈবকার্য্য অব্যাহত, রোধিতে নারিবে পথ,
বিধির বিধানস্রোত অবাধে চলিবে।
এমন সুযোগে হায়! থাক যদি অন্ধপ্রায়,
ধিক্! ধিক্! তোমাদের জীবন ধারণ;
দেখিবে দয়াল হরি, দীন দুঃখীজনে ধরি,
করিবেন যথাকালে স্বকার্য্য সাধন।
বড় হতভাগ্য তারা, বিধান বিরোধী যারা,
বিশেষ করুণা, যুগধর্ম্ম নাহি মানে;
হায়! হায়! দুষ্টমতি, তোদের কি হবে গতি,
নিজকর্ম্মদোষে তোরা মরিলি পরাণে।
কারে বলে হয়ে বলী, সমরে প্রবৃত্ত হলি,
রে অন্ধ! পাতকী দুরাচারী অবিশ্বাসী;
দেবতার সঙ্গে বাদ, বিধানের প্রতিবাদ,
শিষ্য হয়ে গুরুপদ লাভে অভিলাষী?
জান না কি নরাধম, ভগবান্ অরিন্দম,
তাঁহার আদেশ চাও লঙ্ঘন করিতে?
তীক্ষ্ণধার খড়্গোপরি, চরণ আঘাত করি,
রে মূঢ়! কুটিল বুদ্ধি, চাও কি মরিতে?
সাবধান! সাবধান! এখনি হারাবি প্রাণ,
এই দেখ্! ব্রহ্ম অস্ত্র ভীম বজ্রদণ্ড;
বাহুবল ষড়যন্ত্র, কুবুদ্ধির তন্ত্র মন্ত্র,
পলকে হইবে চূর্ণীকৃত খণ্ড খণ্ড।

ভীরু কাপুরুষ নর, কুবুদ্ধির অনুচর,
কোন্ গুণে জয়ী তোরা হইবি সমরে ?
নীচ সুখ অভিলাষী, ভগ্নআশ, অবিশ্বাসী,
ইন্দ্রিয়বিলাসদাস, যুঝিবি কি জোরে ?
ধন জন বুদ্ধিবলে, ধর্ম্মযুদ্ধ নাহি চলে,
তপস্যা বৈরাগ্য ভক্তিবল প্রয়োজন ;
নূতন বিধান আমি, বিধাতার অনুগামী,
পারিবি না তোরা মোর বধিতে জীবন ।
হায় ! কৃতবিদ্য দল, উন্নত শিক্ষার ফল,
কি হইল তোমাদের বল পরিণাম ;—
দর্শন বিজ্ঞান পড়ি, অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি ধরি,
পাইয়া উপাধি খ্যাতি সম্পদ সুনাম ।
ছাড়িলেত কুলধর্ম্ম, পৌরাণিক নিত্যকর্ম্ম,
থাকিল কি অবশিষ্ট সঞ্চিত সম্বল ?
কেবল কি অস্থি মাংস, জীবনের উত্তমাংশ,
চরম সিদ্ধান্ত, যুক্তি বিচারের ফল ?
না হিঁদু না মুসল্‌মান, সত্য মিথ্যা সমজ্ঞান,
নাস্তিকের মত যেন আচার ব্যাভার ;
সুবিধারপরতন্ত্র, আশু সুখ গুরুমন্ত্র,
মুখে মিল্ কমটির নাম মাত্র সার !
সভ্যদলে ম্লেচ্ছ রীতি, পরিবারে হিন্দু নীতি,
এই কি মহত্ত্ব, বীরধর্ম্মের লক্ষণ ?

এত যদি বুদ্ধি ধর, তবে কেন ভয়ে মর,
কেন কর কল্পনার চরণ বন্দন ?
হে কপটী ভীরু জ্ঞানী, কাপুরুষ অভিমানী,
ভ্রমেও কি চাহিবে না নিজ মুখ পানে ;
করিবারে উপার্জ্জন, উচ্চ পদ জ্ঞান ধন,
প্রমত্ত তোমরা সদা তাহা কে না জানে ?
বসিবে উন্নতাসনে, এই বাঞ্ছা মনে মনে,
কিন্তু নাই পরহিতে মঙ্গল কামনা ;
হে কুলীন আত্মম্ভরি, কাঙ্গালে বঞ্চিত করি,
আপনি হইবে সুখী এই কি ভাব না ?
সমাজের চূড়ামণি, তোমরা পণ্ডিত ধনী,
কিন্তু মূর্খ, জ্ঞানে অন্ধ. সম্বলবিহীন ;
নিজে হয়ে পথভ্রান্ত, দেখাইলে কুদৃষ্টান্ত,
করিলে অপরে মহাপাপের অধীন।
ধরিয়া বিজ্ঞান পথ, বিচারিলে নানা মত,
হতবুদ্ধি হয়ে শেষে আসিলে ফিরিয়া ;
সহজজ্ঞানের ধর্ম্ম, মানবস্বভাব মর্ম্ম,
না বুঝে সংশয়ী হ'লে আঁধার দেখিয়া।
অস্থির পঞ্চমে পড়ি, সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি,
মজিয়া বিষয়ে শেষে ডুবিলে সংসারে ;
তোমরা অসার অতি, ধিক্ ! তোমাদের প্রতি,
হারাইলে পরকাল ঘোর পাপাচারে।

বুদ্ধি তোমাদের স্থূল, মূলেতে সকল ভুল,
কেন তবে কর আর মিছে অহঙ্কার ;
হৃদয় কঠিন অতি, নাহি তাহে ভাবগতি,
কেমনে বুঝিবে তবে তত্ত্বজ্ঞান সার ?
ধর্ম্মশূন্য পরিবারে, রিপুময় কারাগারে,
থাকিবে কেমন করে ভেবেছ কি মনে ?
যাবে সব রসাতল, হাতে হাতে প্যাবে ফল,
ডুবিবে নরকে স্বেচ্ছাচারে সর্ব্বজনে।
দেখ দেখি ভেবে তবে, নর নারী যদি সবে,
এই ভাবে পশুপ্রায় যা ইচ্ছা তা করে ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদাভেদ, একবারে হয়োচ্ছেদ,
মানবসমাজ কি ভীষণ মূর্ত্তি ধরে !
হায় ! হায় ! কি দুর্ম্মতি, কি লাঞ্ছনা অধোগতি,
মান না তোমরা পূজা ভজন সাধন;
চিৎশক্তি ভগবান্, দেহ মনে বর্ত্তমান,
দেখ না তাঁহার প্রভা জ্বলন্ত পাবন।
প্রার্থনা কেবল ভ্রম, ধ্যান যোগ পণ্ডশ্রম,
হরিভক্তি, সাধুসেবা সকলি বিফল ;
এই বলি আপনারে, স্ফীত কর অহঙ্কারে,
কিন্তু মান দিন ক্ষণ, কর কোষ্ঠী ফল।
অতি বুদ্ধি অবিশ্বাসে, অন্ধ হয়ে স্বার্থ আশে,
ভূত প্রেত গ্রহগণে করিলে অর্চ্চনা ;

বজায় রাখিতে মান, ঘটাও তাহাতে ম্লান,
বল ইহা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গণনা।
হ'তে চাও নীতিবাদী, লোকপ্রিয় অবিবাদী,
পরিহরি ধর্ম্মাবহ মঙ্গল ঈশ্বরে ;
শূন্যের উপরে ঘর, অট্টালিকা মনোহর
করিবে রচনা এই বাসনা অন্তরে।
নীতির স্বর্গীয় বল, নহে বিচারের ফল,
অঙ্ক কষে পারিবে না চালা'তে সংসার ;
অমৃত বলিয়া সুখে, চুম্বিছ ফণির মুখে,
দেখো সে করিবে শেষে গরল উগার।
হয়ে জ্ঞানী বুদ্ধিমান, সুচতুর সুবিদ্বান্,
ঘুচিল না তোমাদের আত্মার দুর্গতি ;
তাই মনোদুখে মরি, পরিতাপে খেদ করি,
বলি দুট কথা যদি হয় ধর্ম্মে মতি।
থাকে যদি হরিভক্তি, সুমার্জ্জিত বুদ্ধিশক্তি,
একাধারে পরস্পরে হইয়া মিলিত ;
তা হইলে কি সুন্দর, হয় বঙ্গবাসী নর,
বিদ্যাবিশারদ যারা পণ্ডিত শিক্ষিত।
শুন প্রিয় বন্ধুগণ, মোর এক নিবেদন,
হও শুদ্ধাচারী, লহ বিভুপদাশ্রয় ;
কেন আহা! বার বার, বিড়ম্বিত হবে আর,
থাকি ভববনবাসে একা নিরাশ্রয়।

শুনেছি মায়ের মুখে, তিনি তোমাদের দুখে,
দুঃখিনী হইয়া ভালবাসেন অন্তরে ;
তাই বলি করে ধরি, প্রেমে তিরস্কার করি,
আয় ভাই ! জননীর কাছে ত্বরা করে।
হায় ! অধ্যাপকগণ, ন্যায় স্মৃতিপরায়ণ,
যাজক ব্রাহ্মণ গুরু গোসাঁই সকল ;
উদর পূর্ত্তির লাগি, হইয়া অধর্ম্মভাগী,
নাশিলে তোমরা শান্তি কল্যাণ কুশল।
আর্য্যধর্ম্ম যোগধ্যান, রিপুজয় ব্রহ্মজ্ঞান,
করিলে বিলোপ হয়ে লোভে বিমোহিত,
জীবিকানির্ব্বাহ হেতু, ভাঙ্গিলে পুণ্যের সেতু,
সাধিয়া অহিত নাম ধর পুরোহিত।
হায়! ভ্রান্ত যজমান, আর্য্যকুল ভক্তিমান্,
পিতৃকুলে কালী দিয়ে কলঙ্কে মজিলে;
পৈতৃক বিভব কত, থাকিতে দীনের মত,
অসাত্ত্বিক হীন বেশ ধারণ করিলে !
এই লও যোগধর্ম্ম, শম দম, সাধুকর্ম্ম,
করহ সাধন নিত্য সজন বিজনে ;
চিন্ত আত্মতত্ত্ব জ্ঞান, কর যোগ ধর ধ্যান,
দেখ চিদানন্দ ব্রহ্ম বিশ্বাস কিরণে।
হায়! খিষ্টধর্ম্মী দল, হারাইয়া ধর্ম্মবল,
তোমরাও কালবশে হইলে মলিন !

পাইয়া সোণার ঈশা, ঘুচিল না মোহনিশা,
কেন তোমাদের এত হৃদয় কঠিন ?
পড়ি ঘোর অন্ধকারে, চিনিতে নারিলে তাঁরে,
ঈশ্বর বলিয়া গেলে বাড়াইতে মান ;
কাজে হ'ল বিপরীত, বুঝিলে না আত্মহিত,
নারিলে হইতে তাঁর সঙ্গে একপ্রাণ।
জগদ্বাসী নরনারী, শুন সর্ব্বধর্ম্মাচারী,
অভ্রান্ত আমার বাক্য করহ গ্রহণ ;
হরিপাদপদ্ম ধরি, সরল প্রার্থনা করি,
বুঝে দেখ হবে সব সংশয় ভঞ্জন।
দয়াময় দয়া করে, পাঠালেন হেথা মোরে,
সাধিতে মঙ্গল, জীবে দিতে পরিত্রাণ ;
রাখ মোর কথা রাখ, ধর্ম্মপথে সুখে থাক,
আমার আদেশবাক্য কর প্রণিধান।
পুরাতন ব্রাহ্মগণ, হও ভক্তিপরায়ণ,
শুষ্ক জ্ঞানে মুক্তিলাভ হবে না নিশ্চয় ;
মম প্রিয় সহচর, হও সবে অগ্রসর,
ভক্তিভাবে ধর হরিচরণ অভয়।
বল বিধানের জয়, হউক। অধর্ম্ম ক্ষয়,
জয় রবে দেশে দেশে গাও হরি নাম ;
বাজাও বিজয়নাদে, রণভেরী মনসাধে,
আর্য্যগণে সঙ্গে লয়ে চল মোক্ষধাম।"

বাহু বক্ষ প্রসারিয়া, দশ দিক্ কাঁপাইয়া,
কহিলা এতেক যদি বীরচূড়ামণি ;
ভীম নাদে ঘন ঘন, ছুটিল সে প্রবচন,
পশিল হৃদয়ে যেন কামানের ধ্বনি।
শুনিয়া এ সব কথা, পাইয়া মরমে ব্যথা,
জাগিল দানবকুল কাল সয়তান ;—
সংশয়ী কপটধর্ম্মী, জড়বাদী, বৌদ্ধ, কর্ম্মী,
ফলকামী, অবিশ্বাসী নাস্তিক সমান।
ভীষণ বিকটাকার, কলিযুগ অবতার,
কৃষ্ণকায় দৈত্যকুল তপোবিঘ্নকারী ;
করে লয়ে খরশাণ, বিষময় তীক্ষ্ণবাণ,
আগুলিয়া পথ দাঁড়াইল সারি সারি।
ক্রোধ যেন মূর্ত্তিমান্, ওষ্ঠাধর কম্পমান,
লোহিতলোচন কালসর্প বংশগণ ;
অসূয়া বিদ্বেস ভরে, দন্ত ঘরষণ করে,
মালসাট মারে ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন।
মহাদর্পে হানে শর, গালি পাড়ে নিরন্তর,
হুঙ্কার চীৎকার রবে পূরিল গগন।
কেহ বক্ষ বিস্তারিয়া, জ্ঞানগদা ঘুরাইয়া,
বলে 'সাধুভক্তি কর অচিরে নিধন।
একে মোরা পরাধীন, বলবীর্য্য ধনহীন,
বিদেশী শাসনভারে ওষ্ঠাগত প্রাণ

বদ্ধ উচ্চপদ দ্বার, কার্য্যালয়ে তিরস্কার,
প্রভুত্বের কশাঘাতে ভ্রষ্ট কুলমান ।
আবার কি ধর্ম্মপথে, চলিব অন্যের মতে,
বেচিব কি স্বাধীনতা নর পদতলে ?
বিবেক বিজ্ঞান ধন, দেহ বুদ্ধি প্রাণ মন,
পরের কথায় কি ফেলিয়া দিব জলে ?
তা হবে না তা হবে না, বড় বলে মানিব না,
কেহ বড় নয় সব সমান সমান ;
বুদ্ধি চিন্তা বাহুবলে, অর্থ বিদ্যা ছলে কলে,
আমরাও হ'তে পারি পুরুষপ্রধান ।
হয়ে কি জীয়ন্তে মরা, চাটুকার ধামাধরা,
উপাধি সম্ভ্রম আত্মাদর বিনাশিব ?
ঊনবিংশ শতাব্দীর, সভ্যতার শ্রীমন্দির,
সমতাভূষণে মনসাধে সাজাইব ।
দর্শন বিজ্ঞানরাজ্যে, রণবিদ্যা রাজকার্য্যে,
কবিত্ব বাণিজ্য শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতে ;
অসামান্য বিচক্ষণ, আছে বটে বহু জন,
বিশেষ ক্ষমতাশালী এই পৃথিবীতে ।
প্রতিভাসম্পন্ন জানি, তাদের অবশ্য মানি,
কিন্তু ধর্ম্মরাজ্য নহে সেরূপ কখন ;
নূতন তাহাতে আর, আছে কি পদার্থ সার,
সকলিত পুরাতন চর্ব্বিত চর্ব্বণ !'

কেহ আস্ফালন করি, ক্রোধে দৃঢ়মুষ্টি ধরি,
বলে, ' তোর হরি কোথা, কে মানে তাহারে ?
ভকতি বিনয়ে হয়, মানব মহত্ত্ব লয়,
হরিভক্তি অজ্ঞজনে ঘুরায় আঁধারে।
আমরা সমানতন্ত্র, নাহি মানি গুরুমন্ত্র,
নিজেই নিজের পথ করি প্রদর্শন ;
বুদ্ধির সমষ্টি ধরি, হাত তোলা তুলি করি,
করিব নিশ্চিত ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপণ।
অর্থ আর বুদ্ধি বল, মাথাঘন পুষ্টদল,
ইহাই সাধন শাস্ত্র বিধি ধর্ম্মকর্ম্ম ;
ভক্তিপথ অন্ধকার, নাহি তাহে সুবিচার,
হরিভক্তে নাহি জানে তত্ত্বজ্ঞান মর্ম্ম।
যে বলে ' দেখেছি আমি, ঈশ্বর হৃদয়স্বামী,
শুনেছি তাঁহার বাক্য রসের মাধুরী ;'
দিই না তাহাতে সায়, বিশ্বাস করি না তায়,
বঞ্চক সে সব তার বচন চাতুরী।
মোরাও ত চিন্তাশীল, পড়িয়াছি কম্‌টিমিল্,
শ্রবণ দর্শন কৈ, কিছুত জানি না !
এ সব কল্পনা স্বপ্ন, মানসবিকারোৎপন্ন,
অর্থশূন্য মিথ্যা কথা আমরা মানি না।
অতএব সাজ সবে, বাজাও গভীর রবে,
রণবাদ্য, ধর অস্ত্র, উড়াও নিশান ;

স্বগুণে নির্ভর কর, পর বুদ্ধিবর্ম্ম পর,
সদলে সংহার আজ নূতন বিধান।'
খুঁজিয়া না পায় যুক্তি, করে মুখে কটু উক্তি,
বলে 'তুই প্রবঞ্চক ছদ্মবেশধারী;
আমরা দানবকুল, ভোগ বিলাসের মূল,
যুগে যুগে ঋষিদের ধ্যানভঙ্গকারী।
গুরুগিরি জারিজুরি, দৈববাণী জুয়াচুরি,
খাটিবে না হেথা, মোরা শিক্ষিত বিদ্বান্;
অজ্ঞজনে ভোগা দিয়া, বাগ্‌জাল বিছাইয়া,
ফাঁকিতে পেয়েছ তুমি যশঃখ্যাতি মান।
বাহিরে বৈরাগ্য ভক্তি, ভিতরে সংসারাসক্তি,
স্বার্থসিদ্ধি লাগি কর আদেশের ভাণ;
পরসেবা হিতৈষণা, সব মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
চক্ষু বুঁজে ভাব কিসে হবে ধনবান্।
এইবার দেখাইব, তত্ত্বজ্ঞান শিখাইব,
দেশে দেশে গুপ্ত কথা করিব ঘোষণা;
মুখে দিব চুণ কালী, মাথায় কলঙ্ক ডালি,
ছলে বলে যাতে পারি পূরাব কামনা।
বাজাইয়া জয় ডঙ্কা, পোড়াইব স্বর্ণলঙ্কা,
নাশিব সকল শঙ্কা গুরু অত্যাচার;
আমরা করিব রাজ্য, দিব শিক্ষা, হব আর্য্য,
লইব আপন হাতে সব কার্য্যভার।'

অর্থলোভী পুরোহিত, না দেখে জীবের হিত,
পাছে জীবিকার হানি হয়, ভয় মনে ;
দেয় কত অভিশাপ, করে বহু পরিতাপ,
যোগায় কুবুদ্ধি অনুচর শিষ্যগণে।
অভিমানে অঙ্গ দহে, কতই প্রলাপ কহে,
রোষকষায়িত চক্ষে চাহে উগ্রভাবে ;
অন্ধ হয়ে অহঙ্কারে, কটু বাক্যে তিরস্কারে,
বলে, 'শীঘ্র এই পাপে অধঃপাতে যাবে !
আমার প্রভুর সঙ্গে, নাচাইল রঙ্গে ভঙ্গে,
নীচ জাতি সাধু ভক্ত মানব সন্তানে !
গেল জাতি কুল মান, সব ধর্ম্ম এক জ্ঞান,
হায় ! একাকার হ'ল যবন খ্রিষ্টানে।'
কিছুই মানে না যারা, গণ্ডগোলে মিশে তারা,
বলে, 'সত্য অপলাপ হইল এবার ;
একি ঘোর বিড়ম্বনা, ঈশ্বর অবমাননা,
তাঁহার আদেশে করে আহার বিহার !
এত দিন আছি ভবে, নিরাপদে মোরা সবে,
শুনিনি কখন হেন অশুভ বচন ;
করিব একাকী রাজ্য, মুক্তভাবে গৃহকার্য্য,
সেখানে আবার ধর্ম্ম বিবেক পীড়ন !
হায় ! হায় ! কি বিপদ, কোথা ছিল এ আপদ,
কেন এরা সব কাজে ধর্ম্ম টেনে আনে ;

'পান কর মত্ত হও' স্বেচ্ছাচার মন্ত্র লও,
সংসারে বৈরাগী হয়ে মরিব কি প্রাণে' ?
অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞেয়বাদী, ভক্তিপথপ্রতিবাদী,
কহিছে সরোষে শিরঃ সঞ্চালন করি ;
'ইহা অতি অসঙ্গত, নহে বুদ্ধি অনুমত,
যেখানে সেখানে সঙ্গে থাকেন কি হরি !
সর্ব্বব্যাপী তিনি বটে, কিন্তু সদা সর্ব্ব ঘটে,
কাছে কাছে দিবা নিশি থাকিলে কি চলে ;
স্বর্গের দেবতা যিনি, গৃহে, কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি,
অসম্ভব কথা, অন্ধ ভাবুকেরা বলে !
জগদীশ দয়াময়, সত্য বটে, মিথ্যা নয়,
কিন্তু তিনি প্রতিজনে বাসেন কি ভাল ?
যোগান কি অন্ন জল, বুদ্ধিশক্তি স্বাস্থ্য বল,
দেহে দেহে মনে প্রাণে নিত্য চিরকাল ?
সামান্য নরের তরে, স্বর্গধাম ত্যাজ্য করে,
করেন কি তিনি ঘরে ঘরে বিচরণ !
হেন দেবনিন্দা আর, অমঙ্গল সমাচার,
শুনিতে পারি না ক্রোধে জ্বলে দেহ মন !
ধর শিঘ্র বজ্রদণ্ড, কর শক্র খণ্ড খণ্ড,
দূর করে একেবারে দাও গঙ্গাপারে ;
নূতন বিধানী দল, দিলে সব রসাতল,
স্বর্গের ঈশ্বরে হায় ! আনিলে সংসারে !'

সংশয়ী ধার্ম্মিক যত, করিয়া ভ্রূভঙ্গী কত,
উপহাসচ্ছলে বিষ বাক্যবাণ হানে ;
রচে মিথ্যা অপবাদ, করে নিন্দা পরিবাদ,
আপনি আপন বিষে মরে শেষে প্রাণে।
কেহ বা বিজ্ঞের মত, বাখানিয়া নীতিপথ,
প্রকাশে অবিদ্যা বিদ্যা জ্ঞানের গরিমা ;
বলে 'কেন বার বার, বৃথা নাম লও তাঁর,
মানববুদ্ধিতে দেখ ঈশ্বর মহিমা।
বিরক্ত করো না তাঁরে, কারে ডাক অন্ধকারে ?
তিনি কি তোমার লাগি আছেন বসিয়া ?
দিয়াছেন বুদ্ধিবল, জীবনপথ সম্বল,
অখণ্ড নিয়মাবলী স্বভাবে খোদিয়া।
যথাযথ ব্যবহার, কর, পাবে পুরস্কার,
প্রার্থনা সাধনা মিথ্যা কল্পনা বিকার ;
বিশেষ বিধান ভক্তি, মূর্খের প্রলাপ উক্তি,
কে দেখেছে কবে হরি-লীলার বিহার ?
ভীরু বর্ব্বরের মত, কেন কাঁদ অবিরত,
অরণ্যে রোদনে বল হইবে কি ফল ?
হা ! হতোস্মি ! করে তাঁয়, ডাকিলে কি পাবে সায় ;
ভোলেন কি তিনি কভু দেখে অশ্রুজল ?
বিনাইয়া সাধুভাষে, ডাক ভূমা স্বপ্রকাশে,
গ্রাম্য ভাষা তাঁর কাছে বলা মহাপাপ ;

দেখিলে অসভ্য রীতি, চটে যায় তাঁর প্রীতি,
আশীর্ব্বাদ স্থানে আসে ঘোর অভিশাপ।
আদেশ, বিধান পথ, বিশেষ দয়ার মত,
বিজ্ঞান অনুমোদিত নহে কদাচন;
বিশেষ বলিয়া ভাই, ভূমণ্ডলে কিছু নাই,
ঐশিক নিয়ম সব জেনো সাধারণ।
নিয়মে সকল হয়, বিজ্ঞান বুদ্ধির জয়,
স্বভাবে অভাব যাহা কর দরশন;
চিন্তা চেষ্টা পরিশ্রমে, পরিপূর্ণ কর ক্রমে,
আত্মবলে পাপ দুঃখ হবে বিমোচন।
সাধারণ পরব্রহ্ম, সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্ম,
সাধারণ জল বায়ু অগ্নির সমান;
সাধারণ মন্ত্রীসভা, তর্ক যুক্তি আত্মপ্রভা,
চরম আদর্শ মূল সত্যের নিদান।
সৃষ্টির কারণ যিনি, এবে অতি বৃদ্ধ তিনি,
করেছেন রাজ্য সেই মান্ধাতা-আমলে;
আজ কাল এ সময়, আর তাঁর কর্ম্ম নয়,
দশে মিলে কর কাজ বাহু বুদ্ধি বলে।
স্বরূপ লক্ষণ তাঁর, রীতি নীতি ব্যবহার,
অধিক সভ্যের মতে কর নির্দ্ধারণ;
যত থাকে যত যায়, তাহে কিবা আসে যায়,
অবশিষ্ট রহিবে যা হবে সাধারণ।

নতুবা কেমনে আর, হবে সত্য আবিষ্কার,
ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্য মিথ্যা ভেদ জানা যাবে ;
হস্ত উত্তোলন প্রথা, বিজ্ঞানের শেষ কথা,
কিংবা যাতে বেশী সুখ বহুজনে পাবে।
ভাল মন্দ পুণ্যকার্য্য, কিরূপে হইবে ধার্য্য,
অভ্রান্ত আদর্শ ফলাফলচিন্তা বিনা ;
থাকিতে এমন পথ, সহজ সুলভ মত,
বিধিবাদী কেন করে আদেশ কল্পনা ?
এই সাধারণ রীতি, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের নীতি,
বিধিবাদী সত্যঘাতী বঞ্চক নিশ্চয় ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম ছলে বলে, সংহার বিধানী দলে,
পাঠাও সত্বরে সবে শমন নিলয়।'
এই বলি ক্রূরমতি, দানব অসুরপতি,
অগণ্য সেনানী সহ সাজিল সমরে ;
মহাকোপে থর থর, কাঁপে কৃষ্ণ কলেবর,
দন্তাঘাতে রক্তধারা বহে ওষ্ঠাধরে।
করে মহা আস্ফালন, গ্রীবা শিরঃ সঞ্চালন,
লম্ফ ঝম্প ঘোর দম্ভ বীরমদে মাতি ;
বাণে বাণে অন্ধকার, আবরিল চারিধার,
গ্রাসিল বিধানে যথা মেঘে চন্দ্রভাতি।
হইল পাপের জয়, নরক আনন্দময়,
পিশাচ দানবী দল নাচিতে লাগিল ;

কেহ গায় কেহ হাসে, ভাবী রাজ্যভোগ আশে,
কেহ বা অবিদ্যামদে আমোদে মাতিল।
নিষ্কণ্টকে রাজ্যপদে, বসি সবে নিরাপদে,
ভূলোকে দ্যুলোকে প্রভা করিল বিস্তার ;
নীচাশয় হীনমতি, ছিল না যাদের গতি,
তারাও পাইল এবে উচ্চ অধিকার।
প্রবেশিয়া স্বর্গপুর, যতেক দানবাসুর,
নরকের সাজে বিরচিল দিব্যধাম ;
পাপ-সুরাপান করি, সুখে দিবা বিভাবরী,
অবিদ্যাচরণে প্রাপ্ত হ'ল পরিণাম।
অধর্ম্মের শেষ গতি, শুন ওহে মহামতি,
শ্রবণে উপজে রতি, ভক্তি হরিপদে ;
অনন্তর দৈত্যকুল, হারাইল দুই কূল,
বিবেক চৈতন্য জ্ঞান অভিমান মদে।
বিলাস পর্য্যঙ্কোপরি, অবিদ্যা আশ্রয় করি,
একে একে মৃতপ্রায় ঘুমায়ে পড়িল ;
সয়তানি কুমন্ত্রণা, দুষ্টবুদ্ধি কুকল্পনা,
দেবতার শুভ ইচ্ছা রোধিতে নারিল।
দেখি সবে নিদ্রাগত, স্বর্গের প্রহরী যত,
কেশে ধরি তা সবারে নরকে ফেলিল ;
হেঁটমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে, পড়িয়া গভীর হ্রদে,
আচম্বিতে ভূতগণ জাগিয়া উঠিল !

নিরখি নরকানল, চারিদিকে সমুজ্জ্বল,
ভয়ঙ্কর বিষধর গর্জ্জে ঘনে ঘন ;
দুরিত দুর্গন্ধ তায়, প্রাণ যেন ফেটে যায়,
ত্রাহি ! ত্রাহি ! ডাকে পাপী ভয়ে অচেতন
জ্বলন্ত অগ্নির তাপে, দগ্ধ হয়ে ব্রহ্মশাপে,
গভীর কলঙ্ককূপে ডুবিল সকলে ;
ধরিল কদর্য্য বেশ, দুর্গতির হ'ল শেষ,
পুড়িতে লাগিল ঘোর দুঃখের অনলে।
সহজে কুটিল মতি, তাহে পাপ অধোগতি,
ত্রিতাপদহনে প্রাণ হইল বিকল।
সুখ শান্তি ফুরাইল, কণ্ঠতালু শুকাইল,
রহিল বিদ্বেষবুদ্ধি সম্বল কেবল।
তথাপি স্বাধীন জ্ঞানী, হেন মনে অনুমানি,
স হসে নির্ভর করি কহে পরস্পারে ;
'আমরা বীরের বংশ, দৈত্যকুল অবতংস,
রহিব কি মৃতপ্রায় দেবতার ডরে ?
নরকে আপন বশে, আমোদ বিলাসরসে,
থাকিব স্বাধীনভাবে রাজার মতন ;
রূপে গুণে ধনে মানে, বল বীর্য্য ধর্ম্মজ্ঞানে,
সকল বিষয়ে মোরা মহৎ সুজন।
তবে কেন ভয়ে মরি, দেবতা সাধুকে ডরি,
চল ! উঠ ! নিজ শক্তি বলে জয় কর ;

দশ জনে মুক্তবেশে, যথন থাকি যে দেশে,
সেইত আরাম স্থান সুখসরোবর!
বরং অধর্ম্মালয়ে, থাকিব দুয়ারী হয়ে,
তথাপি রব না হরিভক্তির শিবিরে;
স্বর্গের দাসত্বে ভাই, কিছুই আমোদ নাই,
নরকে প্রভুত্ব ভোগ কর সশরীরে।
উচ্চপদ রাজ্যপাট, কর অংশ গুলি বাঁট,
উপাধি সম্মান দাও পায়নি যেজন;
উচ্চ নীচ ছোট বড়, সব সমভূমি কর,
আপন আদর্শে গড় আপন জীবন।
নিরঙ্কুশে আত্মবশে, করি রাজ্য মিলে দশে,
নাহিক হেতায় কোন ভয়ের সঞ্চার;
রচিয়া বিচিত্র হর্ম্ম্য, অট্টালিকা মনোরম্য,
এস সবে করি তাহে আনন্দে বিহার।'
এইরূপে বিনিময়, করিয়া অধর্ম্মচয়,
এক অন্যে পাপহ্রদে চাপিয়া ধরিল;
বিদারি জলদরাশি, কমল বদনে হাসি,
নূতন বিধানচন্দ্র উদিত হইল!
বিধানভারত নব, হরিলীলাসুধার্ণব,
যুগধর্ম্ম মহাকাব্য রসের লহরী;
তাহে দেবাসুর রণ, দানবের নির্ব্বাসন,
যে শুনে সে পায় ভবে হরিপদতরী।

জয়গীত।

(১)

করিলেন হরি, দর্পহারী ভগবান্,
পাষণ্ড দলন, ন্যায়দণ্ড দান করি ;
দেবাসুর যুদ্ধানল হইল নির্ব্বাণ,
উদিল বিধানচন্দ্র নব বেশ ধরি।
জয় বিধানের জয়, জয় হরি দয়াময়,
জয় জয় ভক্তবৃন্দ সাধু মহাজন ;
বিধাতার শুভ ইচ্ছা হউক পূরণ !

(২)

দেখিয়া ধর্ম্মের জয়, অসুর পতন,
স্বর্গের দেবতাগণ আনন্দে ভাসিল ;
পূরিল মঙ্গলরবে অমর ভবন,
হরিপ্রেম সুধারসে জগত মাতিল।
জয় হরি দয়াময়, নব বিধানের জয়,
বল আজ ঊর্দ্ধশিরে হিমাদ্রি অচল ;
গভীর নির্ঘোষে গাও অবনীমণ্ডল।

(৩)

ধন্য! ধন্য! জগদীশ অখিলের পতি,
বলিহারী পরাক্রম মহিমা তোমার ;
তব পদে বার বার করি স্তুতি নতি,
কতই দেখালে তুমি বিচিত্র ব্যাপার !
জয় বিধানের জয়, জয় হরি দয়াময়,
ভারত সাগর ঘোষো ঘন গরজনে ;
তুলিয়া তরঙ্গমালা সুনীল গগনে।

(৪)

মহাযোগসমন্বয় করিলে স্থাপন,
প্রতিষ্ঠিলে ঋষিধর্ম্ম মানসমন্দিরে ;—
দর্শন সমাধি যোগ নিগূঢ় সাধন,
যাহাতে জীবন্মুক্তি হয় সশরীরে।
জয় প্রভু দয়াময়, নব বিধানের জয়,
গাও ঘনাবলী আজ অসীম অম্বরে ;
বিদ্যুৎ অশনি সহ দিগ্ দিগন্তরে।

(৫)

বেদের সহিত পুরাণের পরিণয়,
বিজ্ঞানে বিশ্বাসে দোঁহে করে কোলাকোলি ;
বেদান্ত দর্শন হ'ল প্রেম রসময়,
ভক্তিদেবী দিব্যজ্ঞানে ডাকে ভাই বলি।
জয় বিধানের জয়, জয় ধর্ম্মসমন্বয়,
এই সুসংবাদ লয়ে যাও প্রভঞ্জন ;
দেশে দেশে ঘরে ঘরে কর বিতরণ।

(৬)

গৃহাশ্রমে যোগধর্ম্ম ইন্দ্রিয়বিরতি,
কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহ ভক্তির উচ্ছ্বাস ;
পরস্পর বিপরীত ভাবের সংহতি,
কলিকালে হ'ল সত্য যুগের প্রকাশ।
হরিনামে সব হয়, জয় বিধানের জয়,
অজা ব্যাঘ্র এক ঘাটে করে জল পান ;
অন্ধ দেখে, খঞ্জ হাঁটে, মৃতে পায় প্রাণ

(৭)

যোগের অটল শান্তি, প্রেমের মত্ততা,
একাধারে সমাবেশ কিবা চমৎকার !
মিতাচার ইষ্টনিষ্ঠা ভোগের সমতা,
স্বভাবের সামঞ্জস্য কেমন উদার !
জয় বিধানের জয়, জয় জগদীশ জয়,
তুমি সিদ্ধিদাতা শুভ সংঘটনকারী,
বিধানের প্রবর্ত্তক ভক্তবিঘ্নহারী।

(৮)

প্রত্যক্ষ আদেশ ধর্ম্ম নীতিশাস্ত্র সার,
অখণ্ড অভ্রান্ত, আছে হৃদয়ে অঙ্কিত ;
প্রতি কাজে হরিবাক্য ঝরে অনিবার,
মানবপ্রকৃতি সত্যরতনে খচিত।
গাও বিধানের জয়, ঘুচিল সকল ভয়,
অনন্ত আকাশে চন্দ্র তারকা নিকর ;
অগণ্য জগত সৌর তপন প্রখর।

(৯)

আপনি ঈশ্বর মধ্যবিন্দু প্রাণাধার,
মন্ত্রদাতা গুরু ভবপারের কাণ্ডারী ;
জীব ব্রহ্ম মাঝে কেহ নাহি অবতার,
চির দিন মোরা তাঁর দ্বারের ভিখারী।
জয় বিধানের জয়, জয় জয় দয়াময়,
তোমার প্রসাদে মুক্ত হইল বন্ধন ;
খুলিল স্বর্গের দ্বার শান্তিপ্রস্রবণ।

(১০)

ব্রহ্মকৃপাবলে সাধুসঙ্গ লাভ হয়,
সাধুসহবাস স্বর্গপ্রাপ্তির সোপান ;
তাঁদের স্বভাবে হব একবারে লয়,
মিশে যাব রক্ত মাংসে যেন এক প্রাণ।
জয় বিধানের জয়, জয় হরি রসময়,
এইত প্রকৃত সাধুভক্তির লক্ষণ ;
এমন সুন্দর কথা শুনিনি কখন।

(১১)

ধর্ম্মরাজ্যপতি অদ্বিতীয় ভগবান্,
তাঁর প্রতিনিধি সাধু ভকতসমাজ ;
এক এক জন এক ভাবের প্রধান,
হরিসঙ্গে নিত্য তাঁরা করেন বিরাজ।
জয়দেব দয়াময়, নব বিধানের জয়,
নবরসে সুরঞ্জিত নব ভাবময় ;—
বহুমূল্য অভিনব সত্য সমুদয়।

(১২)

আমাদের হরি নন্ উদাসী অসঙ্গ,
দিব্যধামে আছে তাঁর সোণার সংসার ;
করেন ঠাকুর তাহে লীলারসরঙ্গ,
যথা হরিভক্তি তথা ভক্তপরিবার।
জয় বিধানের জয়, হরিলীলারসময়,
যোগধামে ইহ পরকালের মিলন ;
যোগানন্দে মগ্ন যোগী করে নিরীক্ষণ।

(১৩)

পাপীর প্রার্থনা হরি করেন শ্রবণ,
ডাকিলে উত্তর দেন, কন কথা কত ;
তৃষিত হৃদয় নর পায় দরশন,
অনন্ত করুণা তাঁর ঝরে অবিরত।
জয় বিধানের জয়, জয় হরি দয়াময়,
আশায় পাষাণ গলে শুনিলে সংবাদ,
ভাঙ্গিল এবার চক্ষু কর্ণের বিবাদ।

(১৪)

কলহ বিদ্বেষ আর রবে না জগতে,
এক পরিবারে বদ্ধ হবে নরজাতি ;—
প্রেমের বন্ধনে হরিপদে এক মতে,
মাতাইবে হরিপ্রেমে আপনারা মাতি।
জয় হরি দয়াময়, নববিধানের জয়,
ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে নাহি ভেদজ্ঞান ;
সকল মনুষ্য তাঁর স্নেহের সন্তান।

(১৫)

প্রাচীন কালের গর্ভে ছিল যে সকল,
অমর পুরুষ সাধু ভক্ত মহাজন ;
এবে তাঁহাদের মুখ হইল উজ্জ্বল,
পাইলেন সবে যেন নূতন জীবন।
জয় হরি দয়াময়, জয় বিধানের জয়,
ভগবান্ ভকতের রাখিলেন মান,
কর সবে দেবলোকে তাঁর যশোগান।

(১৬)

অমর বেষ্টিত চিন্ময় দিব্যপুরী,
যথায় দেবতাবৃন্দ করেন বিহার ;
অতি অপরূপ যার রূপের মাধুরী,
সেই স্বর্গলোক, নিত্যশান্তির আধার।
জয় বিধানের জয়, জয় দেব দয়াময়,
যোগে হয় সুর নরলোক এক জ্ঞান ;
নাহি হেথা কভু দেশ কাল ব্যবধান।

(১৭)

তীর্থযাত্রা বনবাস নাহি প্রয়োজন,
উপধর্ম্ম মূর্ত্তিপূজা হ'ল তিরোহিত ;
পূজিবে সকলে নিরাকার নিরঞ্জন,
যাঁর রূপে যোগিজন হন বিমোহিত।
জয় ব্রহ্ম দয়াময়, নববিধানের জয়,
পাপ অন্ধকার ভ্রম দূরে পলাইল,
নিদ্রা ভাঙ্গি আর্য্যকুল জাগিয়া উঠিল।

(১৮)

হরির চরণামৃত পানে পাপ হরে,
অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা সম্বল ;
ভক্তির সাধনে অনায়াসে পাপী তরে,
ব্রহ্মকৃপাগুণে হয় সকল মঙ্গল।
জয় বিধানের জয়, জয় জয় দয়াময়,
হৃদি সরোবরে ফুটে ভকতি কমল,
তাহে বিরাজেন হরি ভকতবৎসল।

(১৯)

ভক্তাধীন ভগবান্ প্রেমপারাবার,
তাঁর পদে প্রাণ মন যে করে অর্পণ ;
না থাকে কিছুই ভয় ভাবনা তাহার,
ভকতের ভার হরি করেন বহন।
জয় ব্রহ্ম দয়াময়, জয় বিধানের জয়,
বিশ্বাস ভকতি বলে সকলি সম্ভবে ;
সব দুঃখ দূরে যায়, স্বর্গ হয় ভবে।

(২০)

হইল ব্রহ্মবাদিনী কুলবালাগণ,
ঘরে ঘরে পূজে তাঁরে প্রেম উপহারে ;
পরিবার দেবালয়, তপস্যা কানন,
সশরীরে স্বর্গলাভ হইবে সংসারে।
জয় বিধানের জয়, দূরে গেল ভবভয়,
জয় জয় গৃহপতি করুণার সিন্ধু,
তুমি মাতা পিতা প্রাণসখা দীনবন্ধু।

(২১)

প্রাচীন বিধানে যত ছিল রত্ন ধন,
পবিত্র চরিত্র কিংবা তত্ত্বজ্ঞান সার ;
একে একে তা সবারে করি আহরণ,
রচিলেন হরি এক মণিময় হার।
জয় জয় দয়াময়, নববিধানের জয়,
গাও আজ যত স্বর্গপুরবাসিগণ ;
এত দিনে সত্যে সত্যে হইল মিলন।

(২২)

যোগ ভক্তি কর্ম্মকাণ্ড দর্শন বিজ্ঞান,
খণ্ড খণ্ডরূপে ছিল দেশ দেশান্তরে ;
অখণ্ড সত্যের অঙ্গ তাবৎ বিধান,
পুনঃ প্রবেশিল দেখ একের ভিতরে।
জয় বিধানের জয়, ভেদাভেদ হ'ল লয়,
বিচ্ছেদে মিলন কি নয়ন মনোহর ;
অপরূপ পূর্ণ ধর্ম্ম পরম সুন্দর।

(২৩)

দলে দলে ছিল ভেদ অলঙ্ঘ্য দুস্তর,
মাঝে যেন স্রোতস্বতী নদী অগণন ;
হ'ল এবে সেতুবন্ধ তাহার উপর,
পার হয়ে দাও সবে প্রেম আলিঙ্গন।
জয় দেব দয়াময়, বিধানসেতুর জয়,
ঘুচিল বিবাদ নব বিধানের ঘরে,
ডুবিল মানবজাতি প্রেমের সাগরে।

(২৪)

রাসায়ন যোগে মিশে গেল সমুদয়,
ঘুচিল জ্ঞানের ভ্রম ভক্তির বিকার ;
হরিরসে সবদিক্ হ'ল মধুময়,
প্রেম পুণ্যে নীতি ধর্ম্মে মিলিল এবার।
জয় বিধানের জয়, জয় ব্রহ্ম রসময়,
পশু পক্ষী জড় জীব কর হরিধ্বনি ;
গভীর আনন্দভরে দিবস রজনী।

(২৫)

কি শোভা অদ্বৈতভাব সব হরিময় !
যোগে যেন একেবারে জলের প্লাবন ;
দ্বৈতভাব তাহে যথা তরঙ্গনিচয়,
নিত্য, লীলা দুয়ে আছে প্রভেদ, মিলন।
জয় বিধানের জয়, জয় ব্রহ্ম কৃপাময়,
যোগেতে বিলীন. ভক্তি, সেবায় সম্ভোগ ;
উভয়ে মিলিয়া হ'ল মহা মহাযোগ।

(২৬)

যুগল মূরতি নবরসের আলয়,
পিতৃমাতৃস্বভাবের শুভ সম্মিলন ;
চন্দ্র সূর্য্য এককালে হৃদয়ে উদয়,
ন্যায় দয়া পরস্পরে করে আলিঙ্গন।
জয় হরি দয়াময়, জয় বিধানের জয়,
শান্ত দাস্য সখ্য মধুরাদি পঞ্চ রস ;
এত দিনে সকলের হ'ল সমঞ্জস।

(২৭)

জননী আনন্দময়ী স্নেহের প্রতিমা,
যাঁর রূপে স্বর্গ মর্ত্ত্য হয় বিগলিত ;
দেখালেন তিনি মাতৃ ভাবের মহিমা,
তাঁর মুখচন্দ্র কোটিশশিবিনিন্দিত।
জয় বিধানের জয়, অখিল মাতার জয়,
জয় জয় দয়াময়ী জগত জননী ;
মহেশ্বরী পরাশক্তি অনন্তরূপিণী।

(২৮)

কোলেতে ভকত শিশু ভুবনমোহন,
আসিলেন মাতা সাধুহৃদি-বিলাসিনী ;
স্নেহস্তন্য সুধাপান করে দেবগণ,
আহা মরি ! কিবা শোভা চিত্তবিমোহিনী।
জয় বিধানের জয়, আনন্দময়ীর জয়,
আমরাও জননীর স্তন্যসুধাপানে,
একজাতি হয়ে মিশে যাব ভক্তপ্রাণে।

(২৯)

বহুরূপী ভগবান্ ভাবের জলধি,
তাই পিতা মাতা সখা হরি বলে ডাকি ;
তথাপি তাঁহার গুণ হয় না অবধি,
কখন অবাক্ হয়ে তাই বসে থাকি।
জয় ব্রহ্ম দয়াময়, নব বিধানের জয়,
ধনের দেবতা লক্ষ্মী, জ্ঞানে স্বরস্বতী,
অন্নপূর্ণা দুর্গা যিনি হরেন দুর্গতি।

(৩০)

পরলোকবাসী যত ভক্ত মহাজন,
একধর্ম্মী হয়ে প্রতিনিধি সভা করি;
নব বিধানের রাজ্য করেন শাসন,
সর্ব্বোপরি মহারাণী রাজরাজেশ্বরী।
জয় বিধানের জয়, জগত মাতার জয়,
রাজভক্ত প্রজা মোরা তাঁহার অধীন;
প্রেম ভক্তি কর তাঁরে দিব চির দিন।

(৩১)

সুবিশাল বিশ্ব ব্রহ্মমন্দির সমান,
চিত্ত তীর্থ, সার শাস্ত্র সত্য অবিনাশ;
বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল, প্রেমে পরিত্রাণ,
প্রকৃত বৈরাগ্য যাতে হয় স্বার্থ নাশ।
জয় ব্রহ্ম দয়াময়, নব বিধানের জয়,
এমন উদার ধর্ম্ম দিলেন যে হরি,
তাঁর পদে বার বার প্রণিপাত করি।

(৩২)

একেতে অনন্ত কোটি দেবতার বাস,
ব্রহ্মের অসংখ্য গুণ তাহার ভিতরে;
মূর্ত্তি খোসা ফেলে লও ভাবরূপ শাঁস,
পয়ত্যজি হংস যথা দুগ্ধ পান করে।
জয় বিধানের জয়, জয় হরি দয়াময়,
সারগ্রাহী যেই জন প্রেমিক উদার,
তার কাছে ব্রহ্মময় সকল সংসার।

(৩৩)

বুদ্ধ হিন্দু পার্সি ব্রাহ্ম যবন খিষ্টান,
একেরি সন্তান সব আমাদের ভাই ;
গয়া কাশী মক্কা জিরুশালমাদি স্থান,
ব্রহ্মপাদপদ্মে আসি হ'ল এক ঠাঁই।
জয় বিধানের জয়, দ্বেষ হিংসা হ'ল ক্ষয়,
কোরাণ বাইবেল বেদ গায় সমস্বরে ;
একমেব অদ্বিতীয় দেশ দেশান্তরে।

(৩৪)

বৈষ্ণবে দিলেক ভক্তি, হিন্দু যোগ ধ্যান,
গোতম নির্ব্বাণ, মহম্মদ একেশ্বর ;
খ্রিষ্টানে আনিল কর্ম্ম, দর্শন বিজ্ঞান,
আনন্দে পূরিল নব বিধানের ঘর।
জয় হরি দয়াময়, জয় ধর্ম্মসমন্বয়,
সব জ্ঞান, সব প্রেম, সব সাধু মিলে,
রচিল বিধানে যথা তিলোত্তমা তিলে।

(৩৫)

বীণা বেণু হারমণি খোল করতাল,
একতারা গোপীযন্ত্র আনন্দলহরী ;
মিশিল বিধান তানে অতি সুরসাল,
তার সঙ্গে বল ভাই, নামব্রহ্ম হরি।
জয় বিধানের জয়, সুরে সুর হ'ল লয়,
ঝঙ্কারি হৃদয়তন্ত্রী গাও সুললিত,
নব নব রাগে নব বিধান সঙ্গীত।

(৩৬)

নূতন বিধানে কত রসের লহরী,
অনন্ত সাগর বক্ষে যেন উর্ম্মীমালা ;
কিন্তু ব্রহ্ম নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প হরি,
বিচিত্র তাঁহার কীর্ত্তি জগত উজ্জ্বালা।
জয় বিধানের জয়, জয় জয় দয়াময়,
রূপের তরঙ্গে নব ভাবের প্লাবনে,
ডুবিল জীবনতরী উঠিবে কেমনে।

(৩৭)

নিরাকারে এত ভাব এত প্রেম ছিল,
জানিত না আগে কেহ জীবনে কখন ;
চিদঘন হরিরূপ পয়োধি সুনীল,
যত খুঁজি তত পাই সার রত্ন ধন।
জয় বিধানের জয়, হরি প্রেমরসময়,
আকাশে কুসুম হাসে মরুভূমে বারি,
তিমিরে মিহির জ্বলে যাই বলিহারী !

(৩৮)

নূতন বিধান কল্পপাদপ সমান,
ফলে তাহে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফল ;
যোগবলে হয় যার বাসনা নির্ব্বাণ,
পায় সে হৃদয়ে হরি চরণকমল।
জয় জয় দয়াময়, নববিধানের জয়,
বসেছে আনন্দমেল্লা আনন্দনগরে,
দেখে যা জগতবাসী আয় ত্বরা করে।

(৩৯)

বিবেক স্বয়ং ব্রহ্ম নহে মনোবৃত্তি,
তিনি আদি গুরু জ্ঞান সচ্চিত অখণ্ড ;—
নরের মহত্ত্ব দেবভাব পুণ্যকীর্ত্তি,
অন্ধকার খনি মাঝে যথা হীরাখণ্ড।
জয় দেব দয়াময়, জয় বিধানের জয়,
মনুষ্যের দিব্য অঙ্গ দেব নিরঞ্জন,
শর্করা সহিত যথা জলের মিলন।

(৪০)

জীব ব্রহ্মে যোগাযোগ অদ্ভুত রহস্য,
মিলন বিচ্ছেদ কোথা কেহ নাহি জানে,
উভয়ে প্রভেদ বহু আছয়ে অবশ্য,
নদীসহ যথা সিন্ধু সঙ্গমের স্থানে।
জয় ব্রহ্ম দয়াময়, জয় বিধানের জয়,
জীবলোহ নিম্নে, ব্রহ্মস্বর্ণ উর্দ্ধভাগে,
যোগেতে জীবিত যোগী দেখে অনুরাগে।

(৪১)

প্রবৃত্তিনিবৃত্তি, চিন্তা ভাবনা নির্ব্বাণ,
যোগের প্রারম্ভ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।
বৈরাগ্য অনলে দগ্ধ হয় যবে প্রাণ,
তখন দ্বিজাত্মা হয়ে জীব স্বর্গে যায়।
জয় বিধানের জয়, জয় ব্রহ্ম দয়াময়,
উড়িল মানসপক্ষী চিদঘনাকাশে,
নেতি নেতি জ্ঞানঅস্ত্রে কাটি মায়াপাশে।

সবে মিলে একবার কাঁপায়ে মেদিনী,
সুর নর চরাচর যে আছ যেখানে ;
ঊর্দ্ধমুখে, ভীমনাদে কর জয়ধ্বনি,
উড়াও পবনে ধ্বজা নূতনবিধানে।
জয় বিধানের জয়, অখিল মাতার জয়,
বাজাও মৃদঙ্গ জয়সঙ্খ ঘণ্টা ঘড়ি,
নাচ গাও হরি বলে দাও গড়াগড়ি।

ইতি শ্রীবিধানভারতে যুগধর্ম্মমাহাত্ম্যপ্রতিপাদকে
হরিলীলামহাকাব্যে নববিধানোদয়ো নাম
প্রথমোল্লাসঃ।